চন্দ্রশেখর

নবকুমার গরাই।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির
কলিকাতা, ১২

উৎসর্গ

বাবা,

ইংরেজকে দেশ থেকে তাড়াবার কল্পনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, আপনি চন্দ্রশেখর নাটকে সে কল্পনার যে রূপ দিয়েছিলেন, ইংরেজ তাতে ক্ষেপে গিয়ে আইনের নাগপাশে বেঁধেছিল 'চন্দ্রশেখর নাটককে'। মুমুক্ষু বাঙ্গালীর কাছে আপনার স্বাধীনবাণী প্রকাশ হ'ল না বলে আপনি দুঃখ করতেন। আজ স্বাধীন ভারতে জাতি সর্ব্ব পাশমুক্ত। রাহু কবলমুক্ত চন্দ্রশেখর আপনার মূল পাণ্ডুলিপি থেকে প্রকাশ করে আপনার আশা পূর্ণ করতে পারলুম বলে ধন্য মনে করছি।

চির স্নেহভিক্ষু

'অসি'

প্রথম অভিনয়—১৮৯৭ খৃঃ

নামভূমিকায় অবতীর্ণ অভিনেত্রীবৃন্দ

—:*:—

চন্দ্রশেখর—৺অমৃতলাল মিত্র

প্রতাপ—৺অক্ষয়কালী কোঙার

রামানন্দ স্বামী—৺হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য

মীরকাশেম—৺মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী
(মাষ্টার ম'শাই)

গুরগণ খাঁ—৺সুরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্রীনাথ—৺উপেন্দ্রনাথ মিত্র

লরেন্স ফষ্টর—৺রামলাল বন্দ্যোপাধ্যায়
(কালপরিণয় নাটক প্রণেতা)

আমিয়ট—৺লাটুবাবু

গলষ্টন—৺বিষ্ণুচরণ দে

বিশ্বাস—৺ঘনশ্যাম বিশ্বাস

রামচরণ—৺জীবন সেন

বকাউল্লা—৺কিশোর বাবু

শৈবলিনী—৺তারাসুন্দরী

সুন্দরী—৺নগেন্দ্রবালা

দলনী—৺নরীসুন্দরী

কুলসম—৺গঙ্গামণি

পার্ব্বতী—৺কামিনীবালা

রাইমণি—৺এলোকেশী

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

পুরুষ

চন্দ্রশেখর	...	বেদগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ
প্রতাপ	...	জমীদার
রামানন্দ স্বামী	...	চন্দ্রশেখরের গুরুদেব, সিদ্ধপুরুষ
মীরকাসেম	...	বাঙ্গালার নবাব
মহম্মদ তকী	...	মুর্শিদাবাদের ফৌজদার
গুরগন্ খাঁ	...	নবাবের সেনাপতি
আলি ইব্রাহিম খাঁ, মহম্মদ ইরফান, আমির হোসেন	...	নবাবের সেনানায়ক
শ্রীনাথ		সুন্দরীর স্বামী
লরেন্স ফষ্টর	...	পুরন্দরপুর রেশম কুঠির কুঠিয়াল
আমিয়ট		ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিনিধি
গলষ্টন, জনসন	...	আমিয়টের সহকারী
গন্ধগোকুল বিশ্বাস	...	কুঠির দেওয়ান
রামচরণ	...	প্রতাপের ভৃত্য

সর্ব্বেশ্বর, শিবু, রতন, ছিরু, সনাতন, খোজা, প্রহরী, বকাউল্লা, সিপাহিগণ, কর্ম্মচারী, মুসবুদ্দিন, দূত ইত্যাদি।

স্ত্রী

শৈবলিনী	...	চন্দ্রশেখরের স্ত্রী
সুন্দরী	...	ঐ জ্ঞাতি-ভগিনী
রূপসী	...	প্রতাপের স্ত্রী ও সুন্দরীর সহোদরা
দলনী	...	নবাবের বেগম
কুলসম	...	দলনীর বাঁদী
পার্ব্বতী	...	গন্ধগোকুল বিশ্বাসের স্ত্রী
রাইমণি	...	জনৈক গ্রাম্য স্ত্রীলোক

চন্দ্রশেখর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেদগ্রাম—ভীমা পুষ্করিণী

শৈবলিনী ও সুন্দরী

(গীত)

কালো জল নাচ্ছে তালে তালে।
রাঙ্গা বৌয়ের ঢেউ খেয়ে জল নাচ্ছে তালে তালে॥
লুকিয়ে লাজে জলের মাঝে,
তালগাছের কালো ছায়া নাচ্ছে তালে তালে।
উল্লাসে কল্সী দোলে,
এই ডোবে এই ভাসিয়ে তোলে,
ঢেউয়ের তালে দুলে দুলে নাচ্ছে তালে তালে॥

টুপ্ টুপাটুপ্ ডুব্ছে ডাহুক,
(আবার) ঢেউয়ে চ'ড়ে ওঠে পড়ে নাচ্ছে তালে তালে ॥
আমার বাজুর ঘুমুর
ঝুমুর ঝুমুর বাজ্ছে তালে তালে।
ঢেউ রঙ্গ ক'রে অঙ্গ বেড়ে খেল্ছে লুকোচুরি,
এই বুকে উঠে পালায় ছুটে ভারি জারি-জুরি,
ঢেউ আপনি নাচে, আমায় নাচায়, নাচ্ছে তালে তালে ॥

সুন্দ। নে ভাই, সন্ধ্যা হ'লো, আর নয়, চল্ বাড়ী যাই।

শৈব। কেউ নেই ভাই, এখানে আয় না, চুপি চুপি খানিক গান গাই।

সুন্দ। দূর হ—পাপ! ঘরে চ।

শৈব।
ঘরে যাব না লো সই!
আমার মদনমোহন আস্ছে ঐ!
ঘরে যাব না লো সই!

সুন্দ। মরণ আর কি, মদনমোহন তো ঘরে ব'সে, সেইখানে চল্ না।

শৈব। তাঁরে বল গিয়ে, তোমার মদনমোহিনী ভীমার জল শীতল দেখে ডুবে মরেছে।

সুন্দ। নে, এখন রঙ্গ রাখ্, ডুবে মরবার এত সাধ কেন?

শৈব। ম'রে বেঁচে থাকাতেই বা লাভ কি?

সুন্দ। ম'রে বাঁচা আবার কি? আঃ হা হা হা, ঠাট্টি দেখে আর বাঁচিনে! কেন, কি অসুখে আছ? শতজন্ম তপস্যা কর্লে তবে এমন পণ্ডিত স্বামী পাওয়া যায়।

শৈব। তা বৈ কি! দাম্পত্য-প্রণয়ে একটুমাত্র ব্যাকরণ ভুল হবার যো নেই! সমস্ত দিন হোমকাষ্ঠ আহরণ, সমস্ত রজনী শান্তি-শতক অধ্যয়ন, যৌবনসমাগমরূপ মহাপাতকের জন্যে আগামী বাসন্তী পঞ্চমীর দিন আমার প্রায়শ্চিত্ত হবে। মস্তক মুণ্ডন ক'রে শিখা রক্ষা করবো, ভট্টাচার্য্য প্রাণেশ্বর মহাশয়ের ভগ্নী সে দিন আমাদের ওখানে গিয়ে মধ্যাহ্ন জলপান করবেন, আপনার নিমন্ত্রণ রইল।

সুন্দ। এত যদি, তবে চন্দ্র দাদাকে বে' করেছিলি কেন? তোদের গাঁয়ে কি চাষাভুসো ছিল না? তাদের এক জনকে লাঙ্গল থেকে ছাড়িয়ে এনে গলায় মালা দিতে পারিস্ নি?

শৈব। কি জান সার্ব্বভৌম ঠাকুরঝি, মহাস্বয়ম্বর-সভা হলো, ছশো-পাঁচশো সসাগরা পৃথিবীর রাজা এসে সেখানে বস্‌লেন, তার মধ্যে সকলকে অন্ধকার ক'রে তোমার দাদার উদয়! দেখলেম, নিটোল ললাটে সাক্ষাৎ যেন নবদ্বীপের টোল। উজ্জ্বল নয়ন ছ'টিতে পাতঞ্জল ভাস্‌ছে। কি বা নাসা, যেন ন্যায়ের বাসা! অধরে হাসি—তাও ঈষৎ, যেন বেদের কোলে উপনিষৎ। আর কি ধৈর্য্য ধরতে পার্‌লুম, একেবারেই রাই উন্মাদিনী হয়ে উঠ্‌লুম আর কি!

সুন্দ। থাম লো থাম, সবাই প্রায় স্বয়ম্বর ক'রে বে করেছে কি না? আমাদেরও তো বাপ-মায়ে দেখে শুনে বে দিয়েছিল, তা ব'লে কি আর স্বামী মনে ধরে নি? না, তার ঘর করছি নি? তবে বুঝি কেউ মনগড়া বর ছিল? বের আগেই কুন্তী হয়েছিলি না কি?

শৈব। না ভাই, কুন্তীও হই নি, কুস্তিও ধরি নি, তবে তোমার দাদা যদি না আমার গলায় বেড়ি দিতেন, তা হ'লে আমার আর বর জুটতো না; বোধ হয়, এক রকম বেশ থাকতুম।

সুন্দ। বর জুটতে' না কি লো?

শৈব। তা বৈ কি, এই তো এত কাল আইবুড়ো ছিলুম, এক বুড়ো মা বই তিন কুলে আর কেউ ছিল না, কেই বা আমার বের উদ্যোগ কচ্ছিস, আর সেই বনের ভেতর কেই বা খুঁজে এসে বে কর্‌তো?

সুন্দ। বনের মাঝে সোনার ফুল ফুট্‌লে ভোমরা সেথায় আপনি যায়, এই দেখ না, দাদা ত গেলেন।

শৈব। তোমার দাদা কি আর আমায় বে করবার জন্য গিয়েছিল?

সুন্দ। না, তা জানি, ভবিতব্যয় নিয়ে গিয়েছিল। প্রতাপ সাঁতার দিতে দিতে দাদার নৌকার কাছে জলে ডুবে যায়, তাকে বাঁচিয়ে বাড়ী পৌছে দেবার জন্যে তো দাদা তোদের গ্রামে যায়, সেইখানেই তো তোকে দেখে—ও যার হাঁড়িতে যে চাল দিয়েছে;—আগে কত লোক তো সাধ্যি-সাধনা করেছিল, তা দাদা তো বে কর্‌বো না ব'লে একেবারে ধনুর্ভঙ্গ পণ করেছিলেন; তার পর আমরা কেউ কিছু জানি নে, একেবারে বৌ নিয়ে ঘরে এসে উপস্থিত!

শৈব। বৌ আনেন নি, নিতান্ত একটা ভাত-রাঁধুনীর দরকার হয়েছিল, তা আমার মতন এমন গরীবের মেয়ে ছাড়া মিনি মাইনের চাকরানী পাবেন কোথায়? তাই এনেছিলেন।

সুন্দ। স্বামীকে রেঁধে খাওয়াতে পারা তো মেয়েমানুষের ভাগ্যের কথা, তার আবার বল্‌ছিস্ কি? আচ্ছা, একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো, সত্যি বলবি?

শৈব। এই ভর সন্ধ্যাবেলা পুকুরজলে দাঁড়িয়ে পণ্ডিত প্রাণেশ্বরের বোনের সঙ্গে কি মিছে কথা বলতে পারি?

সুন্দ। নে, রঙ্গ রাখ্। আচ্ছা, যথার্থ বল্ দেখি, তোর মনে মনে প্রতাপকে বে কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, না? তাই দাদার উপর অমন বিষদৃষ্টি পড়েছে। শুনেছি বটে, ছেলেবেলায় দু'জনে গলাগলি ভাব ছিল, দিন-রাত খেলা করতিস, একসঙ্গে দু'জনে গঙ্গায় সাঁতার খেলা হ'তো; প্রতাপ যে দিন জলে ডোবে, তুইও না সে দিন সঙ্গে সঙ্গে সাঁতার দিচ্ছিলি? ও ডুব্‌লো দেখে তুই ফিরে ঘাটের দিকে পালালি? মেয়েমানুষ কি না অবিশ্বাসী জাত!

শৈব। যাক্, ভাই, ও সব কথা আর তুলিস্ কেন?

সুন্দ। ওঃ, তাই বটে, ধরা প'ড়ে গেছ, আর লুকোবার যো কি? তা এতই যদি মনে ছিল, তবে বে করিস্ নি কেন?

শৈব। দূর দূর, ও কথা কি বল্‌তে আছে? ওরা যে আমাদের জ্ঞাতি হয়।

সুন্দ। ওঃ, সুবাদে বাধে! তাই বে হয় নি?

শৈব। তা যদি হ'তো, তা হ'লে তোমার বোন্ যে আমার সতীন হ'তো।

সুন্দ। দোজবরেকে দিতুম কি না! রূপসীর কি আর বর জুটতো না? তা দেখ ভাই, যা হবার হয়েছে, আর তো ফেলবার নয়, আর ও সব কথা ভাবিস্‌নি। ছেলেবেলায় অমন খেলা-ঘরের বর সবার থাকে, খেলুড়েদের ভেতর এক জনকে না এক জনকে মনে ভাবে, এর সঙ্গে আমার বে হবে, পাঁচ জনেও তামাসা ক'রে "এই তোর বর, এই তোর বর" বলে। তা ব'লে কি আর সত্যি তার সঙ্গে বে হয়ে থাকে? যাদের সঙ্গে খেলা করেছি, তখন মনে হয়েছে, বুঝি এ জন্মে আর কখনও তাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবে না, তার পর—এখন কে কোথায় গেছে, দেখাও নাই—মনেও নাই।

শৈব। তোমার দাদা এখানে থাকলে বল্‌তেন,—"কা কস্য পরিবেদনা!"

সুন্দ। বামুনের ছেলে সংস্কৃত বল্‌বে না তো কি চাষার গপ্পি করবে? দেখ, চন্দ্র দাদা অনেক লেখা-পড়া শিখেছেন, নবাব পর্য্যন্ত গুরুর মত মান্য করেন। ভারিক্কে মানুষ। উনি কি তোকে নিয়ে ছেলে-ছোকরার মত ছিব্‌লেমো কর্‌তে পারেন? কিন্তু তুই ওঁর মন জানিস্ নি। উনি তোকে বড় ভালবাসেন। কিসে তুই ভাল থাকিস্, কিসে তোর কষ্ট না হয়, সর্ব্বদা ওঁর এই ভাবনা, আমরা তা বেশ বুঝতে পারি। আর তুই স্ত্রী, আপনি দেখে শুনে বে ক'রে এনেছেন, তোকে তো ভালবাসবার—যত্ন কর্‌বার কথাই। কিন্তু উনি কাকে না ভালবাসেন? কার উপর ওঁর না স্নেহ-মমতা আছে? আমি কেবল সম্পর্কে ভগ্নী বই তো নয়, আমাদেরই উপর কত যত্ন। যখন আপনার প্রাণের মায়া বিসর্জ্জন দিয়ে প্রতাপকে বাঁচাবার জন্য জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, তখন কি বুঝতে পারিস্ নি, ওঁর কত উঁচু প্রাণ? আবার সেই প্রতাপকে নবাব-সরকারে চাক্‌রী ক'রে দিয়ে কত বড় জমীদার ক'রে দিলেন, আপনি দাঁড়িয়ে রূপসীর সঙ্গে বে দিয়ে সংসারী ক'রে দিলেন।

শৈব। বাচস্পতি মশাই, ক্ষান্ত হ'ন। বল্‌লুম, একটি গান গা, তা হ'লো না, এত রাত্রে সাবিত্রীর কথা আরম্ভ কর্‌লেন।

সুন্দ। ও মা, সত্যি তো, কথায় কথায় অন্যমনস্ক হয়ে রয়েছি, কখন্ সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে! আর এখানে থেকে কাজ নেই, শীগ্‌গির চল্। আজ আবার ক্ষেমীর মা বল্‌ছিল যে, এ দিকে একটা গোরা এসেছিল। (১)

(১) প্রথম অভিনয় কালে ছিল—"জুজু এসেছিল।" পরের পরিবর্ত্তন, "এদিকে বোম্বেটের দল এসেছে"

শৈব। এলেই বা, তাতে তোমার আমার কি ?

সুন্দ। আ মলো, তুই বলিস্ কি ? ওঠ, নইলে আমি চল্লুম।

শৈব। আমি উঠবো না, তুই যা।

সুন্দ। তবে থাক্, গোরা এসে ঘাড় মট্‌কে দেবে এখন, আমি চল্লুম। (কিয়ৎদুর যাইয়া) হ্যাঁ লা, সত্যি সত্যি কি তুই একা সন্ধ্যাবেলা পুকুরঘাটে থাক্‌বি না কি ?

শৈব। "আমি থাকবো আজ যমুনা-জলে।
ঐ দাঁড়িয়ে কালা কদমতলে॥"

সুন্দ। ও কি রঙ্গ ? ভাল লাগে না। আসিস্ তো আয়!

শৈব। চুপ ! চুপ ! কে দেখেছিস্ ? ও পারে তালগাছের তলায় ঐ—

সুন্দ। ওগো মা গো, বাবা গো, ও যে গোরা গো!

[কল্‌সী ফেলিয়া সুন্দরীর প্রস্থান।

শৈব। হা হা হা হাঃ। কেন ? পালাব কেন ? আমি ক'দিন সাম্‌নে দাঁড়িয়ে কথা কয়ে দেখেছি! সত্যি সত্যি তো ফিরিঙ্গী আর মানুষ ধ'রে খাবে না! ওরা কি মনে ক'রে আসে ? ইণ্ডি-মিণ্ডি কি বলে যে ছাই, আমি বুঝতে পারি নে! বল্‌বে আর কি ? আসল কথা—মরেছে। তা বেশ, আমার কি ? আমি খানিক খেলাই না, পুরুষকে খেলাতেই ত মেয়েমানুষের জন্ম। বন্দুকই ছোড় আর কামানই দাগ, আমাদের নয়নের ভেতর যে বাণটি আছে, তা হান্‌লে কারুরই আর রক্ষা নাই।

(লরেন্স ফষ্টরের প্রবেশ) (২)

ফষ্ট। I come again fair lady।

---

(২) লরেন্স ফষ্টরের স্থানে নাম দেওয়া হয় Alva, Floris পরে—পর্ত্তুগীজ গঞ্জালিস।

শৈব। আমি তো কতবার বলেছি, ও ছাই বুঝতে পারিনে।

ফষ্ট। Oh! Oh! that nasty gibberish, I must speak it .I—suppose, হাম again আয়া হ্যায়।

শৈব। কেন, যমের বাড়ীর কি এই পথ?

ফষ্ট। কেয়া বোল্‌টা হায়?

শৈব। বলি, যম কি তোমায় ভুলে গিয়েছে?

ফষ্ট। যম—John you mean, হাম জন নেহি, হাম লরেন্স।

শৈব। ভাল, একটা ইংরেজী কথা শিখলুম, লরেন্স অর্থে বাঁদর।

ফষ্ট। Dear, টোম হামকো love শেক্‌তা?

শৈব! শেঁকাশেঁকি কি? একেবারে নুড়ো জ্বেলে তোমার মুখ পোড়াতে পারি।

ফষ্ট। হাম পুরগুরপুর* ফ্যাক্টরী ছোড় যাগা।

শৈব। বল্‌ছি তো যমের বাড়ী যাও না, কে মাথার দিব্যি দিয়ে মানা করেছে?

ফষ্ট। Mother country? No, হাম Calcutta যাগা।

শৈব। আহা, ঠাকুর কি এমন করবেন কাল তুমি কাটা যাবে? কেন, আজ সুবিধা হয় না?

ফষ্ট। Yes, সুবেডার making গোলমাল—Calcutta যাগা, again মুঙ্গের যাগা!

শৈব। তা যাগা তো যাগা, এখানে মর্‌তে এসেছিস্ কেন?

ফষ্ট। Canoe? No canoe here, green boatমে যাগা। টোম হামারা সাট যাগা? রোপেয়া ডেগা, hundred, thousand, ten thousand,house, dress, silk, velvet, jewellery.

---

* পরে 'হুগলী' লেখা হয়।

শৈব। আ মরি মরি, তোমাদের কিষ্কিন্দের কথাগুলি তো বেশ !

ফষ্ট। Base, no, I am a gentleman, on my honour, I am telling the truth, যো বোলা ডেগা, I will make yon rich. no base proposal—বোলো, যাগা ?

শৈব। ভাল, যাগা যাগা ক'রে জ্বালালে ! এখন এখান থেকে ঝাঁটা খেয়ে দূর হও না। আমায় ঘরে যেতে হবে না ?

ফষ্ট Dear। হোম যাটা ?

শৈব। হাঁ, হোম করতেই যাচ্ছি বটে, মুখপোড়া এ কথাটা মিথ্যে বলে নি ! আমাব স্বামীর কাছে যাওয়াও যা, আর হোম কবতে যাওয়াও তা।

ফষ্ট। I will go, forget me not, good bye ! good bye !

[প্রস্থান।

শৈব। পোড়ারমুখো নটঘটের কথা বলে না কি ? আবার ভাই ভাই বলছিল ! ইস্ সন্ধ্যা হয়ে গেছে যে ! যদি জিজ্ঞেস করে, এত রাত হ'লো কেন ? কি বল্‌বো ? আর এত ভাবছিই বা কেন ? সে-ও ভাই ছাই জিজ্ঞেস করেছে ! তাও যদি একবার গায়ের জ্বালাটা হয়, কি একটু সন্দেহও করে, তা হ'লেও বুঝি সে পুরুষমানুষ। দিন নেই, রাত নেই, কেবল কতকগুলি ক্ষয়ে কাটা পুঁথি খুলে প্রমা, মায়া, স্ফোট, অপৌরুষেয়ত্ব এই করছেন। আমাকে একটা মানুষ ভাবে কি কাঠের পুতুল ভাবে, তাও তো বুঝতে পাচ্ছি নি ! (পশ্চাতে দৃষ্টি) মুখপোড়া পেছুনে পেছুনে আস্‌ছে না তো ? কই, না।

[প্রস্থান।

ক্রোড় অঙ্ক।

(ফষ্টর ও কারকুনের প্রবেশ)

ফষ্ট। বিস্থ্বাস্—বিস্থ্বাস্, quick quick, follow ! যাও, লেডীজ হোম ডেখো ?

কার। Yes খোদাবন্দ।

ফষ্ট। Hang your খোডাবণ্ড। জল্‌ডি go—জল্‌ডি go—বাত নেই, বাত নেই, go quick.

কার। Yes খোদাবন্দ, যাতা যাতা, he woman বৈ তো নয়, slow slow walk যাগা। I masculine man, long long পা ফেলেগা, two legএগিয়ে catch করেগা।

ফষ্ট। পাক্কা খপ্‌বর bring. Give me that lady, I give you plenty বক্‌শিস্।

কার। Very good sir, হাম সব পাকা কর দেগা, এমন many many কিয়া। ছিরে বাগদীকে ঘাল কর্‌কে উস্‌কো wifeকে কেমন Smith সাহেবকো give করাথা। নোফরা ডোমের two two daughter একদম কাপ্তেন গ্রিধারী সাহেবকো give কর দিয়া। You গড্যাম হয়ে ব'সে থাক, ও lady your most obedient servant and oblige।

ফষ্ট। Fair means fail, take সড়কীওয়ালা, লাঠিওয়ালা। ডাকা কর, হাম lady মাংটা, কাল Calcutta যাগা, she must accompany me.

কার। You go sir, নৌকায় গিয়ে নাকে oil give ক'রে sleep কর গে। I your slave, slave, my fourteen masculine generation your slave. That lady তো that lady, you order, my mother in law I give you.

ফষ্ট। হা হা হা, টোম বড ভালা আডমী, টোম শালা বেটা। I will make you a Zammindar. Go, be quick.

কার। সেলাম সেলাম, you get seven sons, all kings.

ফষ্ট। Oh! dear dark damsel, I have taken a fancy for you, and I must have you. If I give up the chase, the prestige of the British in the East will be gone. Now or never. Ah! Mary, Mary! sweetheart, where art thou now? If you but knew how your Coz Lawrie is trifling with your affections in this distant East! With this flaming beauty of Bengal compensate for the loss of that sweet little thing of the lady of vine, the snowy regions? Let's see, let's see.

(Singing)

The two black eyes Oh!
The lovely black eyes Oh!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বেদগ্রাম—চন্দ্রশেখরের কক্ষ

চন্দ্রশেখর

চন্দ্র। ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনাম॥

সকল শাস্ত্রেই কামরূপ পাপকে মহাশত্রু ব'লে উল্লেখ করে। ইন্দ্রিয়সমূহই বাসনার অধিষ্ঠানভূত। ইন্দ্রিয় প্রবল থাক্‌লে চিত্তবিক্ষেপ হয়ে নূতন কর্ম্ম সঞ্চয় হবে, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ভিন্ন বাসনার বিসর্জ্জনের অন্য উপায় নাই।

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্॥

ভগবানের উক্তি, আত্মা বুদ্ধি হতেও পরতর। যদি বুদ্ধি হতেও শ্রেষ্ঠ পরাৎপরের প্রতি চিত্ত ধাবিত হয়, তা হ'লে তুচ্ছতম ইন্দ্রিয়ের বশ কেন হব? বাসনার বিনাশ কর্‌তে পার্‌লেই মুক্ত হওয়া যায়।

(শৈবলিনীর প্রবেশ)

শৈব। তুমি এখানে? আমি এই ঘাট থেকে এলুম।

চন্দ্র। এলে, বেশ।

শৈব। বেশ বুঝি? হা হা হা হা!

চন্দ্র। হাসলে যে?

শৈব। আমি মনে করেছিলুম যে, আমার ঘাটে দেরী হয়েছে, তুমি হয় তো কত বক্‌বে।

চন্দ্র। হ্যা হ্যাঁ, সত্যই তো, এত দেরী হলো কেন ?

শৈব। আজ একটা গোরা এসেছিল, সুন্দরী ঠাকুরঝি ডাঙ্গায় ছিল, দৌড়ে পালিয়ে এল, আমি জলে ছিলুম, ভয়ে উঠতে পারলুম না, এক গলা জলে দাঁড়িয়ে রইলুম, সেটা গেল, তবে আসছি।

চন্দ্র। (অন্যমনস্ক ভাবে) আর এস না।

কাম এব ক্রোধ এব রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্‌॥

শৈব। এখন এস, আহার করবে না ?

চন্দ্র। না, আমি এখন অধ্যয়ন করবো, অনেক রাত্রি হবে। তুমি আহার ক'রে শয়ন কর গে। আমি তো তোমায় অনুমতি দিয়ে রেখেছি; যাও, তাতে কোন দোষ নাই। আমার তো প্রত্যহই রাত হয়, তুমি ছেলেমানুষ, কেন আমার জন্য কষ্ট সহ্য করবে ?

শৈব। একটু সকাল সকাল খেলেই বুঝি সব কষ্ট যায় ?

চন্দ্র। কেন, তোমার আর কোন কষ্ট হয়েছে না কি ?

শৈব। কিছু না, তোমার কাজ তুমি কর—পুঁথি পড

[প্রস্থান

চন্দ্র। আহা, এ কুসুমপ্রতিমা সদাই মলিন থাকে, আমার গৃহে এসে শৈবলিনী সুখী হলো না। হায়, কেন আমি একে বিবাহ করেছিলেম ? এ কুসুম রাজমুকুটে শোভা পেত; শাস্ত্রানুশীলনে রত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের কুটীরে এ রত্ন আন্‌লুম কেন ? এনে আমি সুখী হয়েছি সন্দেহ নাই,

কিন্তু শৈবলিনীর তাতে কি সুখ? আমার যে বয়স, তাতে আমার প্রতি শৈবলিনীর অনুরাগ অসম্ভব। অথবা আমার প্রণয়ে তার প্রণয়াকাঙ্ক্ষা-পরিতৃপ্তির সম্ভাবনা নাই। বিশেষ আমি তো সর্ব্বদা আমার গ্রন্থ লয়েই বিব্রত; আমি শৈবলিনীর সুখের কথা কখন্ ভাবি? আমার গ্রন্থগুলি তুলে পেড়ে এমন নবযুবতীর কি সুখ? আমি নিতান্ত আত্মসুখ-পরায়ণ, সেই জন্যই একে বিবাহ কর্‌তে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম। এখন আমি কি কর্‌বো? এই ক্লেশসঞ্চিত পুস্তকরাশি জলে ফেলে দিয়ে এসে রমণীমুখপদ্ম কি এ জন্মের সারভূত করবো? ছি ছি, তা পার্‌বো না। তবে কি এই নিরপরাধিনী শৈবলিনী আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে? এই সুকুমার কুসুমকে অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করবার জন্যই কি বৃন্তচ্যুত করেছিলুম?

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—দলনীর কক্ষ

দলনী

দল। (পাঠ) "এ্যায় দিলে উম্মাক বদামে তো
সায়েদ মা বতো মস্‌গুল্
বাতুরা আমরু জায়েদ্।"

নাঃ-ভাল লাগে না। এখনও এলেন না কেন? কেন আস্‌বেন? হাজার দাসীর মধ্যে আমি একজন দাসী মাত্র। আমার জন্য এত দূর আস্‌বেন কেন? (পুনর্ব্বার পাঠ)

"কাস্‌কানাকে আয়ে বেমান্‌ গুফুন্দুরায়ত,
এ্যায়-দিলিস্তাঁ। বিদি দন্দে তু বজায়ে
তু রঞ্জদর্‌ নজরত, বে খবর্‌ দস্ত হাঁ বুরি দন্দে।"

না, থাক্‌ গে। ভাল;নাই আসুন, আমাকে স্মরণ কর্‌লেই তো আমি যাই। তা আমায় মনে পড়বে কেন? আমি হাজার দাসীর মধ্যে এক জন বৈ তো নয়। ভাল, কেন ঈশ্বর এমন করেন? এক জন কেন আর এক জনের পথ চেয়ে প'ড়ে থাকে? যদি তাই ঈশ্বরেব ইচ্ছা, তবে যে যাকে পায়, সে তাকে চায় না কেন? যাকে না পায়, তাকে চায় কেন? আমি লতা হয়ে শালবৃক্ষে উঠতে চাই কেন?

(গীত)

কেন কেন কেন যারে নাহি পায়।
উচাটন মন তাবে ধবিবাবে ধায়॥
রবি বিরাজে আকাশে,
কমলিনী জলে ভাসে,
কি আসে সে হেসে হেসে ভানু পানে চায়।
চেয়ে চেয়ে নলিনী মলিনী মিছে হায়॥

নেপথ্যে—নবাব মনসুরল্‌ মুলক্‌ মির্জ্জা মহম্মদ মীরকাসেম
আলি খাঁ হয়বৎ জঙ্গ বাহাদুর।

দল। ও মা, এই যে আস্‌ছেন! আজ আমার কি সৌভাগ্য!

(নবাবের প্রবেশ)

নবা। দলনী বিবি, কি গান গাচ্ছিলে?

দল। আমি—আমি—গান—না—না—না।

নবা। লজ্জা কি. তুমি যা গাচ্ছিলে, গাও, আমি শুন্‌বো।

দল। (স্বগত) প্রাণেশ্বর, তুমি এসেছ, তোমার মুখপানে চেয়ে আমি মোহিত হয়েছি, জ্ঞানহারা হয়েছি, আর কি আমার গান গাবার শক্তি আছে ? গান দূরে থাক. আমার মুখে কথাই ফুট্‌ছে না। দেখা পেলে কত কি বল্‌বো মনে করেছিলুম, কিছুই বল্‌তে পাচ্ছি নি। আমার সমস্ত প্রাণ চোখের ভিতর এসেছে, প্রাণ ভ'রে— আঁখি ভ'রে তোমায় দেখছি।

নবা। কি ভাবছো ? গাইলে না ?

দল। এ ঠিক হচ্ছে না, যন্ত্রটা সুরে মিল্‌ছে না!

নবা। বেশ হয়েছে, তুমি ওরির সঙ্গে গাও।

দল। আপনি বুঝি মনে কচ্ছেন, আমার সুরবোধ নেই ?

নবা। না. না, তুমি গাও! যেমন ক'রে পার গাও! তোমার মধুর কণ্ঠে আমার প্রাণ জুড়ুবে।

দল। না, আমি গাইব না।

নবা। কেন, রাগ না কি ?

দল। কলকেত্তায় ইংরেজরা যে বাজনা বাজিয়ে গান গায়, যদি তাই একটা আনিয়ে দেন, তবেই আপনার সাম্‌নে আবার গাইব, নইলে আর গাইব না।

নবা। যদি সে পথে কাঁটা না পড়ে, তবে অবশ্য দেব।

দল। কাঁটা পড়বে কেন ?

নবা। বুঝি তাদের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হয়। কেন, তুমি সে সকল কথা শোন নি ?

দল। শুনেছি। (স্বগত) শুনেছি বলেই তো ভাবনায় অকূল পাথারে ভাসছি, আমার মনে অনবরত নানা আশঙ্কা হচ্ছে।

নবা। দলনী বিবি, অন্যমনা হয়ে কি ভাবছো ?

দল। আপনি এক দিন বলেছিলেন যে, যে ইংরেজের সঙ্গে বিবাদ করবে, সেই হারবে ! তবে কেন আপনি তাদের সঙ্গে বিবাদ করতে চান ? আমি বালিকা, দাসী, এ সকল কথা বলা আমার নিতান্ত অন্যায়, কিন্তু বলবার একটা অধিকার আছে, আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমায় ভালবাসেন।

নবা। সে কথা সত্য দলনী, আমি তোমায় ভালবাসি। তোমায় যেমন ভালবাসি, আমি কখনও স্ত্রীলোককে এমন ভালবাসি নি, বা বাসবো ব'লে মনে করি নি।

দল। (স্বগত) নাথ, নাথ, কি মধুর কথা শোনালে, আমার প্রাণে অমৃত ঢেলে দিলে, আমার সমস্ত শরীর অবসন্ন হয়ে আসছে ! আহা, ভালবাসেন, আমায় ভালবাসেন, আপনি বললেন আমায় ভালবাসেন।

নবা। ও কি দলনী, তোমার চোখে জল কেন ?

দল। কৈ—না না ! আমি বলছিলুম, যদি জানেন, যে ইংরেজের বিরোধী হবে, সেই হারবে, তবে কেন তাদের সঙ্গে বিবাদ করতে প্রস্তুত হচ্ছেন ?

নবা। কি করবো, আমার আর উপায় নেই। দলনী ! তুমি নিতান্ত আমারই। এইজন্য তোমার সাক্ষাতে বলছি, আমি নিশ্চিত জানি যে, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হব। তবে কেন যুদ্ধ করতে চাই ? ইংরেজরা যে আচরণ করছে, তাতে তারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন ? কেবল তাই নয়, তারা বলে, রাজা আমরা, কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদের হয়ে

প্রজাপীড়ন কর। কেন আমি তা করবো? যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করতে না পারলুম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করবো। কেন অনর্থক পাপের ভাগী হব? অনর্থক কলঙ্কের বোঝা কেন মাথায় নেব? আমি সিরাজউদ্দৌলাও নই, মিরজাফরও নই।

দল। জাঁহাপনা, এজন্যই আবাল-বৃদ্ধবনিতা দেশের সমস্ত লোকেই তোমার যশোগান করে। হৃদয়বল্লভ, এই গুণেই দলনী তোমার চরণের দাসী! প্রাণেশ্বর, আপনি যা বললেন, তাতে আমি কি বল্‌বো, কিন্তু আমার একটি ভিক্ষা আছে, আপনি স্বয়ং যুদ্ধে যাবেন না।

নবা। এ বিষয়ে কি বাঙ্গলার নবাবের কর্ত্তব্য যে, স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনেন? না বালিকার কর্ত্তব্য যে, এ বিষয়ে পরামর্শ দেয়?

দল। আমি না বুঝে বলেছি, অপরাধ মার্জ্জনা করুন। স্ত্রীলোকের মন সহজে বুঝে না বলেই এই সকল কথা বলেছি। কিন্তু আর একটি ভিক্ষা চাই।

নবা। কি?

দল। আপনি আমাকে যুদ্ধে সঙ্গে লয়ে যাবেন?

নবা। কেন? তুমি যুদ্ধ কর্‌বে না কি? বল, গুরগণ খাঁকে বরতরফ ক'রে তোমায় বহাল করি।

দল। দাসীকে বিদ্রূপ করছেন, না ভৎর্সনা করছেন? আমি কি কিছু অন্যায় বলেছি?

নবা। না দলনী, ভৎর্সনা করি নি, তোমায় কি আমি কষ্ট দিতে পারি? কেন যেতে চাও?

দল। আর কেন, আপনার সঙ্গে থাকবো ব'লে।

নবা। না। ছিঃ, তা কি হয়?

দল। প্রাণনাথ, আমি আপনার—

নবা। না দলনী, আর অনুরোধ করো না। এ অনুরোধ আমি রক্ষা করতে পারবো না! তুমি কিছু মনে করো না।

দল। ভাল, জাঁহাপনা—

নবা। আবার ও কথা কেন?

দল। না, আমি সে কথা বলছি নি, আমি জিজ্ঞেস করছিলুম, আপনি তো গণনা করতে জানেন, বলুন দেখি, আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকব?

নবা। হা হা হা—আচ্ছা, তবে কলমদান দাও।

দল। কুল্‌সম্‌, কলমদান!

(কুল্‌সম্‌ কর্ত্তৃক কলমদান প্রদান ও নবাব গণনায় নিযুক্ত হওন)

দল। (স্বগত) এইবার নাথ, আমি তোমার জ্যোতির্ব্বিদ্যা পরীক্ষা করবো। তুমি যতই নিষেধ কর, যুদ্ধ বাধলে দলনী যেথায় থাকবে, তা সে মনে মনেই জানে। নাথের চরণ বিনে এ দাসীর আর স্থান নাই।

নবা। ওয়াইহিয়াদ! ওয়াইহিয়াদ! কখনই হ'তে পারে না! কি আশ্চর্য্য! (কাগজ ছিন্নকরণ)

দল। কি! কি। কি দেখলেন?

নবা। যা দেখলুম, তা অতি ভয়ঙ্কর! অত্যন্ত বিস্ময়কর! তুমি শুনো না।

(প্রস্থানোদ্যত)

দল। কোথায় যান?

নবা। এখনি মুর্শিদাবাদে পরোয়ানা পাঠাতে হবে, সেখানে বেদগ্রামে চন্দ্রশেখর নামে এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বাস করেন, তিনিই আমায় গণনা শিখিয়েছিলেন, তাঁকে ডাকিয়ে একবার গণাতে হবে।

[প্রস্থান।

দল। হা অদৃষ্ট! যদি এলেন তো দু'দণ্ড বস্‌লেন না, আমিই বিদেয় কর্‌লুম? কেন আমি তাড়াতাড়ি আজ এ কথা তুল্‌লুম? প্রাণেশ্বরের প্রাণ উচাটন ক'রে দিলুম! ওঁর এই উৎকণ্ঠার সময় একটু আরাম পেতে এসেছিলেন, তাতে বাধা দিলুম। আপনিও অমৃতহ্রদ-সন্তরণ-সুখে বঞ্চিত হলুম! হা রে, অধম স্ত্রীলোক! অতি কৌতূহলী হয়ে তোরা আপনাদের সর্ব্বনাশ আপনারা আনিস্‌। আর কি আস্‌বেন? আজ কি আর দেখা পাব? দেখি একবার কুল্‌সমকে পাঠাই, সংবাদ নিই।

[প্রস্থান।

১।৪

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

সুন্দরীর পিত্রালয়

সুন্দরী ও শ্রীনাথ

শ্রীনা। বলি, একবার বাড়ী যাব না?

সুন্দ। কেন যাবে না?

শ্রীনা। বলি, একবার সেখানে কি হচ্ছে-টচ্ছে দেখে-শুনে, ফিরে মাসের মাঝামাঝি আস্‌বো।

সুন্দ। কেন আস্‌বে?

শ্রীনা। আস্‌বো না?

সুন্দ। কেন আস্‌বে না?

শ্রীনা। বলি তাই তো, আসবই তো বল্‌ছি।

সুন্দ। কেন বল্‌ছো?

শ্রীনা। তা বল্‌বো না! কি গেরো, খালি বলে কেন—কেন?

সুন্দ। তুমি যাই যাই বল্‌তে পার, আর আমি কেন কেন বলতে পারি নি?

শ্রীনা। তবে যাই?

সুন্দ। যাও, না।

শ্রীনা। আসি তবে। (অগ্রসর হওন)

সুন্দ। (হাঁচি)।

শ্রীনা। এ হে হে, পা বাড়াতেই বাধা পড়লো, হাঁচলে?

সুন্দ। যেমন আমার কথা ঠেলে যাচ্ছিলে।

শ্রীনা। কৈ তোমার কথা ঠেল্‌লুম? তুমি তো "যাও" বল্‌লে?

সুন্দ। ভাল ক'রে শুনেছিলে কি? "না" বললুম না?

শ্রীনা। কি জ্বালা, একবার বাড়ী যাব না? আচ্ছা, না হয় এই মাসকাবারেই আস্‌বো।

সুন্দ। কেন, মাইনে নিতে? তা সে সময় টাকাকড়ি হাতে থাকবে কি না, বল্‌তে পারি নি।

শ্রীনা। মিনি মাইনেতে এত জোর! এর উপর মাইনে দিলে যে কি করতে, বুঝতে পারি নি।

সুন্দ। কি, মাইনে দিই নি? এখানে অমনি থাক বুঝি?

শ্রীনা। তা দাও দাও বেশ কর, এখন একবার ছেড়ে দাও, বাড়ীটে ঘুরে আসি, লক্ষ্মীটি!

সুন্দ। কি ঠাউরেছ বল দেখি?

শ্রীনা। কি ঠাওরাব? কেন?

সুন্দ। ভদ্রলোকের মত এখন চাদরখানা, আর লাঠিগাছটা দাও দেখি।

শ্রীনা। সে কি? সত্যি সত্যি ছেড়ে দেবে না?

সুন্দ। আবার মিথ্যা মিথ্যা ছেড়ে দিতে হয় কেমন ক'রে, তা আমি জানি নি। (চাদর ও ছড়ি লওন)

শ্রীনা। ও কি-ও, সত্যি সত্যি চাদর লাঠি কেড়ে নিলে?

সুন্দ। পাঁচ জন লোক ডাক, দেখুক তারা, সত্যি কি মিথ্যা।

শ্রীনা। দেখ, আমি বড্ড রাগ করবো।

সুন্দ। একেবারে বড্ড? একটু ছোট-খাট নয়?

শ্রীনা। না, যথার্থ আমার রাগ হচ্ছে।

সুন্দ। পুরুষের লক্ষণই তো বটে।

শ্রীনা। আমায় কি ঘর-জামাই হযে থাকতে হবে না কি?

সুন্দ। আলবৎ।

শ্রীনা। স্ত্রীর বশীভূত হয়ে আপনার বাড়া, ঘর, দোর ছেড়ে দেবো?

সুন্দ। আপনার বাড়ী, ঘর, দোর? সে-ও আমার বাড়ী, এ-ও আমার বাড়ী, যখন সেখানে হুকুম করবো, তখন সেখানে থাকবে।

শ্রীনা। তা ঠিক, ঠিক সে-ও তোমার বাড়ী বটে। আমার বাড়ী তোমার বাড়ী কি ভিন্ন?

সুন্দ। এই তো বেশ নাড়ীজ্ঞান আছে দেখতে পাচ্ছি। তবে এখানে থাকতে হ'লে ঘর-জামাই ব'লে মনে হয় কেন?

শ্রীনা। না,—তা নয়—না—না।

সুন্দ। তুম দেরে তেরে না, তেরে তেরে তেরে না, খুবই রাগিণী ভাঁজছো যে?

শ্রীনা। তুমি যে আমায় ক্রমে বেকুব বানালে!

সুন্দ। আজ বুঝলে? সাত পাকে বেড়ে রেখেছি, জান না?

শ্রীনা। তবে যাওয়া হলো না?

সুন্দ। না। সুন্দরী ঠাক্‌রুণ এখন হাওয়া খেতে যাবেন, তুমি গিয়ে তার ঘর চৌকি দাও।

শ্রীনা। বেশ, হাতে পেয়েছ, যা ইচ্ছে, তাই করতে পার।

সুন্দ। শুতে যাচ্ছ?

শ্রীনা। হুঁ, কি আর করবো, যেতে তো দিলে না!

(প্রস্থানোদ্যত)

সুন্দ। যাও। হা হা হা। ও বামুন ঠাকুর, ও বামুন ঠাকুর।

শ্রীনা। (ফিরিয়া আসিয়া) কি? আমাকে না কি?

সুন্দ। তবে আর কাকে?

শ্রীনা। ঐ রকম ক'রে বুঝি ডাক্‌তে হয়? তা হবে। ক্রমে কত হবে।

সুন্দ। তবে কি ব'লে ডাকবো? কর্ত্তার এমনি নামটি যে, সখ ক'রে যে আদর ক'রে ডাকবো, তার-ও যোটি নাই।

শ্রীনা। কেন, নামে কি হয়েছে? শ্রীনাথ মন্দ নামটা কি?

সুন্দ। ঐ তো মুস্কিল, আদর ক'রে ডাক্‌তে গেলে প্রাণনাথ বল্‌তে হয়।

শ্রীনা। আর তোমার প্রাণনাথ ব'লে আদরে কাজ নেই।

সুন্দ। রাগ করেছ? ছিঃ! রাগ কর্‌তে কি আছে? আমি তোমার সোনাটি, লক্ষীটি, সুন্দরীটি। তুমি আমায় একলা ফেলে চ'লে গেলে, আমার যে মন কেমন করবে; আমি যে কাঁদতে থাকবো,

সংসারের কাজকর্ম্মে মন যাবে না, বুড়ো রোগা মা'র সেবাশুশ্রূষা মন দিয়ে কর্‌তে পারবো না। আর তুমি এখানে থাক্‌লে আমি অমনি লাটীমটির মত ঘুর-ঘুর ক'রে বেড়াব; কত কাজ কর্‌বো; তোমার পানে আড়ে চেয়ে চেয়ে হাসবো, হলো রাঁধতে রাঁধতে তোমার সোণা-পানা মুখখানিতে একটু হলুদ মাখিয়ে দিয়ে যাব। তুমি যেও না, লক্ষ্মীটি! তোমায় কে বলে ঘর-জামায়ে? কে না জানে, তোমার তালুক আছে, বিষয় আছে? কেউ বল্‌লে, আমি বলবো না যে, আমায় পাখা করবার ভাল লোক পাওয়া যায় না ব'লে তোমায় থাক্‌তে হয়। লক্ষ্মীটি, রাগ কোরো না, যেও না, আজ মাইনের উপর কিছু উপরি পাবে।

(গীত)

তোমায় কি ছাড়তে পারি রসরায়?
পলকে প্রলয় হেরি হারালে তোমায়।
তুমি কোথাকার কে ছিলে পর;
মন চুরি ক'রে নিলে সেজে এসে বর,
তাই ফাটকেতে আটক দিচ্ছি, বেড়ি দিয়ে জোড়া পায়॥
আঁখি দুটি কোতোয়াল,
চৌকি আছে হামেহাল,
ফাঁকি দিয়ে তারে কি আর, পালিয়ে কোথা যাওয়া যায়।
চুরি ক'রে জারিজুরি এ যে দেখি বড় দায়!

শ্রীনা। ঐ—তো, ঐ অমনি ক'রে ক'রেই তো ক্রমে আমায় ভেড়া ক'রে তুল্‌লে।

সুন্দ। বেশ তো, ভাল না? ছিলে গাছে, মাটীতে নাবলে, ক্রমে সমাজে ঢুক্‌ছো, আর বছর দুই বাদে একেবারে মানুষ ক'রে তুলবো।

শ্রীনা। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারবে ?

সুন্দ। শুধু কথায় ?

শ্রীনা। কিছুতেই নয়, যাই শুই গে।

সুন্দ। যাও। [শ্রীনাথের প্রস্থান] তেমন রাগে না, রাগাবার জন্যে কত করি, তবু তত রাগাতে পারি নি। রাগলে কি করে, আমার বড্ড দেখতে ইচ্ছে হয়। স্বামি-স্ত্রীতে কেমন ক'রে ঝগড়া হয়। আমাদের কখনও ঝগড়া হলো না।

(প্রতাপের প্রবেশ)

অঁ্যা! এ কি, এ কি? এ কি, কোন্ দেশের মানুষ গো আমাদের বাড়ী? আমি যে চিন্‌তে পাচ্ছিনি। তুমি চোরটোর তো নও? চৌকিদার ডাক্‌বো না কি ?

প্রতা। বেশ, তোমার বোন তো হাতে হাতকড়ি পায়ে বেড়ি দিয়েছেন, তার উপর আবার তুমি চৌকিদার ডাকতে চাচ্ছ? তা হ'লে আর আমি যাই কোথা ?

সুন্দ। তবু ভাল, তবু ভাল, এ দিকে যে পথ ভুলে এসে পড়েছ? হঠাৎ কি মনে ক'রে? বাড়ীর সব ভাল তো? রূপসী ভাল আছে ত?

প্রতা। হ্যা—সব ভাল। তোমরা ভাল আছ? এসেছিলুম একবার ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করুতে, তা তো শুন্‌লুম, তিনি নবাবের তলপে মুর্শিদাবাদ গেছেন।

সুন্দ। হ্যাঁ, নবাব কেন হঠাৎ চন্দ্র দাদাকে ডেকে পাঠিয়েছেন? তা, ওদের বাড়ীই গেছলে? বোয়ের সঙ্গে দেখা হলো? খেতে-টেতে বল্‌লে না? তোমায় চিন্‌তে পারুলে ত?

প্রতা। চিন্‌তে পার্‌বে না কেন?

সুন্দ। হ্যাঁ হ্যাঁ, থুড়ি থুড়ি, আমারই ভুল হয়েছে। চিন্‌বে না—খুব চিন্‌বে! তুমি হচ্ছ শৈবলিনীর খেলাঘরের বর! তা এত দিনের পর ক'নের সঙ্গে দেখা হলো, কি বল্‌লে?

প্রতা। ছিঃ, ও কি তামাসা? চন্দ্রশেখর ঠাকুর আমার জীবনদাতা; শুধু তাই নয়, আমার আশ্রয়দাতা, আমার যা কিছু সম্পত্তি-প্রতিপত্তি, সবই তাঁর কৃপায়, তুমি যে আমার ঠাকুরঝি, তার মূলও তিনি। তাঁর সহধর্ম্মিণীকে উদ্দেশ ক'রে কি আমায় তামাসা করতে আছে?

সুন্দ। এখনকার কথা কি বল্‌ছি! ছেলে বেলার ভাবের কথা বলছি; ছেলেবেলাকার ভাব কি একেবারে ভোলা যায়? শৈবলিনী এখনও সময় সময় তোমায় ভাবে। তুমি ভুলে গেছ কি না, জানি নি, সে কিন্তু তোমায় একেবারে ভোলে নি।

প্রতা। আমি তবে এখন আসি?

সুন্দ। সে কি! এসেই যাবে, পাগল হ'লে না কি? না খেয়ে দেয়ে কি যাওয়া যায়? অনেক দিন রূপসীকে দেখি নি, তার কথাবার্ত্তা তোমায় জিজ্ঞাসা করবো। তুমি বসো—বসো, ঐ চণ্ডীমণ্ডপে গে বসো, আমি খাওয়া-দাওয়ার উদ্যোগ করি গে। স্নান-আহ্নিক হয় নি, বেলা ঢের হয়েছে, আমার সেই মানুষটা বুঝি ঘরে প'ড়ে ঘুমুচ্ছে, দিচ্ছি নড়া ধ'রে টেনে তুলে তোমার কাছে পাঠিয়ে। বসো, যেও না—মাথা খাও।

[প্রস্থান।

প্রতা। এও বল্‌লে, শৈবলিনী এখনও আমায় ভোলে নি। তারও কথাতে —দৃষ্টিতে তাই প্রকাশ পেলে। সেই জন্যে আমি তাড়াতাড়ি চ'লে এলুম। [ভুলে নি। ভুলে নি। আমিই কোন্ একেবারে ভুলেছি?] বাল্যের সেই সরল প্রণয় কি একেবারে ভোলা যায়? আহা, কত দিন —সে কত দিন হলো, সন্ধ্যাকালে আম্রকাননে ব'সে আমি ভাগীরথীর জলকল্লোল শ্রবণ করতুম, আর আমার পদ-তলে নবদূর্ব্বাদলশয্যায় শয়ন ক'রে শৈবলিনী নীরবে আমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌তো; বালিকা ক্ষুদ্র করপল্লবে বন্যকুসুম চয়ন ক'রে মালা গেঁথে আমার গলায় পরাতো, আপনার কবরীতে পর্‌তো, আপনার মাথার মালা আমার গলায় দিত, আমার গলার মালা আপনার মাথায় পর্‌তো। মালা পরা নিয়ে দু'জনে কত মিথ্যা কলহ কর্‌তুম। সে কলহ যে কত মিষ্ট, তা কে জান্‌বে? আকাশে তারা গুণতুম, জলে নৌকা গুণতুম, চাঁদের কিরণে দাঁড়ের জলে সোণাজলা দেখে দু'জনে আহ্লাদে বিভোর হতুম। [ওহো! বাল্যপ্রণয়ে কি অভিসম্পাত আছে?] কোথায় গেল সেই বাল্যখেলা? কোথায় সেই খেল্‌তে খেল্‌তে খেলা ভুলে অবাক্ হয়ে দু'জনে দু'জনের মুখপানে চেয়ে থাকা? সেই মধুর মুখ? সেই সরল কটাক্ষ কালপ্রবাহে কোথায় ভেসে গেল? [শৈবলিনী আমার হলো না—আমি শৈবলিনীর হলুম না।] আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে, শৈবলিনী এ জীবনে আমার হবে না। কঠোর শাস্ত্রশাসন আমাদের মিলনের পথে দুর্ভেদ্য ব্যবধান ছিল। বুঝতে পেরেছিলুম, তাই শৈবলিনীকে ব'লে জাহ্নবীর শীতল কোলে চিরজীবনের জন্য জুড়াতে গিয়েছিলুম। শৈবলিনী বালিকা—ভয় পেলে, ডুবতে পার্‌লে না। আমি তো ডুবেছিলুম, বিধাতা কেন

আমায় বাঁচালেন? এ ব্রাহ্মণের নৌকা কেন সেথায় তখন উপস্থিত হলো? [সব গিয়েছে—কেবল স্মৃতি আছে। কিন্তু স্মৃতি লোপ করতে হবে।] বাল্যের স্মৃতি-লোপ কর্‌বো বলেই আমি রূপসীকে বিবাহ করেছি। শৈবলিনী এখন পরস্ত্রী; আমার জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা, গুরুতুল্য চন্দ্রশেখরের সহধর্ম্মিণী। তার চিন্তা করলেও আমার মহাপাতক। [শৈবলিনী ব'লে সংসারে যে কোন রমণী আছে, এ কথা আমায় একেবারে ভুল্‌তে হবে। আজ শৈবলিনীকে আমার দেখা দেওয়া ভাল হয় নি, আর কখনও দেখা দেব না। অবলা বালা—দেখলেই মনে পূর্ব্বের কথা জাগতে পারে।] আহা! ছেলেবেলার সে প্রণয় বড় মধুর! বড় মধুর! হোক্ মধুর, তবু ভুল্‌বো]—আমি শৈবলিনীকে ভুল্‌বো! [শৈবলিনীও যাতে আমায় ভোলে—তাই করবো। দেবগ্রামে আর পদার্পণ করবো না।] কেন ভুল্‌তে পার্‌বো না? আমি পুরুষমানুষ, বাসনা পরিত্যাগ কর্‌বো, ইন্দ্রিয় জয় কর্‌বো। শৈবলিনীকে আমি যথার্থ ভালবাসি, তার সুখের পথে কাঁটা দেব না। আমার প্রাণ বিসর্জ্জন দিলেও যদি শৈবলিনী সুখী হয়, তা করবো। [কেমন ক'রে ভুল্‌বো? কি ক'রে ভুলি? ভুলতে কি পার্‌ব না? কেন পারব না?] কার্য্য! কার্য্য! কার্য্য! কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ কর্‌বো, সংসার-সমরে অবতীর্ণ হয়ে শৈবলিনীকে ভুল্‌বো! ভুল্‌বো!! ভুল্‌বো!!!

[প্রস্থান ।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বেদগ্রাম—রাস্তা।

সর্ব্বেশ্বর, শিবু ও রতন।

সর্ব্বে। আরে রাম! রাম!! ছ্যা! ছ্যা!! তোমর কোন কাজের নও! গাঁয়ের ভেতর খামোকো খামোকো ডাকাতিটে হয়ে গেল, আর তোমরা এতগুলো লোক দাঁড়িয়ে রইলে, কিছু করতে পারলে না?

শিবু। এখন ভারি সাপট হচ্ছে দেখতে পাই যে? তখন মশাই ছিলেন কোথায়? "কিছু করতে পারলে না!" সে বন্দুকের গুঁতো একবার দেখ্‌তে যদি—

সর্ব্বে। আরে রেখে দে তোর বন্দুক! একবার আওয়াজ ক'রে মস্‌লা গাদ্‌তে হয় তো? সেই সময় একবার হারে' 'রেরে' ক'রে গিয়ে ঝপাৎ ক'রে প'ড়ে, হাতের বন্দুক কেড়ে নিয়ে অমনি তারির কুঁদোর বাড়ি মারতে হয় মাথায়, পড়তো চিৎপটাং ক'রে বাপ, বাপ, ব'লে। একবার, সে অনেক দিনের কথা হোলো, যাচ্ছি আমার প্রথম শ্বশুর-বাড়ী, সে কাটোয়ার কাছে। মশায়! বুড়ীর খাল ব'লে একটা খাল আছে। বল্‌লে না প্রত্যয় যাবে, দশ বিশ আড়াই শো ডাকাত—

শিবু। হ্যাঁ! একেবারে ঢাল-তলওয়ার কিরিচ বাঁধা। নৌকার উপর ব'সে, ঘোড়ার লাগাম ক'সে—

সর্ব্বে। কি মস্করা কর! দেখতে যদি—

শিবু। বলি, সে তো দেখি নি, কাল রাত্রে কোন্ একবার কেরামতিটে দেখিয়েছিলে ? ডাকাত তো আর চুপি চুপি এসে লুটে নিয়ে যায় নি ? মশাল জ্বেলে, হল্লা ক'রে গাঁ মাতিয়ে তুলেছিল তো ? ছিলে কোথায় ?

সর্ব্বে। ছিলুম কোথায় ? আমি থাক্‌লে কি আর চোখের সাম্‌নে এ কাণ্ডটা হ'তে পারে ? আমি তো তিন দিন গ্রামছাড়া ! সকালে এসে তবে তো শুন্‌ছি। আরে ছ্যা ! ছ্যা ! গ্রামে তো মানুষ নেই ! হায় রে সেকাল !

রত্ন। ও সর্ব্বেশ্বর খুড়ো, সে কি গো ? কাল যে তোমার সঙ্গে আমার এক প্রহর রাত্রের পর দেখা হয়েছে ? সেই খেলারামের দোকান থেকে বাতাসা কিনে নিয়ে যাচ্ছিলে ?

সর্ব্বে। ছ্যাখ্, রত্না, মিছে কথা বলিস্ নি ! কখন্ রে ব্যাটা ?

রত্ন। মিছে কথা ! সেই দেখা হলো না ? যখন তুমি সেই বাতাসা হাতে তেঁতুলতলায় দাঁড়িয়ে দিনি কুমুরণীর সঙ্গে ফিস্‌ফিস্ ক'রে কথা কচ্ছিলে ? আমি আরও বল্‌লুম, খুড়ো এত রাত্রে যে ? তাতে তুমি বল্‌লে, এই বাবা, এই খেলারামের দোকানে গিয়েছিলুম বাতাসা আন্‌তে।

সর্ব্বে। আ মলো যা, তুই গাঁজা-টাজা খাস না কি ? খেয়াল দেখে থাকিস্ ? আমার কাল জ্বরের পালা গেছে, সন্ধ্যের আগে থেকে লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে, ঘরের বা'র হই নি, আর তুই আমাকে দিনি কুমোরণীর সঙ্গে দেখলি ?

শিবু। সে কি খুড়ো ! এই যে তুমি বল্‌লে, তিন দিন গাঁয়ে ছিলুম না ? আবার বল্‌ছো জ্বর হয়েছিল, ঘর থেকে বেরোও নি, তোমার কোন্ কথাটা সত্যি ?

সর্ব্বে। আমার সব কথা সত্যি। হারামজাদা, নচ্ছার ব্যাটারা! আমার জ্বর আসুক আর না আসুক, গাঁয়ে থাকি না থাকি, তো ব্যাটাদের কি? নচ্ছার ব্যাটারা। ডাকাত ধরবার ক্ষমতা নেই, খালি বুড়ো বামুনের মুখের ওপর চোপা! সেই যে—বালুচরের কাছে পাঁচশো ডাকাতে ঘেরেছিল—যে কথা বল্‌ছিলুম—

শিবু। এই নাও গো, কাটোয়া থেকে বালুচর হ'লো।

সর্ব্বে। আরে, মর্ ব্যাটারা! সে কত দিনের কথা, ঠিক কি মনে থাকে? মশাই, সেই ত তিনশো ডাকাত, একটি খেটে আমার হাতে, দেড়হাত, না পাঁচপো, ঠিক মনে হচ্ছে না, দেড় হাতই হবে—না পাঁচপো, যা হোক্ এর পর বল্‌বো।

(ছিরুর প্রবেশ)

ছিরু। কি খুড়ো, তুমি সেই বাঁকড়োয় যে ডাকাত মেরেছিলে, তারির গল্প কর্‌ছো না কি?

শিবু। হ্যাঁ, এখন সেটা বাঁকড়ো হয়ে, গুজরত কাটোয়া, মোকাম বালুচর অবধি পৌঁছেছে।

সর্ব্বে। ছিরু এসেছিস্? বল্ তো বাবা, ব্যাটারা সব বিশ্বাস করে না। তুই তো সব জানিস্?

ছিরু। জানি নে খুড়ো? তোমার বীরত্ব কে না জানে? সেই সে বার পায়ের জঙ্গলে একটা বাঘের লেজ ধ'রে টেনে রইলে! টানাটানি টানাটানি, শেষ তোমার হাতের লেজ হাতে রইলো, বাঘ ছালখানা খুলে ফেলে দিয়ে টেনে দৌড় দিলে! সে ছালখানা এখনও ঘরে আছে, না খুড়ো?

সর্ব্বে। না বাবা, সে এক জন সন্ন্যাসী এসেছিল, তাকে দিয়ে দিইছি। এই বেটাদের বল্, এই বেটাদের বল্, বেটারা বিশ্বাস করে না!

ছিরু। বিশ্বাস করে বই কি খুড়ো! তোমায় মিছিমিছি একটু রাগায় বই ত নয়। ভাল, কা'ল এ ডাকাতিটার সময় খুড়ো কোথায় ছিলে?

সর্ব্বে। ঘুমিয়ে পড়েছিলুম বাবা, আফিমের নেশাটা কেমন বেশ ধ'রে এসেছিল।

শিবু। ও খুড়ো! এই যে বল্‌লে জ্বর এসেছিল?

সর্ব্বে। তোর চোদ্দ পুরুষের জ্বর আসুক হারামজাদা ব্যাটা, বিশ বচ্ছরের ভেতর আমার সর্দ্দিটি হয় নি, বলে, জ্বর এসেছিল! আমি দাঁড়িয়ে থাকলে গাঁয়ে ডাকাতি হ'তে পারে? ছিরু, বল তো বাবা?

ছিরু। খুড়ো, এ যে-সে ডাকাতি নয়, এর ভেতর একটু মেচ্‌কোফের আছে! পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব নিজে এর ভেতর ছিল। সে আপন তলওয়ার খুলে ঘোড়ায় চ'ড়ে পাল্কীর পাশে পাশে গেল।

রত। হ্যাঁ বাবা খুড়ো, এ তোমার বাঁক্‌ড়ো কাটোয়া নয়, এ রাঙ্গামুখ।

সর্ব্বে। রাঙ্গামুখ,—তার ভয়টা কি? একবার নদীপুরে বারোটা গোরা —আর আমি একলা।

রত। এবার খেঁটেটা কত? ন'পো না আড়াই হাত?

ছিরু। আরে রতন কি মিছে ঠাট্টা কর? খুড়ো কি আমাদের গোরা-টোরা ডরায়? সেই একবার খুড়ো, মনে পড়ে? এক ইটের চোটে ন'টা গোরার মাথা ফাটিয়ে দিলে?

সর্ব্বে। তুই জানিস্, বাবা। জানিস্। না না, ছিরু বড় ভাল ছেলে। গাঁয়ের ভেতর এক ছিরু, আর মানুষ কে? একবার বেড়াতে বেড়াতে আমাদের ও দিকে যেও বাবা, কা'ল এক কাঁদি তাল কাটিয়েছি, দুটো নিয়ে যেও।

শিবু। তবে খুড়ো, আমিও জানি, তুমি সেই একবার একটা হাতীর শুঁড়, ধ'রে ঘুরিয়েছিলে? তোমার দোফলা গাছটায় আঁব ধরেছে, খুড়ো দুটো দেবে না?

সর্ব্বে। সত্যি! তুই দেখেছিলি আমার সেই হাতীর শুঁড় ধ'রে ঘোরান?

শিবু। দেখি নি? সেই বাঁ হাতে হাতীটে, ডানহাতে কুমীরটে।

সর্ব্বে। আঁব নিবি—নিবি—নিবি—না? তা যাস্। তা দেখ্—এই যে ডাকাত তোরা মারিস্ নি, করেছিস্ ভাল। ঐ ছিরু যা বললে, এর ভেতর মেচ্‌কোফের আছে। এ কি ডাকাতি? জিনিষ পত্র সব প'ড়ে রইলো, আর বৌ ছুঁড়ীটাকে পাল্কী চড়িয়ে নিয়ে গেল। ইংরেজরা কি ভট্‌চাযি্য বামুনের পুঁথি লুঠতে এসেছিল? সত্যি ডাকাতি হ'লে আমি আর বেরুতুম না? আর এরও সব জানি, আমি ব'সে ব'সে তখন তামাক খাচ্ছি, দেখি—না, ব্যাপারটা কি হয়? এর ভেতর সব ষড়যন্ত্র আছে। চন্দুরে দরবারে গেছে, আর তক্কে তক্কে বৌ-ছুঁড়ীটে সরুলো।

রত। নাও খুড়ো, বাঁকুড়ো কাটোয়ায় ডাকাত মারা হ'লো। এখন বুঝি চন্দ্রশেখরের জাতটে মারবার চেষ্টায় আছ? মামলা পাকিয়ে তুলছো যে?

সর্ব্বে। জাত আবার মারুবো কি? জাত ত গেছে রে, যখন বৌ ইংরেজের সঙ্গে বেরিয়ে গেল, তখন আর জাত কি?

রত। বৌ আপনি বেরিয়ে গেল, তুমি জান? দেখ, পরের পেছনে লেগো না কোন্ দিন, আপনি ফাঁদে পড়বে। অমন কত হিন্দু-মুসলমানের মেয়েকে ত কুঠির সাহেব ধ'রে নিয়ে গেছে।

সর্ব্বে। তা বাপু যেও, কা'ল তুমি চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে কুঁচকী-কণ্ঠা ভ'রে চিঁড়ে-মুড়কী মেরে এস। আমাদের ব্রহ্মাণ্ডিদেব আছে, আমরা ত আর ওর বাড়ী জলগ্রহণ করতে পার্‌বো না।

(রাইমণির প্রবেশ)

রাই। উঃ! পথ চল্‌বার যো নাই, এখানে সক্‌ড়ি, এখানে এঁটো, এখানে পাতা, মরেছে—মরেছে! যত ইল্লুতে দেশ। পা দিই যে কোথায়, তার ঠিক নেই।

সর্ব্বে। রাই যে! কোথায় গিয়েছিলে?

রাই। যাব আর কোথা ছাই! আমার কি আর কোন মর্‌বার চুলো আছে? যাচ্ছিলুম ঐ কামারদের বাড়ী একটু গোবর আন্‌তে, তা পথে ভট্‌চায্যিদের ছেলেটা খেল্‌তে খেল্‌তে ছুঁয়ে ফেললে। তাই যাই, গঙ্গা থেকে একটা ডুব দিয়ে আসি গে!

রত। তেলি-বৌ যে নেয়ে নেয়ে গেলে? ভট্‌চায্যিদের ছেলেটা ছুঁলে তাতে জাত গেল?

রাই। তা এই কাপড়ে কি রান্নাঘরে যেতে হবে না কি? ছোঁড়াটা পাতা বগলে পাঠশাল থেকে আস্‌ছে, যত ইতিরি জাতকে ছুঁয়ে।

সর্ব্বে। সে যাক্। রাই, এ হ'ল কি? তোমার আমার আর তো এ গ্রামে থাকা উচিত নয়। কা'ল রাত্রে স্বচ্ছন্দে চন্দ্রশেখরের বৌটা ফিরিঙ্গীর সঙ্গে বেরিয়ে গেল!

রাই। বেরিয়ে গেল ? তবে যে শুন্‌লুম, ডাকাতে বাড়ী লুটে আগুন ধরিয়ে দিয়ে নই-নেত্য ক'রে চ'লে গেছে ! বৌটাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না শুন্‌লুম বটে। তা সুন্দরী বল্‌ছিল, সে কোথায় পালিয়ে গে লুকিয়ে আছে, তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

সর্ব্বে। বলি, বৌ লুকিয়ে থাকবে তো বাড়ীর ভিতর থেকে ডাকাতদের সঙ্গে সঙ্গে পাল্কী বেরুবে কেন ? সাহেব যে পাল্কীর পাশে পাশে গেল। ফস্ত সাহেবের বোন কি পাল্কী চ'ড়ে ডাকাতি কর্‌তে এসেছিল না কি ?

রাই। ও মা ! তা ত শুনি নি। এই গাঁয়ের ভেতর রেতে ফিরিঙ্গী ঢুকে ছিল ? এই পথ দিয়ে ত গেছে এসেছে ! আর আমার মাথা খেতে আমি তাই মাডিয়ে মাড়িয়ে চল্‌ছি ?

সর্ব্বে। জাত-জন্ম আর রইলো না, রাই, জাত-জন্ম আর রইলো না।

রাই। ও মা, এর ভেতরে এত ? আর সুন্দরীর স্থাকরা ক'রে ডাক ছেড়ে কান্না দেখে কে ? কান্নার চোটে আমার সমস্ত রাত ঘুম হ'লো না। তা এ তো হবেই—ধরা কথা, চন্দ্রবামুনের বৌ—ও কি ঘরে থাকবার মেয়ে ? এক ত বুড়ো বয়সে বে ক'রে নিয়ে এল কোত্থেকে, তার ঠিক নেই। দেখ দাদাঠাকুর, আমার না কি পেটে কথা থাকে না, মর্ ছাই কি বল্‌তে কি বলি, এই বল্‌ছিলুম, কারুর কথা কাকে বলি নে, এক আমার মুখে যা নবাই চৌকীদার শুনেছে। আর ক্ষীরী নাপতিনীকে ব'লে ফেলেছিলুম। আমি দশ দিন দেখেছি, চন্দর ঠাকুরের বৌ ঐ ভীম পুকুরের কাছে দাঁড়িয়ে একটা রাঙ্গা ফিরিঙ্গীর সঙ্গে কথা কচ্চে। ও মা, সে ঠাট্টা কত ! হাসি কত ! ঢং কত ! এই তো বাবু আমাদেরও এত বয়স হলো, যা করি তা করি, ফিরিঙ্গী

মিরিজীর সামনে বাবু, কখনও বেরুই নি! রতন, তোমার উড়ুনিখানা একটু সামলে রাখ না বাবা, উড়ে এসে গায়ে পড়ে যে।

সর্ব্বে। এই নাও, আমার কথা মিললো? ঐ রাইই কি বলে শোন। আমি আস্‌ছি স্নান ক'রে, ভট্‌চায্যিদের চণ্ডীমণ্ডপে গাঁয়ের পাঁচজনকে ডেকে পাঠাই, চন্দ্রশেখরের বিষয় এখনি একটা যা হোক্‌ মীমাংসা করতে হবে। অ্যাঁ! ঘরের মাগ বেরিয়ে যায়, এর চেয়ে মহাপাতকী কি আর আছে? ওকে এ গ্রামে বাস করতে দিলে আমাদের শুদ্ধ পাতক হবে। চল রাই, স্নানে যাবে না? চল।

রাই। চল। অ্যাঁ, কোথায় দিয়ে ছাই যাই? এই একটা খড় প'ড়ে, কিসের খড় কে জানে। য়্যাঃ হ্যা হ্যা হ্যা! কি মাড়ালুম! অ্যাঁ! চটু চটু করে যে? রাম! রাম! [সর্ব্বেশ্বর ও রাইমণির-প্রস্থান।

বু। বুড়ো বামুন ব্যাটা পাজী দেখছ হে! আহা, চন্দ্রশেখরের মতন লোক আমাদের এ মুর্শিদাবাদ জেলায় নেই। যেমন পণ্ডিত, তেমনি ধার্ম্মিক, তেমনি পরোপকারী। বেচারা একে গ্রামে নেই, তায় এই সর্ব্বনাশ হলো, আরও কি না কতকগুলো মিথ্যে অপবাদ রটিয়ে তাকে জাতে ঠেল্‌বার চেষ্টা করছে, আর বেটা নিজে মেয়ে মানুষসম্বন্ধে হাড়ি কেওট চাঁড়াল কিছু বাছে না।

রতন। আর ঐ ঠাকুরুণ, হারামজাদী বেটী এখন তপস্বিনী হয়েছেন। আর বেটী চিরকাল আলেয়া সেজে ঘুরেছেন।

ছিরু। আর এখন বেটীর শুচিবাই দেখছো ত!

শিবু। ও তা হয়, বেটীর সেই সব পুরানো পাপ মনে পড়ে কি না। যে মাগী নিজে যত নোংরা, যত অশুদ্ধ, তার তত শুচিবাই আমি দেখছি, পৃথিবীশুদ্ধ জিনিষ তার অশুদ্ধ বোধ হয় কি না।

বত। সে যাক্, এখন কি করা যায়? বৌটাকে খুঁজি কোথায়?

শিবু। কি করবো বল, সমস্ত রাত্তই তো খোজা যাচ্ছে। তুমি তো দেখেছ, আমি বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত এগিয়েছিলুম, দু'চার ঘা লাঠি পড়েছিল, তাও গ্রাহ্য করি নি, তার পর বন্দুকের সাম্নে আর কত-ক্ষণ দাঁড়াই বল?

রত। তা বৈ কি; ও কুঠিব সাহেব, ওদের আজকাল ভারি প্রতাপ। নবাব ত নামে। দেশের শাসনকর্ত্তাই এখন ওরা। যা মনে করছে তাই করছে। কাল রাত্রি সমস্ত গাঁ যে জ্বালিয়ে দিয়ে যায়নি এই আমাদেব পরম লাভ।

ছিরু। আহা, চন্দ্রশেখব বেচারা এসে একেবারে মাথায় হাত দিয়ে পড়বে। সংসারে আব কেউ নাই, মা-টা ম'রে গেল, যা হোক, বিয়েটা ক'রে সংসারী হচ্ছিল।

বত। দেখ, এখনও কি হয় বলা যায় না তো। বৌটি যদি কোথাও জঙ্গলে-ফঙ্গলে গিয়ে লুকিয়ে থাকে। চার দিকে তো লোক বেরিয়েছে, জামাই শ্রীনাথ নদীর দিকে গেছে। এস, আমরা বনের দিক্‌টা দেখে আসি।

শিবু। চল, কিন্তু পাল্কীখানার ব্যাপারটা কি?

রত। কিছু বুঝ্‌তে পাচ্ছি নি।

ছিরু। ওর বাড়ী আগলাচ্ছে কে?

রত। চাকরটাকে ব'লে এসেছি, আর ঝি-ও আছে।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাবক্ষ—বজরার কামরা

শৈবলিনী

শৈব। কর্‌লুম কি? অ্যাঁ, এ কর্‌লুম কি? কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল! সত্যি সত্যি ঘর থেকে বেরিয়ে এলুম? ছেলেখেলা কর্‌তে কর্‌তে সত্যি সত্যি এত দূর দাঁড়াল? একেবারে বেরিয়ে এলুম? কুলের বা'র হলুম? কা'ল যে শৈবলিনী আমি ছিলুম, আজ আর তা নই। আর আমি কুলের বৌ নই, আর আমার জাত নাই, কুল নাই, মান নাই, লজ্জা নাই ঘর নাই, স্বামী নাই, আমি এখন, ফিরিঙ্গীর হাতে। কতকগুলো হাড়ি-ডোমের মেয়ে যেমন টাকার লোভে জাত খুইয়ে, ধর্ম্ম খুইয়ে, ইংরাজ ভ'জে বিবি সেজেছে, আমারও তাই হ'তে হবে না কি? আমি তাদের দলের এক জন হলুম! আর আমার হাতে কেউ খাবে না। কেউ ছোঁবে না, কেউ মুখ দেখবে না; যারা আপনার ছিল, সব পর হয়ে গেল! কর্‌লুম কি? কর্‌লুম কি? এখন উপায়? যা মনে করেছিলুম, তা যদি না হয়, যার জন্যে এত কর্‌লুম, তাকে যদি না পাই? এই ফিরিঙ্গীর হাত ছাড়িয়ে যদি না পালাতে পারি? কেমন ক'রে পালাব? চারিদিকে সিপাই লোকজন পাহারায় ঘিরে রেখেছে! কোথায় নে যাচ্ছে? পুরন্দরপুরের কুঠীতে তো নৌকা ক'রে যেতে হয় না। তবে কোথায় নে যাচ্ছে? পুরন্দরপুরে না রাখলে তাকে ত দেখতে পাব না! এ আবার কোথায় যাচ্ছি? ফষ্টরটা তো এ নৌকার সঙ্গে নাই। তবে কার হাতে দিয়ে গেল? এরা কোথায় নে যাচ্ছে? কোথায় রাখবে? সে কেমন

জায়গা ? সেখান থেকে কি পালাবার যো হবে ? আচ্ছা, যদি পালাই, তার পর খুঁজে খুঁজে তার সন্ধান পাই, তার কাছে গিয়ে পড়ি, তা হ'লে—তা হ'লে তখন কি সে আমার পানে চাইবে ? না, আমি এ কাজ করেছি ব'লে আমার ঘৃণা ক'রে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেবে ? ও মা, তা হ'লে কি হবে ? না—না, ও সব এখন ভাববো না, ঢের ভাবতে গেলে ঢের দূর যেতে হয়। যা হয় হবে—যা হয় হবে। যা হয়ে গেছে, তা আর ফির্‌বে না, যা হবার,—তাও নয় হবে না, ভবিষ্যৎ দেখবো না, চোখ বুজে থাকি। অজ্ঞান হয়ে ডুব দিয়েছি, এম্‌নি অজ্ঞান হয়ে থাকি। ডুবতে হয় ডুববো, ভাস্‌তে হয় ভাস্‌বো।

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্ব ; ওগো। ঠাকুরুণ, নৌকোর বাইরে একটা নাপতিনী এসেছে, আল্‌তা পর্‌বে ?

শৈব। অ্যাঁ—অ্যাঁ, কে ?

পার্ব্ব। বলি, আল্‌তা পর্‌বে ? পর তো পর, নইলে মাগীকে তাড়িয়ে দিই। মাগীদের পয়সার লোভ দেখ, নৌকোর ধারে ধারে ঘুরছে—আল্‌তা পরাবে। গাঁয়ে বুঝি আর খদ্দের জোটে না, নাও বল, পর তো পর।

শৈব। অ্যাঁ। পর্‌বো কি ?

পার্ব্ব। আল্‌তা—আল্‌তা।

শৈব। হ্যাঁ, তা,—আল্‌তা, তা আন, পর্‌বো।

পার্ব্ব। হ্যাঁ, পর, মনিব যে ক'দিন না ফিরে আসে, তদ্দিন আল্‌তা পর, সিঁদূর পর, শাড়ী পর ; প'রে নাও, তার পর তো সেই কোমরে মোশারি জড়াতেই হবে। তবে ডেকে দিই।

[প্রস্থান।

শৈব। যা হোক্ একটা করি, আল্‌তাই পরি। যাতে ক'রে হোক্ অন্যমনস্ক হ'তে পার্‌লে হয়। ভাবতে পারি নি,—ভাবতে পারি নি।

(নাপতিনী-বেশে সুন্দরীর প্রবেশ)

তুমি আলতা পরাবে? দাও। (পা বাড়াইয়া দেওন) এখানে তো আর কেউ নাই, তুমি অতখানি ঘোম্‌টা দিয়ে রয়েছ কেন গো নাপতিনী? তোমার বাড়ী কোথায়? কথা কচ্ছ না যে? হ্যাঁ গা, তোমার নাম কি? ও কি ও? তুমি কি কাঁদছ?

সুন্দ। না।

শৈব। হাঁ, কাঁদ্‌ছো। (অবগুণ্ঠন উন্মোচন) হুঁ, আমি আস্‌তে মাত্রে চিনেছি, আমার কাছে ঘোম্‌টা! মরণ আর কি, তা এখানে এলি কোথা হ'তে?

সুন্দ। শীঘ্র যাও, আমার এই শাড়ী পর, ছেড়ে দিচ্ছি। এই আল্‌তার চুপড়ী নাও, ঘোম্‌টা দিয়ে নৌকো থেকে চ'লে যাও।

শৈব। তুমি এলে কেমন ক'রে?

সুন্দ। কোথা থেকে এলুম, কেমন ক'রে এলুম, সে পরিচয় দিন পাই তো এর পর দিব। তোমার সন্ধানে এখানে এসেছি, লোকে বল্‌লে, পাল্কী গঙ্গার পথে গিয়েছে, আমিও সকালে উঠে কাকেও কিছু না ব'লে হেঁটে গঙ্গাতীরে এলুম। লোকে বল্‌লে, তারা উত্তরমুখে গিয়েছে, অনেক দূর—পা ব্যথা হয়ে গেল, তখন নৌকো ভাড়া ক'রে তোমার পাছে পাছে এসেছি। তোমার বড় নৌকো চলে না, আমার ছোট নৌকো, তাই শীগ্‌গির এসে ধরেছি।

শৈব। একলা এলি কেমন ক'রে?

সুন্দ। (স্বগত) তুই কালামুখী সাহেবের পাল্কী চ'ড়ে এলি কেমন ক'রে ? (প্রকাশ্যে) একলা আসি নি, আমার স্বামী সঙ্গে আছেন, আমাদের ডিঙ্গি দূরে রেখে আমি নাপত্তিনী সেজে এসেছি।

শৈব। তার পর ?

সুন্দ। তার পর তুমি আমার এই শাড়ী পর, এই আল্‌তার চুপড়ী নাও, ঘোম্‌টা দিয়ে নৌকো থেকে নেমে চ'লে যাও। কেউ চিন্‌তে পার্‌বে না। কিনেরায় কিনেরায় যাবে, ডিঙ্গিতে আমার স্বামীকে দেখবে, নন্দাই ব'লে লজ্জা করো না, ডিঙ্গিতে উঠে বসো, তুমি গেলেই তিনি ডিঙ্গি খুলে দিয়ে তোমায় বাড়ী নিয়ে যাবেন।

শৈব। তার পর তোমার দশা ?

সুন্দ। আমার জন্যে ভেবো না, বাঙ্গালায় এমন ইংরেজ আসেনি যে, সুন্দরী বাম্‌নীকে নৌকায় পূরে রাখতে পারে ? আমরা বামুনের মেয়ে, বামুনের স্ত্রী, আমাদের মন ঠিক থাক্‌লে পৃথিবীতে আমাদের বিপদ নাই। তুমি যাও, যে রকমেই হয়, আমি রাত্রিতে বাড়ী যাব ; বিপত্তিভঞ্জন মধুসূদন আমার ভরসা। তুমি আর দেরী করো না, তোমার নন্দায়ের এখনও খাওয়া হয় নি, আজ হবে কি না, তাও বল্‌তে পারি নি।

শৈব। ভাল, আমি যেন গেলেম, গেলে সেখানে আমায় ঘরে নেবেন কি ?

সুন্দ। ইস্‌ লো, কেন নেবেন না ? না নেওয়াটা প'ড়ে রয়েছে আর কি ?

শৈব। দেখ, ইংরেজে আমায় কেড়ে এনেছে, আর কি আমার জাত আছে ?

সুন্দ। সত্য কথা বল্‌বি ?

শৈব। বল্‌বো।

সুন্দ। এই গঙ্গার উপর ?

শৈব। বল্‌বো, তোমার জিজ্ঞাসার দরকার নাই, আমি বল্‌ছি। ফষ্টরের সঙ্গে আমার এ পর্য্যন্ত দেখা হয় নি, আমাকে গ্রহণ কর্‌লে আমার স্বামী ধর্ম্মে পতিত হবেন না।

সুন্দ। তবে তোমার স্বামী যে তোমাকে গ্রহণ কর্‌বেন, তাতে সন্দেহ করো না। তিনি ধর্ম্মাত্ম', অধর্ম্ম কর্‌বেন না। তবে আর মিছে কথায় সময় নষ্ট করো না।

শৈব। আমি যাব, আমার স্বামীও আমায় গ্রহণ কর্‌বেন, কিন্তু আমার এ কলঙ্ক কি কখনও ঘুচবে? এর পর পাড়ার ছোট ছোট মেয়েগুলো আমাকে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বল্‌বে কি না যে, ঐ ওকে গোরায় নিয়ে গেছলো। ঈশ্বর না করুন, কিন্তু যদি কখনও আমার পুত্র-সন্তান জন্মে, তবে তার অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ কর্‌লে কে আমার বাড়ী খেতে আস্‌বে? যদি কখনও মেয়ে হয়, তবে তার সঙ্গে কোন্ সুব্রাহ্মণ পুত্রের বে দেবে? আমি যে স্বধর্ম্মে আছি, এখন ফিরে গেলে কে-ই বা তা বিশ্বাস কর্‌বে? আমি ঘরে ফিরে গে কি রকমে মুখ দেখাব?

সুন্দ। যা অদৃষ্টে ছিল, তা ঘটেছে; সে তো আর কিছুতেই ফির্‌বে না, কিছু ক্লেশ চিরকালই ভোগ কর্‌তে হবে। তবু আপনার ঘরে থাক্‌বে।

শৈব। কি সুখে? কোন্ সুখের আশায় এত কষ্ট সহ্য কর্‌বার জন্যে ঘরে ফিরে যাব? ন পিতা—ন মাতা—ন বন্ধু।

সুন্দ। কেন, স্বামী? এ নারীজন্ম আর কার জন্যে?

শৈব। সব ত জান?

সুন্দ। জানি! জানি যে পৃথিবীতে যত পাপিষ্ঠা আছে, তোমার মতন পাপিষ্ঠা কেউ নাই। যে স্বামীর মত স্বামী জগতে দুর্ল্লভ, তাঁর স্নেহে তোমার মন ওঠে না, কি না বালকে যেমন খেলাঘরের পুতুলকে আদর

করে, তিনি স্ত্রীকে সে রকম আদর কর্‌তে জানেন না, কেন বিধাতা তাঁকে সঙ গ'ড়ে রাঙ্গতা দে সাজান নি, মানুষ করেছেন? তিনি ধর্ম্মাত্মা, পণ্ডিত—তুমি পাপিষ্ঠা। তাঁকে তোমার মনে ধর্‌বে কেন? তুমি অন্ধের অধিক অন্ধ, তাই বুঝতে পার না যে, তোমার স্বামী তোমায় যেরূপ ভালবাসেন, নারী-জন্মে সেরূপ ভালবাসা দুর্লভ। অনেক পুণ্যফলে এমন স্বামীর কাছে তুমি এমন ভালবাসা পেয়েছিলে। তা যাক্, সে কথা দূর হোক্, এখনকার সে কথা নয়। তিনি নাই ভালবাসুন, তবু তাঁর চরণসেবা ক'রে কাল কাটাতে পার্‌লেই জীবন সার্থক। আর বিলম্ব কর্‌ছো কেন? আমার রাগ হচ্ছে।

শৈব। দেখ, গৃহে থাক্‌তে মনে ভাবতুম, যদি পিতৃমাতৃকুলে কারুর অনুসন্ধান পাই, তবে তার গৃহে গিয়ে থাকি। না হয় কাশীই গে ভিক্ষা ক'রে খাব, না হয় জলে ডুবে মর্‌বো। এখন মুঙ্গের যাচ্ছি। যাই দেখি, মুঙ্গের কেমন; দেখি, রাজধানীতে ভিক্ষা মিলে কি না। মর্‌তে হয়, না হয় মর্‌বো; মরণ তো হাতে আছে! এখন আমার মরণ বৈ আর উপায় কি? কিন্তু মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, আর ঘরে ফির্‌বো না। তুমি মিছে আমার জন্যে এত ক্লেশ কেন কর্‌লে? ফিরে যাও। আমি যাব না। মনে কর, আমি মরেছি। আমি মরবো, তা নিশ্চয় জেনো। তুমি যাও।

সুন্দ। ভরসা করি, তুমি শীগ্‌গির মর্‌বে। দেবতার কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন মর্‌তে তোমার সাহস হয়। মুঙ্গের যাবার আগেই যেন তোমার মৃত্যু হয়। ঝড়ে হোক্, তুফানে হোক্, মুঙ্গের পৌঁছুবার আগেই যেন তোমার মরণ হয়!

[প্রস্থান।

শৈব। সুন্দরি, তোমার অভিসম্পাতের প্রয়োজন নাই, মৃত্যু আমার হবেই। যখন স্বামিগৃহ ত্যাগ করেছি, তখনি জেনেছি যে, এ জীবন ত্যাগ করা ভিন্ন আমার আর অন্য উপায় নাই। কিন্তু যার জন্যে এত করলুম, রমণীর সর্ব্বস্ব সার—লজ্জা, ভয়, মান বিসর্জ্জন দিলুম, এই দুরপনেয় কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিলুম, একবার তাকে দেখবো, তার মনের ভাব একবার বুঝবো! তার পর যা হয় হবে! আমার জীবন-মৃত্যু এখন তার হাতে। যে জ্বালায় জ্বলছি, এ অপেক্ষা মৃত্যু আমার পক্ষে সহস্রগুণে ভাল। কলঙ্কিনীর জীবনে প্রয়োজন কি? যে দিন প্রতাপকে আত্মসমর্পণ করেছি, সেই দিন থেকেই কলঙ্কিনী হয়েছি। কৈ ভুল্‌তে তো চেষ্টা করেছিলুম, স্বামীর প্রতি অনুরাগিণী হবার চেষ্টা তো করেছিলুম, কৈ, ভুল্‌লুম কৈ? স্বামীর প্রতি অনুরাগ হলো কৈ? ঘর থেকে চ'লে এসে কি আজ আমি নতুন কলঙ্কিনী হয়েছি? লোকে তো তাই ভাবছে বটে! কিন্তু আমি আমার মনের কাছে তো অনেক দিন কলঙ্কিনী! স্ত্রীলোক যদি কলঙ্কিনী হ'লো, পতির প্রণয়ে তার মন যদি না উঠলো, তবে তার জীবনে প্রয়োজন? প্রতাপ কি কলঙ্কিনীকে আদর কর্‌বে? যা হয়, হবে। কি কর্‌ছি, কিছু বুঝতে পাচ্ছিনি! কি কর্‌লুম, কি হ'লো! কে জানে!

(পার্ব্বতীর প্রবেশ)

পার্ব্ব। এস গো, রাঁধবার জায়গা হয়েছে।

শৈব। অ্যাঁ, রান্না-খাওয়া? আচ্ছা, চল।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রশেখরের বাটীর প্রাঙ্গণ

চন্দ্রশেখর

চন্দ্র। এ কি এ! বাড়ীর অবস্থা এমন কেন? জানালা-কপাট সব ভাঙ্গা, উঠানে চণ্ডীমণ্ডপে ধূলো, পোড়া মশাল সব প'ড়ে রয়েছে, কি হয়েছে? লোক-জন কাকেও দেখতে পাচ্ছি নি, নিশ্চয় কোন অমঙ্গল হয়েছে। এই জন্যেই কি পথে আস্‌তে আস্‌তে আমার প্রাণে নানা আশঙ্কার সঞ্চার হচ্ছিল? কি অমঙ্গল হ'তে পারে? গুরুদেব! গুরুদেব! কি হ'লো! আমার প্রিয়তমা শৈবলিনীর কি কিছু হয়েছে? হঠাৎ কি কোন পীড়া হয়ে থাক্‌বে? আহা, সরলা বালার কি—না না না, সে কথা আমি ভাবতেও পারি নি! তা কি হ'তে পারে? ভগবান্ আমায় এ বয়সে এ রত্ন দিয়ে আবার তাতে কি বঞ্চিত কর্‌বেন? বিচিত্রই বা কি! আমি কি তাঁর এতই অনুগৃহীত যে, তিনি আমার কপালে সুখ বই দুঃখ বিধান কর্‌বেন না? হয় তো ঘোরতর দুঃখ আমার কপালে আছে। যদি শুনি শৈবলিনী নাই, যদি শুনি শৈবলিনী উৎকট রোগে প্রাণত্যাগ করেছে, তা হ'লে আমি বাঁচবো না। কাকেও দেখতে পাচ্ছি নি। ভৃত্যটাও কোথায় গেল? অন্তঃপুরে যেতেও পা উঠছে না, শৈবলিনীর সংবাদ না পেয়ে আমি অন্তঃপুরে প্রবেশ কর্‌তে পাচ্ছি নি! কোথায় গেল সব? সনাতন! সনাতন!

(সনাতনের প্রবেশ)

সনা। বাবা, বাবা!

চন্দ্র। এ কি এ! কি হয়েছে? তুমি কোথায় ছিলে? আমি এতক্ষণ এসেছি, তুমি কি জানতে পার নি?

সনা। জানতে পেরে কর্‌বো কি বাবা, আমি তোমার সাম্‌নে আস্‌তে পাচ্ছিলুম না, আমার কি আর এ মুখ দেখাবার যো আছে? বাবা, সর্ব্বনাশ হয়ে গেছে!

চন্দ্র। সে কি? কি হয়েছে? শীঘ্র বল, শৈবলিনী কেমন আছে?

সনা। বাবা, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছিল—

চন্দ্র। পড়ুক, যাক্‌, সর্ব্বস্ব যাক্‌,—বল, শৈবলিনী কেমন আছে?

সনা। বাবা, পুরন্দরপুরের কুঠির সাহেব নিজে ডাকাতি কর্‌তে এসেছিল।

চন্দ্র। কুঠির সাহেব? সে কি! ইংরেজ আমার বাড়ী কি লুঠতে এসেছিল? তা যাক্‌, লুঠুক্‌, ক্ষতি নাই; শীঘ্র বল, শৈবলিনী কেমন আছে? [শৈবলিনি! শৈবলিনি! আমি বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছি, বড় ব্যাকুল হয়েছি। বেঁচে থাক ত এসে আমায় দেখা দাও।]

সনা। [বাবা গো, আর কে দেখা দেবে?] ভগবান্‌! বাবার এই কষ্ট দেখবার জন্যই কি বুড়োকে বাঁচিয়ে রেখেছ? আমার কেন মরণ হলো না? সাহেব আমায় কেন গুলী ক'রে মেরে ফেলে গেল না?

চন্দ্র। অ্যাঁ, শৈবলিনী নাই! আর ইহলোকে নাই! প্রাণেশ্বরী কি আমায় পরিত্যাগ ক'রে চ'লে গেছেন! দুর্ব্বৃত্ত ইংরেজ কি তাঁকে বধ করেছে?

সনা। না না—বাবা, মাঠাকরুণ মরেন নি, বেঁচে আছেন, কিন্তু—

চন্দ্র। কিন্তু কি? কি! কি! শৈবলিনী বেঁচে আছে? তবে কোথায়? [কেন উত্তর দিচ্ছে না? আমি এত ডাকৃছি, কেন তবে আমার কাছে আসছে না? শৈবলিনি! শৈবলিনি!]

সনা। [কে আস্‌বে বাবা,] মহাপাতকী ইংরেজ মাকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

চন্দ্র। অ্যাঁ! ! !

সনা। বাবা, বাবা, অমন কর্‌বেন না, আপনি স্থির হন, স্থির হন।

চন্দ্র। না না, আমার শুন্‌তে ভুল হয়েছে, কি হয়েছে, আবার বল—

সনা। বাবা—

চন্দ্র। বল?

সনা। বাবা, ঢের খোঁজা হয়েছে, কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না, শিবু ঠাকুর পুরন্দরপুর পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন, কিন্তু সেথায়ও রাখে নি, সে সাহেবও সেথায় নাই। শুন্‌ছি না কি নৌকা ক'রে সাহেব মাকে কোথায় নিয়ে গেছে।

চন্দ্র। ব্যস্—আর শুন্‌তে চাই নি! বেশ হয়েছে, আমার ধৃষ্টতার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে; যেমন এই বয়সে বাসনার বশবর্ত্তী হয়ে সুন্দরী যুবতীর পাণিগ্রহণ করেছিলুম, তার সমুচিত প্রতিফল পেলুম। যেমন যৌবনসীমা অতিক্রম করেও ইন্দ্রিয়বিজয়ে সমর্থ হলেম না, তেমনি মাথায় কলঙ্কের কালিমাবৃষ্টি হ'ল! হৃদয়ে বজ্রপাত হলো। মূর্খ ব্রাহ্মণ, বড় না জ্ঞানের গর্ব্ব কর্‌তিস্? পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতিস্? শাস্ত্রাধ্যয়নের অভিমান কর্‌তিস্? হৃদয়বলের বড় না স্পর্দ্ধা ছিল? কেমন, সব গেল ত? একটি নিশ্বাসের ভর সইলো না, সব নাশ হলো? সনাতন—

সনা। বাবা!

চন্দ্র। একবার চক্রবর্ত্তী মশাইদের বাড়ী যাও, শ্রীনাথকে ডেকে এনে বল যে, আমার পৈতৃক শালগ্রাম-শিলাটি নিয়ে গে তাদের বাড়ীতে রেখে নিত্যসেবা করে।

সনা। সে কি বাবা, আপনি কি এ বাড়ীতে থাকবেন না ?

চন্দ্র। আর দেখ, আমার তৈজসপত্র-বস্ত্রাদি যা কিছু আছে, তার মধ্যে তোমার যা ইচ্ছা নিজে রাখ, বাকী দরিদ্র প্রতিবাসীদের ডেকে বিতরণ ক'রে দাও।

সনা। বাবা, বাবা, আপনি কোথায় যাবেন ?

চন্দ্র। জানি নি। এখানে থাক্‌বো না, থাকতে পার্‌বো না, থাকা উচিত নয়, এই জানি।

সনা। সে কি বাবা, আপনি একেবারে সংসার ত্যাগ কর্‌বেন ?

চন্দ্র। সংসার ? হা হা হা ! সনাতন, আবার সংসার ? খুব সংসার করা গেছে ! বুঝতে পাচ্ছ না, আমার সব ফুরিয়েছে ! যাও, তুমি আমায় বরাবর ভালবাস, কখনও আমার কথা অমান্য কর নি, আজও করো না। যাও—

সনা। যাই, পিসীমাকে ডেকে আনি, তিনি যদি বাবাকে বোঝাতে পারেন।

[প্রস্থান।

চন্দ্র। এইবার পুথিগুলি,—বাল্য, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ের চিরপ্রিয় সহচর, আমার হৃদয়ের শোণিততুল্য সেই পুথিগুলি ! [সেগুলি হাতে তুলে কাকেও দিতে পারবো না ; আমারও আর সে সবের প্রয়োজন নাই ; অধ্যয়নের সাধ দূরে গেছে, জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা শৈবলিনীর সঙ্গে সঙ্গে বিসর্জ্জন হ'লো। তবে সেগুলির কি করি ? আর কি কর্‌বো, আজ স্বহস্তে সমস্ত গ্রন্থের অগ্নিসৎকার কর্‌বো। আহা, আমার বড় যত্নের ধন ! ছিঃ ছিঃ, আবার মায়া ! সব গেল ! নিজে গেলুম, এখনও সেই ক'খানি পুথির মায়া ? নানা] পুরাণ, ইতিহাস, কাব্য,

অলঙ্কার, ব্যাকরণ আজ প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করবো। ন্যায়, বেদান্ত, সাঙ্খ্য, কল্পসূত্র, পাতঞ্জল, উপনিষদ আজ বহ্নি-দেবতাকে আহুতি প্রদান করবো। (ওহো, বহু যত্ন-সংগৃহীত, বহু কাল হ'তে অধীত, অমূল্য গ্রন্থরাশি আমার—হোক্ হোক্, ভস্ম হোক্। শৈবলিনী আমায় ভস্ম ক'রে গেছে, সংসার ভস্ম হোক্।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের দুর্গ—গুরগণ খাঁর কক্ষ।

গুরগণ খাঁ ও সৈনিক।

গুর। আচ্ছা, তুমি তফাৎ থাক।

[সৈনিকের প্রস্থান।

এ পত্রের অর্থ কি? না, জাল নয়, দৌলৎ-উন্নিসারই হস্তাক্ষর বটে। সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। অনুমানে কিছুই ঠিক করতে পাচ্ছি নি! যখন কৌশলে প্রথমে তাকে নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়ে দিই, সেই সামান্য বাঁদী অবস্থাতে সে এক দিনও মহলের বার হ'তে পারে নি; ভাল, এখন ত সে এক জন বেগম হয়েছে, এখন হঠাৎ গোপনে আমার সঙ্গে রাত্রিকালে দেখা করবো ব'লে পত্র লিখলে কেন? কি এমন প্রয়োজন? এমন অসমসাহসিক কাজে কি জন্য প্রবৃত্ত হলো? যাক্, এখনি জানতে পারা যাবে। এখন আমি কোন্ পথে যাই? এই ভারতবর্ষ এখন

সমুদ্র-বিশেষ। যে যত ডুব দিতে পারবে সে তত রত্ন কুড়ুবে। তীরে বসে ঢেউ গুণলে কি হবে? দেখ, আমি গজে মেপে কাপড় বেচতাম। এখন আমার ভয়ে ভারতবর্ষ অস্থির। আমি বাঙ্গলার কর্ত্তা! আমিই বাঙ্গলার কর্ত্তা। কে কর্ত্তা? কর্ত্তা ইংরেজ ব্যাপারি। তাদের গোলাম মীর কাশেম। আমি মীর কাশেমের গোলাম। আমি কর্ত্তার গোলামের গোলাম। বড় উচ্চ পদ! তবে আমি বাঙ্গলার কর্ত্তা না হই কেন? কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াতে পারে? ইংরেজ? একবার পেলে হয়! কিন্তু ইংরেজকে দেশ হতে দূর কর্ত্তে না পারলে আমি কর্ত্তা হতে পারবো না। আমি বাঙ্গলার অধিপতি হতে চাই। মীর কাশেমকে গ্রাহ্য করিনে। যে দিন মনে করবো, সেই দিন ওকে মসনদ হতে টেনে ফেলে দেব। সে কেবল আমার উচ্চপদের আরোহণের সোপান। এখন ছাদে উঠেছি, মই ফেলে দিতে পারি। কণ্টক কেবল পাপ ইংরেজ। তারা আমাকে হস্তগত করতে চায়। আমি তাদের হস্তগত করতে চাই। তারা হস্তগত হবে না, অতএব আমি তাদের তাড়াব। এখন মীর কাশেম মসলন্দে থাক্। তার সহায় হয়ে বাঙ্গলা হতে ইংরেজ নাম লোপ করবো। সেই জন্যই উদ্যোগ করে যুদ্ধ বাধাচ্ছি। পশ্চাৎ মীর কাশেমকে বিদেয় দেব। এই পথই সুপথ।*

* "এখন আমি কোন্ পথে যাই…এই পথই সুপথ"—এই অংশ পরিবর্ত্তিত হইয়া লিখা হয়—

"এখন আমি কি করি? পোরতুগীজদের নৌকাখানা যদি ছেড়ে দি, তা হ'লে আপাততঃ যুদ্ধ বন্ধ হয়। তাতে নবাবের লাভ, আমার ক্ষতি। নিজের ক্ষতি স্বীকার ক'রে অন্যকে লাভবান করতে যে চেষ্টা করে, সে

(দলনীর প্রবেশ)

এস, অনেক দিনের পর তোমাকে দেখে আজ বড় আহ্লাদিত হলুম। তুমি নবাবের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা অবধি আর দেখিনি। কিন্তু তুমি এ দুঃসাহসিক কর্ম্ম কেন কর্‌লে ?

দল। দুঃসাহসিক কিসে ?

গুর। তুমি নবাবের বেগম হয়ে রাত্রে একাকিনী চুরি ক'রে আমার নিকট এসেছ, নবাব এ জান্‌তে পার্‌লে তোমাকে আমাকে দু'জনকেই বধ কর্‌বেন।

দল। যদি তিনি জান্‌তেই পারেন, তখন আপনাতে আমাতে যে সম্বন্ধ, তা প্রকাশ কর্‌বো, তা হ'লে রাগ কর্‌বার আর কোন কারণ থাক্‌বে না।

গুর। তুমি বালিকা, তাই এমন ভরসা কর্‌ছো। এত দিন আমরা এ সম্বন্ধ প্রকাশ করি নি; তুমি যে আমাকে চেন বা আমি যে তোমাকে চিনি, এ কথা পর্য্যন্ত আমরা কেউ প্রকাশ করি নি, এখন বিপদে প'ড়ে প্রকাশ কর্‌লে কে বিশ্বাস কর্‌বে ? বল্‌বে, এ কেবল বাঁচবার উপায়। তুমি এসে ভাল কর নি।

মূঢ় ; কোন্ কার্য্যকুশল ব্যক্তি তার বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারে ? সত্য বটে, নবাবের অনুগ্রহেই আমার আজ এত দূর উন্নতি, এত ক্ষমতা, এত সম্পত্তি, এত সম্ভ্রম। কিন্তু আমার যদি নিজের গুণ, নিজের বুদ্ধি, নিজের শক্তি প্রচুর পরিমাণে না হ'ত, তা হ'লে কেবলমাত্র রাজ-অনুগ্রহেই অপরিচিত পরিব্রাজককে গৌরবের সৌধ-শিখরে উন্নীত করতে কে সমর্থ হ'ত ? কাশেম আলি কি আমার উপর সন্দেহ করে ? দরবারে ত আমার বন্ধুর অভাব নেই, কৃপাময়েরা কি প্রেমে বিগলিত হয়ে, নবাবের কর্ণে আমার নিন্দাবাদ শোনাতে ত্রুটি করেন ? করুক্ নিন্দা, যত দিন

দল। নবাব জান্‌বার সম্ভাবনা কি? পাহারাওয়ালা সকল আপনার আজ্ঞাকারী; আপনার প্রদত্ত নিদর্শন রেখে তারা আমায় ছেড়ে দেছে। একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্‌তে আমি এসেছি। আপনি কি ইংরেজের দু'খানা নৌকা আটক করেছেন?

গুর। দু'খানা নয়, একখানা। বজরাখানা যেথায় ইচ্ছে সেথায় যেতে পারে, আমার তাতে নিষেধ নাই।

দল। আর একখানা?

গুর। সেখানা হাতিয়ার বোঝাই ভড। ইংরেজেরা আজিমাবাদের কুঠিতে অনেক হাতিয়ার পাঠাচ্ছে। সেখানে এত হাতিয়ার জমতে দেওয়া উচিত নয়, তাহ'লে শত্রুকে বাড়তে দেওয়া হয়।

দল। তবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ হবে একথা সত্য?

গুর। হাঁ, সত্য! তা এর জন্য তুমি এমন দুঃসাহসিকতার কাজ ক'রে আমার কাছে এলে কেন? এ কথা কি তুমি দুর্গে ব'সে শুন্‌তে পাও না?

দল। পাই। কেল্লার মধ্যে রাষ্ট্র যে, ইংরেজের সঙ্গে নিশ্চিত যুদ্ধ উপস্থিত এবং আপনিই এ যুদ্ধ উপস্থিত করেছেন। কেন?

বঙ্গেশ্বরের হৃদয়ের উপর দৌলৎ-উন্নিসার আধিপত্য আছে, তত দিন আমার ভয় কি? সোহাগী বেগমের আদর-চন্দ্রোদয়ে সন্দেহের সমস্ত অন্ধকার— বিমল বিশ্বাসের জ্যোৎস্নাপুঞ্জে পরিণত হবে। বিশ্বাস! বিশ্বাস! জ্ঞানীরা বলেন, ধর্ম্মাভিমানীরা বলেন, বিশ্বাস বেহেস্তের বস্তু, বিশ্বাস হন্তার ন্যায় পাতকী জগতে নাই। মীর কাশেম আমায় বিশ্বাস করেছে; কেন করেছে? আমায় বিশ্বাস করা তার আবশ্যক হয়েছিল, বিশ্বাস না কল্লে তার রাজ্য চল্‌ত না, কার্য্য চল্‌ত না, তাই আমায় হাতে সে তার মরণ-বাঁচনের চাবী দিয়েছিল, নিজের স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য আমায় বিশ্বাস

গুর। তুমি বালিকা, তা কি প্রকারে বুঝবে?

দল। আমি বালিকার মত কথা বল্‌ছি, না বালিকার মত কাজ ক'রে থাকি? আমাকে যেখানে আত্মসহায়স্বরূপ নবাবের অন্তঃপুরে স্থাপন করেছেন, সেখানে বালিক' ব'লে অগ্রাহ্য করলে কি হবে?

গুর। হোক্! ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে তোমার আমার ক্ষতি কি? হয় হোক্ না।

দল। আপনারা কি জয়ী হইতে পার্‌বেন?

গুর। অমাদের জয়েরই সম্ভাবনা।

দল। এ পর্য্যন্ত ইংরেজকে কে জিতেছে?

গুর। ইংরেজেরা ক'জন গুরগণ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে? সে সব যুদ্ধে তো আর গুরগণের বজ্রনাদী কামান গর্জ্জন করেনি—গুরগণের কালরূপী অনল-ফুৎকার ত এর পূর্ব্বে আর বিপক্ষ পক্ষের দৃষ্টি দগ্ধ করেনি, রক্তবর্ণ লৌহপিণ্ড তো আর শত্রুর হৃৎপিণ্ড নিষ্পেষিত করে নি!

ক'রেছে। সে বিশ্বাসের সাহায্যে আত্মকার্য্যোদ্ধারে যত্নবান্ হ'লে যদি আমার স্বার্থসিদ্ধি হয়, তবে যেমন অপরে ধার্ম্মিকের রূপকথায় মন্ত্র মুগ্ধ হয়, তা আমি হব না। স্বার্থের কন্দুকক্রীড়ার জন্যই ত সকলে এ সংসারক্ষেত্রে বিরাজ করছে, এই কন্দুক-দ্বন্দ্বে কে না আপনার অদৃষ্ট-গোলককে প্রতিদ্বন্দ্বীর অধিকার মধ্যে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে? কিন্তু নবাব আমার প্রতিদ্বন্দ্বী নয়,—প্রভু—ছুট্—এ জগতে কেউ কারুর প্রভু নয়, কেউ কারুর ভৃত্য নয়, কেউ কারুর আত্মীয় নয়, কেউ কারুর স্বজন নয়, সব প্রতিদ্বন্দ্বী—সব প্রতিদ্বন্দ্বী। প্রতিদ্বন্দ্বিতা বন্ধুতে বন্ধুতে, প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভু-ভৃত্যে, পিতা পুত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী, পুত্র পিতার প্রতিদ্বন্দ্বী, স্ত্রীও স্বামীর প্রতিদ্বন্দ্বী!"

দল। সিরাজদ্দৌলাও তাই মনে ক'রেছিলেন। যাক্, আমি স্ত্রীলোক, আমার মন যাহা বুঝে, আমি তাই বিশ্বাস করি। আমার মনে হচ্ছে যে, কোন মতেই আমরা ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হ'তে পার্‌ব না—এ যুদ্ধে আমাদের সর্ব্বনাশ হবে। আমি মিনতি কর্‌তে এসেছি, আপনি এ যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেবেন না।

গুর। এ সকল কর্ম্মে স্ত্রীলোকের পরামর্শ অগ্রাহ্য।

দল। আমার পরামর্শ গ্রাহ্য কর্‌তে হবে, আমায় আপনি রক্ষা করুন, আমি চারিদিক্ অন্ধকার দেখছি!

গুর। তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীর কাশেম সিংহাসনচ্যুত হলেন। আমি তোমাকে সঙ্গে ক'রে দেশে নিয়ে যাব।

দল। তুমি কি বিস্মৃত হয়েছ যে, মীর কাশেম আমার স্বামী?

গুর। না বিস্মৃত হই নি। কিন্তু স্বামী কারুর চিরকাল থাকে না, এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হ'তে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি এক দিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হ'তে পার।

দল। তুমি নিপাত যাও। অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগ্নী হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলুম, অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলুম! স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম্ম আছে, তা তুমি জান না। যদি তুমি এই পরামর্শ হ'তে নিবৃত্ত হও, ভালই, না হ'লে আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন, আজ হ'তে তোমার সঙ্গে আমার শত্রুসম্বন্ধ। আমি জান্‌বো, তুমিই আমার পরম শত্রু! আর তুমিও জেনো, আমিও তোমার পরম শত্রু। এই রাজ-অন্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রইলুম।

[প্রস্থান।

গুর। হুঁ, বুঝলুম। ভগ্নি, তুমি আর আমার আপনার নাই! এখন তুমি মীর কাশেমের হয়েছ। ভ্রাতৃস্নেহ আছে কি না বল্‌তে পারি নে, কিন্তু পতিপ্রেম এখন তোমার হৃদয়ে অধিকতর বলবান্। না, আর তোমাকে প্রত্যয় নাই। যে সম্বন্ধ বন্ধনের বলে তোমার উপর এত দিন অবিচলিত বিশ্বাস ছিল, সে বন্ধন শিথিল হয়েছে। এ বালিকা ভ্রাতাকে স্বামীর অমঙ্গলার্থী ব'লে যখন বুঝেছে, বা বুঝবে, তখন স্বামীর মঙ্গলার্থে ভ্রাতার অমঙ্গল কর্‌তে পারে। না, আর ওকে দুর্গে প্রবেশ কর্‌তে দেওয়া উচিত নয়। কে হ্যায়?

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহ। হুকুম!

গুর। এইমাত্র যে একটি স্ত্রীলোক এখান থেকে গেল, দেখেছ?

প্রহ। আজ্ঞা মুখ দেখি নি, তবে স্ত্রীলোক বটে, চেহারায় বুঝতে পেরেছি।

গুর। ভাল, তুমি শীঘ্র যাও, দুর্গদ্বাররক্ষককে ব'লে এস যে, আমার আদেশ, ও স্ত্রীলোককে আর দুর্গমধ্যে প্রবেশ কর্‌তে না দেয়। দু'জনকেই নয়, আমার প্রদত্ত চিহ্ন দেখালেও নয়, যাও।

প্রহরী। যে আজ্ঞে। (প্রস্থানোদ্যত)

গুর। দেখ, দ্বাররক্ষককে বল যে, আজ রাত্রে কাকেও না দুর্গপ্রবেশ কর্‌তে দেয়। সে যেই হউক না, যে পরিচয়ই দিক্ না, আমার হুকুম, বল্‌বে, প্রধান সেনাপতির হুকুম। যাও, তুমি অশ্বারোহণে যাও, ওরা সেখানে উপস্থিত হবার আগে তুমি পৌঁছিতে চাও,—যাও!

[প্রহরীর প্রস্থান।

হৃদয়ে উচ্চাভিমান ধারণ কর্‌লে স্নেহ, মমতা, প্রণয়াদি দুর্ব্বলতাকে সেখানে স্থান দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। সিংহাসনারোহণের পথ কঠোর, কোমল নয়। রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে বুদ্ধির একাধিপত্যের আবশ্যক, হৃদয়কে সেথায় প্রশ্রয় দিতে নেই। ভাল, স্ত্রীলোকগুলো কি? কেমন ক'রে এরা অপরের জন্যে পাগল হয়? জন্মাবধি সম্বন্ধ, বাল্যের পরিচয়, কৌমারের স্নেহ, সব যৌবনের এক দিনের আলাপে ভুলে গেল? মীর কাশেম তোর কে? ভাল, ভগ্নি! তুমি মীর কাশেমের হৃদয় চাও, আমি তার সিংহাসন চাই! দেখি, ভাই-ভগ্নীর যুদ্ধে কে হারে,—কে জেতে?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

প্রতাপের কক্ষ

প্রতাপ, সুন্দরী ও রূপসী

প্রতাপ। আঁ্যা, এত দূর! এত দূর! এত দূর হয়ে গেছে! কি সর্ব্বনাশ! আর আমি এর কিছু জান্‌তে পারি নি? ভগবান্! যিনি পরোপকারের জন্য আপনার জীবনকে তুচ্ছ করেন, স্বপ্নেও যিনি কখনও কারুর অনিষ্ট করেন নি, তোমার চরণপূজা যাঁর আজন্ম ব্রত, তাঁর অদৃষ্টে তুমি এই দুঃসহ কষ্টবিধান করেছিলে? এই সাধুহৃদয় ব্রহ্মপরায়ণ ব্রাহ্মণের সর্ব্বনাশ কর্‌বার জন্যে কি দুর্ব্বৃত্ত ইংরেজ ভীষণ তরঙ্গসমাকুল দুস্তর সাগর পার হয়ে ভারতবক্ষে এসেছিল? বেদগ্রামে কি পুরুষ ছিল না? শৈবলিনীর ঘরে কি গৃহ-ব্যবহার্য্যও

কোন অস্ত্র ছিল না? সেই নরপশু ফষ্টরের পিশাচাধম ক্রীতদাসগণ ত বন্দুক ব্যবহার করেছিল, কেন সে হতভাগিনী তার সাম্‌নে গিয়ে বুক্ পেতে দেয় নি?

সুন্দ। তাকে গিয়ে সে সব কথা জিজ্ঞেস কর না? আমার সাম্‌নে তর্জ্জন-গর্জ্জন কল্লে আর কি হবে? আর কোন লক্ষণ থাক আর না থাক, তোমার বীরত্বের যে বেজায় আওয়াজ আছে, তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি।

প্রতাপ। বিদ্রূপের সময় অসময় আছে। তা এ সব কথা আমাকে এত দিন ব'লে পাঠাও নি কেন?

সুন্দ। কেন, তোমাকে ব'লে কি হবে?

প্রতাপ। কি হবে? তুমি স্ত্রীলোক, তোমার কাছে বড়াই কর্‌বো না, আমাকে ব'লে পাঠালে কিছু উপকার হ'তে পার্‌ত।

সুন্দ। তুমি উপকার কর্‌বে কি না, জান্‌ব কেমন ক'রে?

প্রতা। কেন, তুমি কি জান না, আমার সর্ব্বস্ব চন্দ্রশেখর হ'তে?

সুন্দ। জানি, কিন্তু শুনেছি, লোকে বড়মানুষ হ'লে আগেকার কথা ভুলে যায়।

প্রতা। ভুলে যায়? যে ভুলে যায়, সে যেন না মনুষ্য-নামের পরিচয় দেয়। মনুষ্য কি? লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত বিদ্যমান, যেখানে ইতর পশুও উপকারীকে বিস্মৃত হয় না। ভদ্রবংশে যার জন্ম, পবিত্র অবিকৃত শোণিত যার ধমনীতে প্রবাহিত, সে কি কখনও উপকারীকে বিস্মৃত হ'তে পারে? ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হয়ে সুখের দিনে যে চণ্ডাল উপকারীকে বিস্মৃত হয়, তার গর্ভধারিণীর শয্যা নিশ্চয়ই কলঙ্কিত। অকৃতজ্ঞহৃদয় মানব নরাকারে দানব, প্রেত, পিশাচ; নরকের পুরীষে তার অন্তর.

পরিপূর্ণ। প্রতাপ যত কেন হীন হোক্ না, সতীলক্ষ্মীর গর্ভে সে জন্মগ্রহণ করেছে, প্রতাপ এক দিনের উপকারীকেও কখনও বিস্মৃত হবে না।

সুন্দ। নারদ! নারদ! এই ত আমি চাই, তোমায় রাগাবার জন্যই ত এ ভিটেয় আমার পায়ের ধূলো পড়েছে।

প্রতা। যাঁর জন্যে আমি আজ এই সুরম্য অট্টালিকায় বাস কর্‌ছি, যাঁর জন্যে আমার বিষয়-সম্পত্তি, জমিদারী, যাঁর জন্যে আমার দেশবিখ্যাত নাম, যাঁর জন্যে আমি মনোনীতা ভার্য্যা লাভ ক'রে সংসারী হয়েছি, জাহ্নবীজলে নিমজ্জমান জীবন যাঁর জন্যে আমি পুনঃপ্রাপ্ত হয়েছি, তাঁর আজ এই অভাবনীয় সর্ব্বনাশ! আর আমি নিশ্চিন্ত ব'সে আছি? এক দিন, এক দণ্ড, এক মুহূর্ত্তমাত্র আর বিলম্ব কর্‌বো না; রূপসি, আমি এখনি চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর সন্ধান কর্‌তে চল্‌লেম, যত দিন না সন্ধান কর্‌তে পারি—ফির্‌বো না; তোমার ভগিনী রইলেন, সাবধানে থেক।

রূপ। এখনি কোথায় যাবে? কোন উদ্যোগ-সুযোগ নেই, বিদেশ—পথে কষ্ট।

প্রতা। সহধর্ম্মিণি! স্বামীকে স্বার্থপরতা শিখিও না। রামচরণ সঙ্গে যাবে, এক জন পাচকও সঙ্গে নেব। জগদীশ্বর আমার সহায় হবেন।

[প্রস্থান।

সুন্দ। বেশ হয়েছে, এইবার শৈবলিনী পোড়ারমুখীর মাথা খাব। রূপসি, তুই ভাবছিস্ কি? বাঙ্গালা দেশে এমন লোক নেই যে, প্রতাপের কিছু হানি কর্‌তে পারে। স্বয়ং নবাবও এঁর নামে ভয় পায়। পাপিষ্ঠা, হতভাগী, উনোনমুখী!

রূপ। কাকে গাল্ দিচ্ছিস্ দিদি ?

সুন্দ। সেই কালামুখীকে, সেই সর্ব্বনাশীকে, সেই নরকের পেত্নীকে, সেই—সেই—সেই—

রূপ। চন্দ্রশেখর দাদার বৌকে ?

সুন্দ। নয় ত আবার কাকে? শৈবলিনী মরুক্, তার মুখ পুড়ুক্, সে উচ্ছন্ন যাক্, গোল্লায় যাক্, নরকের আগুনে যাক্, তার মুখে আমি নুড়ো জ্বেলে দিই, তার শতেক খোয়ার করি, তার ছায়ায় উঠান-ঝেঁটান ঝাঁটা মারি।

রূপ। চুপ কর দিদি,—চুপ কর!

সুন্দ। কেন চুপ কর্‌বো? সে মলো না কেন? আপনার গলা আপনি টিপে মলো না কেন? কেন সে চন্দ্রশেখর দাদার সর্ব্বনাশ কর্‌তে ঘরে এসেছিল? নিরীহ ভালমানুষ বামুনের ছেলেকে কেন সে বে করেছিল? কেন সে সুন্দরী হয়েছিল? কেন তার অত রূপ হয়েছিল? কেন সে আমার সঙ্গে ভাব করেছিল? মিষ্টি মিষ্টি ক'রে কেন আমাকে ভুলিয়েছিল? ননদ-ভাজে তো ঝগড়া হয়, কেন সে চুলোমুখী এক দিনও আমার সঙ্গে ঝগড়া করেনি? কেন আমার তার উপর রাগ হচ্ছে? কেন আমার তার জন্যে দুঃখ হচ্ছে? কেন, কেন, কেন সে জন্মেছিল? হয়ে মরে নি কেন? আচ্ছা, বল্ দেখি বোন্, বল্—বল্—বল্—তোকেই জিজ্ঞেস্ করি বল্, শৈবলিনীর মত পাপিষ্ঠা হতভাগিনী কি এ পৃথিবীতে আর জন্মেছে?

রূপ। তা ত সত্যি, কিন্তু তবে তুই তার জন্যে দৌড়া-দৌড়ি ক'রে মর্‌ছিস্ কেন?

সুন্দ। মর্‌ছি কেন? তার মুণ্ডপাত কর্‌বো ব'লে, তার মুখে আগুন দেব ব'লে, তার শ্রাদ্ধ কর্‌বো ব'লে, তার পিণ্ডি চট্‌কাব ব'লে, তার—তার—তার—

রূপ। দিদি, তুই বড় কুঁদুলী।

সুন্দ। সেই তো আমায় কুঁদুলী করেছে।

রূপ। তা করুক্, এখন চল সদরে যাই—তিনি যাত্রা কচ্ছেন, দেখি।

[সকলের প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—গঙ্গাতীরস্থ পথ

চন্দ্রশেখর

চন্দ্র। গভীর নিশা। নগরী নিস্তব্ধ। সমস্ত জগৎ সুপ্ত। কেবল একা আমি জাগ্রত! শয্যার সহিত সম্বন্ধ চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন হয়েছে। যে সংসারী, সে কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, কার্য্যান্তে নিদ্রাদেবীর বিরামদায়ী কোলে সুখে শয়ন ক'রে ক্লান্তি দূর করে। যে সন্ন্যাসী, তাকেও নিদ্রা জীবনের চিন্তা হ'তে সময়ে সময়ে অবসর প্রদান করে। ঘোর তপস্যামগ্ন মহাযোগীর নিদ্রাও নাই—জাগরণও নাই; তিনি সমাধির শান্তিতে পূর্ণভাবে অবস্থিত। শারীরিক কোন ক্রিয়ার তাঁর প্রয়োজন হয় না। কিন্তু আমি কি? না যোগী, না সন্ন্যাসী, না সংসারী! উঃ, এ কি কষ্টকর জীবন! উদ্দেশ্য নাই, ক্রিয়া নাই, বৃত্তি নাই, ফল নাই। হায় হায়, কেন পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেম? কেন সংসার-সুখের

কামনাকে হৃদয়ে স্থান দিয়েছিলেম? অন্ন পাক ক'রে ক্ষুধা-নিবৃত্তি করবো ব'লে অগ্নিসংগ্রহ করলেম, সে অগ্নি আমার গৃহদাহ করলে! জীবন অবসানের পূর্ব্বে এ বহ্নির নির্ব্বাণ নাই। জীবনই বা কই? জীবন কাকে বলে? জীবনের ক্রিয়া আছে, বৈচিত্র্য আছে; এ একটা অনশ্বর তীব্র সন্তাপের আসুরিক শক্তি আমার ইন্দ্রিয় সকলকে সজাগ রেখেছে মাত্র। কত কাল—কত কাল এমন ক'রে যাবে? গুরুদেব! তোমার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাসই আমায় আশ্বস্ত রেখেছে মাত্র।

[প্রস্থান।

(দলনী ও কুলসমের প্রবেশ)

দল। কুলসম—কুলসম, কি সর্ব্বনাশ হলো! একেবারে দুর্গপ্রবেশ নিষিদ্ধ। কি হবে কুলসম? আমার উপায় কি হবে? ভাই, তোমার মনে এই ছিল? শেষ এই করলে? আমার দাঁড়াবার স্থান রাখলে না?

কুল। ফিরে সেনাপতির ঘরে চল।

দল। তুমি যাও, গঙ্গার তরঙ্গ-মধ্যে আমার স্থান হবে। যে বিশ্বাসঘাতক আপনার প্রভুর সর্ব্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে, তার গৃহে আমি আর পদার্পণ করবো? যে রাজদ্রোহী আমার প্রাণপতির সর্ব্বনাশের সঙ্কল্প করেছে, আমি তার আশ্রয়ে যাব? যে ভাইয়ের চক্ষে ভগিনীর সতীত্ব নিন্দনীয়, পতি-অনুরাগিণী ব'লে যে আমায় এই শাস্তি দিলে, আমি আবার তার মুখদর্শন করবো?

কুল। তবে কি করবে? সমস্ত রাত্রির কি এই পথে দাঁড়িয়ে কাঁদবে?

দল। (সরোদনে) কুলসম।

কুল। কান্না ত আছেই, বলি এখন কি কর্‌বে ?

দল। এস, এই গাছতলায় দাঁড়াই, প্রভাত হোক্।

কুল। এখানে প্রভাত হ'লে আমরা ধরা পড়বো।

দল। তাতে ভয় কি ? আমি কি কোন দুষ্কর্ম্ম করেছি যে, ভয় কর্‌বো ?

কুল। আমরা চোরের মত পুরীত্যাগ ক'রে এসেছি, কেন এসেছি, তা তুমিই জান ; কিন্তু লোকে কি মনে কর্‌বে ? নবাবই বা কি মনে কর্‌বেন ? তা ভেবে দেখ।

দল। যাই মনে করুন, ঈশ্বর আমার বিচারকর্ত্তা, আমি অন্য বিচার মানি নি ; না হয় মর্‌বো—ক্ষতি কি ?

কুল। কিন্তু এখানে দাঁড়িয়ে কোন্ কার্য্য সিদ্ধ হবে ?

দল। এখানে দাঁড়িয়ে ধরা পড়বো, সেই উদ্দেশ্যে এখানে দাঁড়াব। ধৃত হওয়াই আমার কামনা। যে ধৃত কর্‌বে, সে আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে ?

কুল। দরবারে।

দল। প্রভুর কাছে ? আমি সেইখানেই যেতে চাই, অন্যত্র আমার যাবার স্থান নেই। তিনি যদি আমার বধের আজ্ঞা দেন, তথাপি মর্‌বার কালে তাঁকে বল্‌তে পার্‌ব যে, আমি নিরপরাধিনী। বরং চল, আমরা দুর্গদ্বারে গিয়ে ব'সে থাকি, সেইখানেই শীঘ্র ধরা পড়বো।

কুল। ও মা, ও কে ও ? মানুষ কি ? ও কি মস্ত লম্বা। এই গাছতলার দিকেই যে আস্‌ছে।

দল। তাই তো। যে হোক্, আমরা একটু গাছের পেছনটায় দাঁড়াই এস।

(চন্দ্রশেখরের পুনঃ প্রবেশ)

চন্দ্র। কে ও—কে ও! আমার মতন পথে পথে নিশা-জাগরণ করে, এমন হতভাগ্য আর কে আছে? ওখানে কে দাঁড়িয়ে?

কুল। কি হবে গো?

দল। ভয় নেই, যেই হন, কণ্ঠস্বরে বোধ হচ্ছে, উনি আমাদের কোন হানি কর্‌বেন না; তুমি উত্তর দাও—কথা কও।

চন্দ্র। ভয় নাই। বল কে?

কুল। আমরা স্ত্রীলোক, আপনি কে?

চন্দ্র। আমরা! তোমরা ক'জন?

দল। আমরা দু'জন মাত্র।

চন্দ্র। এত রাত্রে এখানে কি করছো?

দল। আমরা হতভাগিনী! আমাদের দুঃখের কথা শুনে আপনার কি হবে?

চন্দ্র। অতি সামান্য ব্যক্তি কর্তৃক লোকের উপকার হয়ে থাকে, তোমরা যদি বিপদ্‌গ্রস্ত হয়ে থাক, সাধ্যানুসারে আমি তোমাদের উপকার কর্‌বো।

দল। আমাদের উপকার প্রায় অসাধ্য। আপনি কে?

চন্দ্র। আমি সামান্য ব্যক্তি, দরিদ্র ব্রাহ্মণ মাত্র—ব্রহ্মচারী।

দল। আপনি যে-ই হ'ন, আপনার কথা শুনে বিশ্বাস কর্‌তে ইচ্ছে হচ্ছে। যে ডুবে মরছে, সে অবলম্বনের যোগ্যতা-অযোগ্যতা বিচার করে না; কিন্তু যদি আমাদের বিপদ্ শুন্‌তে চান, তবে রাজপথ হ'তে দূরে চলুন; রাত্রে কে কোথায় আছে, বলা যায় না। আমাদের কথা সকলের সাক্ষাতে বল্‌বার নয়।

চন্দ্র। এ স্থান জনমানবশূন্য, আমি অনেকক্ষণ অবধি এই দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও কেউ নেই, আপনি নির্ভয়ে বলুন।

দল। কি বল্‌বো কুলসম ?

কুল। আমরা বাইজী—এক জায়গায় বিয়ে-বাড়ীতে মোজুরো করতে গিয়েছিলুম, বেশী রাত্তিরে শোয়ারি পাই নি, সঙ্গের লোক-জন অন্ধকারে কোন্ দিকে গেল, আমরা পথ হারিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

দল। ছিঃ কুলসম, এঁর সঙ্গে বঞ্চনা করতে নেই। দেখছো না, ইনি নিশ্চয়ই কোন মহাপুরুষ। মহাশয়, আমার দাসী ভয় পেয়ে মিথ্যা কথা বলেছে, মার্জ্জনা করবেন। আমি অকপটে আপনার নিকট আত্মপরিচয় দিচ্ছি। আমার স্থিরবিশ্বাস হচ্ছে যে, আপনা হ'তে আমাদের কোন অমঙ্গল হবে না। হতভাগিনীকে বাঙ্গালার নবাব আদর ক'রে দলনী বেগম ব'লে ডাকেন।

চন্দ্র.। অ্যাঁ, সে কি ? কি আশ্চর্য্য ! আপনি দলনী বেগম ? আপনি এ অবস্থায় এখানে কেন ?

দল। বিশ্বাস করবেন কি আমি কোন মন্দ অভিপ্রায়ে দুর্গত্যাগ করি নি। নবাবের অজ্ঞাতে তাঁর কোন বিশেষ হিতকামনায় গোপনে সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলুম। বিস্মিত হবেন না, সেনাপতি গুরগণ খাঁ আমার সহোদর। এ কথা কেউ জানে না, নবাবও না; আজ এই আপনি শুনলেন—আর কুলসম শুনলে। কিন্তু সেনাপতি আমার অনুরোধ রক্ষা করলেন না, বরং বোধ হয়, আমি তাঁর অনিষ্ট করতে পারি সন্দেহ ক'রে আমাদের দুর্গপ্রবেশ নিষেধ ক'রে দিয়েছেন।

চন্দ্র। (স্বগত) জ্যোতিষ গণনা মিথ্যা নয়, ভবিতব্য কে খণ্ডাতে

পারে? যা ঘটিবার, তা অবশ্য ঘটিবে! যা হোক্, তা ব'লে পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্ত্তব্য নয়। যা কর্ত্তব্য, তা অবশ্য করবো। হৃদয়! কৈ, তুই ত একেবারে ভস্ম হলি নি? এই বালিকার জন্যে তো আবার তুই কাতর হচ্ছিস্? এই না আমি ভাবছিলেম, আমার জীবন বৃত্তিশূন্য! আবার কার্য্য আস্‌ছে, আবার কর্ত্তব্য মনে পড়ছে।

দল। আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না?

চন্দ্র। আপনার সকল কথা সত্য। এক্ষণে কি কর্‌বেন স্থির করেছেন?

দল। আমি এইমাত্র মনে কচ্ছিলুম যে, দুর্গদ্বারে গিয়ে ব'সে থাকি। প্রহরীরা প্রভাতে আগে আমাদের ধ'রে দরবারে নিয়ে যাবে, আমি নবাবের সমক্ষে সমস্ত কথা ব্যক্ত কর্‌বো।

চন্দ্র। সহসা সেরূপ করা আমার মতে ভাল বিবেচনা হচ্ছে না, আমার মতে পরামর্শ এই যে, আপনি অকস্মাৎ নবাবের সমক্ষে উপস্থিত হবেন না, প্রথমে পত্রের দ্বারা তাঁকে সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত করান, যদি আপনার প্রতি তাঁর স্নেহ থাকে, তবে অবশ্য আপনার কথায় তিনি বিশ্বাস কর্‌বেন, পরে তাঁর আজ্ঞা পেলে সম্মুখে উপস্থিত হবেন।

দল। পত্র নিয়ে কে যাবে?

চন্দ্র। আমি পাঠিয়ে দেব।

দল। আপনি?

চন্দ্র। হ্যাঁ, আশ্চর্য্য হবেন না! দরবারের কোন উচ্চ হিন্দু-কর্ম্মচারী আমায় বিশেষ ভক্তি করেন, তাঁরই সাহায্যে আমি পত্র পাঠিয়ে দিয়ে উত্তর আনাব।

দল। এখানে পত্র লেখবার তো কোন উপায় নেই।

চন্দ্র। আমার সঙ্গে আসুন, আমি আপনাদের নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাচ্ছি। আমার গৃহে নয়, কিন্তু আমি যা করবো, গৃহস্বামী তাতে আপত্তি করবে না, যতক্ষণ না রাজাজ্ঞা প্রাপ্ত হন, ততক্ষণ সেখানে থাকবেন—কেউ জানতে পারবে না, কেউ কোন কথা জিজ্ঞাসা করবে না।

দল। আপনাকে যখন বিশ্বাস করেছি, তখন আপনার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছি। চলুন কোথায় যেতে হবে।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক

-০:*:০-

প্রথম গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—গঙ্গাতীর।

গলষ্টন, আমিয়ট, পার্ব্বতী, বিশ্বাস ও বকাউল্লা

বিশ্বা। ও মাষ্টার আমিয়ট, কেয়া হোগা, কেয়া হোগা, মাই মাষ্টার ফষ্টর গন্, একেবারেই গন্। ফষ্টর মাই ফাদার-মাদার, ডেড, গন্—ডেড গন্, একেবারে ডেড গন্, আর তার উপর মেয়ে-মানুষকে নিয়ে রন্। আমি Poor devil, আহা, সাহেব বাবা আমায় আদর ক'রে ডেভিল বলত, আমি how many—how many ক'রে ভুলায়

ভালায়কে মেয়েমানুষকে কুলের go out করলুম—আর শালার ডাকাত কি না, thiefএর উপর বাটপাড়ী ক'রে তাকে লুঠে নিয়ে গেল।

পার্ব্ব। আ মুখে আগুন। তুই মুখপোড়া বুঝি ফস্তর সাহেবের সঙ্গে ঐ মেয়েমানুষকে জুটিয়ে দিয়েছিলি? আ পোড়ার বাঁদর, যেমন নিজের চেহারা—তেমনি মেয়েমানুষের চেহারা! কেন, চোখ দুটো ছিল কোথায়? আর কি মেয়েমানুষ পাও নি? আহা, অমন সোনার চাঁদ সাহেব, কি বল্‌বো, আমাদের ধর্ম্মভয় আছে—জাত দিতে পারি নি।

বিশ্বা। আরে মর্ হারামজাদী, অমন মেয়েমানুষ আর এ দেশে আছে? অমন চেহারা কখনও দেখেছিস্? রঙ যেন কাঁচা সোনা।

পার্ব্ব। মুখে আগুন তোমার কাঁচা সোনার, যেন হ্যাবা হয়েছে! আমরা যদি ভাল খেতে-পরতে পেতুম, অমনি ক'রে ভাবন-চাকন কর্‌তুম, তা হ'লে আর এক চেহারা দেখতিস্। কি করবো, ভগবান্ গরীব করেছেন, তাই সাহেবের হুকুমে গস্তানীর দাসীপণা কর্‌তে হলো। বাপ—বাপ! উনি আবার গেরস্থ-ঘরের বৌ, বামুনের মেয়ে! সাহেবকে মেরে ফেল্‌লে! তেলেঙ্গারা সব ভয়ে আড়ষ্ট, আমি থর্ থর্ ক'রে কাঁপছি, আর মাগীর সেই সময় হাসির ধুম প'ড়ে গেল! আমায় বলে কি না, পার্ব্বতী, তুই যা, ডাকাতদের ডেকে নিয়ে আয়—দুটো গল্প-স্বল্প করি। রাক্ষসীর নিয্যশ ডাকাতদের সঙ্গে ষড় ছিল। ও ঐ সর্দ্দার ডাকাতের কে হয়। ভারির একটা পা'ক এসে তো ডেকে পাল্কীতে তুলে নিয়ে গেল; আমি সঙ্গে যাচ্ছিলুল—তা নচ্ছার পাক মিন্‌ষে খেকিয়ে তাড়া কল্লে।

আমিয়ট। Yes, Yes, where they have taken her? বিবিকো কাঁহা লে গিয়া?

বিশ্বা। The বকাউল্লা know, ও যায়কে ডাকাতদেব house see ক'বে এসেছে।

[আমি। I Say Galstone, 'will yon talk to this fellow? I can't speak that gibberish. You speak Hindustani like a native, though thats no compliment.]

গল। টোম্‌কো নাম?

বকা। মেরা নাম হুজুব, এনায়ত আবদুল ফজল বকাএৎ উল্লা মেহেবউদ্দীন খাঁ সাহেব।

গল। Damn your la—la—la—din—din—din। চোটা নাম বোলো! চোটা নাম বোলো।

বিশ্বা। আবে সোজাসুজি বকাউল্লা বল্ না, দেড় গজ এক বয়েত আবম্ভ কর্‌ল। His name বকাউল্লা।

গল। টোম কেয়া ডেখা? ডাকুকা কেয়া নাম?

বকা। ডাকুকা নাম ফলৃতা রাও, হুজুর।

বিশ্ব। তোর মাথা রাও। Master, ask, I all know, উস্‌কা নাম প্রতাপ রায়, বড়া বদমায়েস ম্যান। আমি all see কিযা হায়। দোস্‌রা বোটমে সিটিং কি না! মাষ্টার ব্রিং মি উইথ ফ্রম পুরন্দবপুব। আহা, মাষ্টার ফষ্টর বড়া ভালবাস্‌তা, বড়া ভালবাস্‌তা; যখনই woman দরকার হ'ত, কাকেও not say, আমাকেই say। Hear me মাষ্টা গলষ্টোন, night ঝাঁ, ঝাঁ, no noise, all নিস্তব্ধ, no where nothing, এমন সময় কশাড় বন, কশাড় sisterকা ভিতর fire গুড়ুম—অমনি এক সিপাই waterএর ভিতর ধড়ুম। Privately privately one

man বোটের কাছি কাটি give. Master ফষ্টার come out বন্দুক হাতে, two time কশাড় sisterএর ভিতর থেকে গুড়ুম গুড়ুম; আর my father mother ফষ্টার জলের ভিতর ঢুড়ুম। Water ব্লডে ব্লড, masterএর body আমাদের নৌকোর কাছে come, আমরা take up। ওদিকে one ডাকাত, that শালা দলের সর্দ্দার—ইস্কাবনের টেক্কা, womanএর বোটে get up, আপনি হাল catch কর্‌কে boat নিয়ে run। উস্‌কো নাম প্রতাপ রায়, ভারী বদ্‌মায়েস, হাম্ জান্‌তা।

গল। Yes, yes, where did the lady go? Foster's lady? বিবি কাঁহা লে গিয়া?

বিশ্বা। That the বকাউল্লা tell. I after boat round go ঘুরে গিয়ে one ট্যাঁক ট্যাঁক। Understand master, ট্যাঁক? native pocket. Boat come into চড়া, then পাল্কী come, womanকে লেকে উঁস্‌পর উঠায়া, gone। বকাউল্লা সিপাহি back back go, see house সেইখানেই হামারা সাহেবকা মেয়েমানুষকো keep কিয়া হ্যায়। ওগো, হাড়ি-বাগ্দীকা মেয়ে নেহি হ্যায়। আমি কত কর্‌কে ভুলায়ে ভালায়কে আসল stud bred বামনকা মেয়ে সাহেবকো জন্তে যোগাড় কর দিয়া হ্যায়, এখনও আমার বক্‌শিস্ পাওনা হ্যায়। ওগো, ফষ্টর সাহেব হামকো বড়া ভালবাস্‌তা,—বড়া ভালবাস্‌তা। হামকো শালার বেটা বই আর কুছ নেই বোলতা—এই একটা বাঙ্গলা কথা শিখাথা, তা আমাকেই বোলতা।

গল। Very good বিশ্বাস, টোম ভালা আড্‌মি হ্যায়, নেমোকহারাম হ্যায়। হাম টোমকো শালা বেটা বোলেগা, আমিয়ট সাহেব বোলেগা,

জনসন সাহেব বোলেগা, সবকই টোমকো শালা বোলেগা, ডরো মোৎ। Now go, take সিপাই, ডাকু গর্ যাও।

বিশ্বা। Tell বকাউল্লা master, I not go, প্রতাপ রায় ভারী জাঁহাবাজ। Many many লাঠিয়াল ওর তাঁবে। হামকো মেরে ফেলেগা—poor man kill. আমার পাঁচটি বে সাহেব, একেবারে সবাই রাঁড়ী হবে। I die five wife at once be female prostitute। বাড়ীতে আর পুরুষ নেই, এই আমি one masculine man. ছেলেপুলেগুলো একেবারে অনাথ হবে—All sons at once become husbandless. Beg your pardon master, beg your pardon. Send বকাউল্লা leav me.

গল। এ সিপাই, টুম যাও, ডাকু পাকৃড়াও, ten সিপাই লেও।

বকা। খালি সিপাইসে নেই হোগা হুজুর। আপলোক আইয়ে, ও ফল্‌তা রাও বড়া দুষমণ হ্যায়, কালা আদমিসে নেই পাকৃড় যাগা।

[গল। This fellow asks us to accompany him. It seems that Pratap Rai is a very powerful man.

আমি। Very good, you and Jhonson lead the party.

গল। All right. এ সিপাই, তুম গর বিটর গিয়া ?

বকা। নেই সাব।

গল। Then we must have matches and candles. These stingy Hindoos do not keep any light.

জন। Never fear, I have them buy.]

গল। বিশ্বাস, you go and see that your master Foster is well attended. চল, সিপাই চল।

আমি। Go Biswas, take that woman along with you to the boat, her services will be required when Foster's girl is brought back.]

বিশ্বা। Yes sir! Yes sir! সেলাম।

[বিশ্বাস ও পার্ব্বতী ব্যতীত-সকলের প্রস্থান।

Oh, my master Foster! Oh, my master father mother, আর কে আমায় অমন মিষ্টি করে শালার বেটা বলবে?

পার্ব্ব। হাঁ রে, ও মুখপোড়া! সাহেবের শালার বেটায় কি গুড়-মাখানো আছে না কি?

বিশ্বা। তুই হারামজাদী বুঝবি কি? পূর্ব্ব-জন্মে কত তপস্যার ফলে তবে সাহেব শালার বেটা বলে। আহা, আমায় দিন দিন ভালবাসছিল গো, দিন দিন ভালবাসছিল! আর দু-চার দিন বেঁচে থাকলে আমায় জুতো মারতো। আহা বড় বৌটিকে তার জন্যে রেখেছিলেম।

পার্ব্ব। ও নচ্ছার মিন্‌সে, সাহেবের জন্যে বৌ রেখেছিলি কি রে?

বিশ্বা। ওরে পাঁচটার একটা যেতো বই তো নয়! আমি যে দাওয়ানী পেতুম! জমিদারী করে ফেলতুম! তুই মনে করেছিস্ কি? ও নবাব-টবাব সব উচ্ছন্নে যাবে, এই ইংরেজে বাংলার রাজা হবে। এই হ'ল বলে, দেখ! এখন এদের সঙ্গে একটা কুটুম্বিতে বাধাতে পারলে হয়, তা হ'লে আমিও একটা ছোট-খাট রাজা হয়ে যাব, ধনে-মানে লক্ষ্মীমন্ত হব। এ বংশে কি আর কখনও কি কারু খেটে খেতে হবে? পায়ের উপর পা দিয়ে বসে জমিদারী করবো।

পার্ব্ব। এঁ্যা বলিস্ কি রে! সত্যি সাহেব রাজা হবে? তা হ'লে আমি কোন

সাহেবের নজরে পড়লে তো আমার ছেলে-পুলে সাহেবের জাত হবে।

বিশ্বা। তেমন কপাল করে থাকিস্ তো হবে বৈ কি ? জিমি সাহেবের দুলে-আঁদির ছেলেগুলোর এখনি জোর দেখিস্‌নি ? আসল গোরার চেয়ে তাদের তেজ্জুরে। এখন আয়—

[প্রস্থান।

পার্ব্ব। কে জানে কপালে কি আছে ? আহা ঐ গোলক্ষ সাহেবের দাড়ীগুলির বাহার, যখন এ দাড়ী নেড়ে নেড়ে কথা কচ্ছিল, আমার সেই জীবে চাঁড়ালের ধাড়ী পাঁঠাটাকে মনে পড়ছিল।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—প্রতাপের বাসার শয়ন-গৃহ

শৈবলিনী ও রামচরণ

শৈব। এ কি, এ কোথায় এলুম। কে আমাকে এখানে আন্‌লে ?

রাম। আজ্ঞে, আপনার চাকর।

শৈব। আমার চাকর! আমার চাকর কে ?

রাম। আজ্ঞে, রামচরণ।

শৈব। রামচরণ! রামচরণ কে ? আমি ত চিনি নি ?

রাম। আজ্ঞে, বল্‌লুম ত ? আপনার চাকর।

শৈব। আমার চাকর রামচরণ ? সে কি ? কোথায় সে ?

রাম। আজ্ঞে, এই যে আপনার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে।

শৈব। তুমি আমার চাকর কেমন ক'রে? তুমি এখানে আমাকে কেন নিয়ে এলে?

রাম। আজ্ঞে, এত রাত্তিরে জগৎ শেঠের কুঠির দরজা খোলা পাই কি না পাই।

শৈব। জগৎ শেঠের কুঠি! তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি?

রাম। তা ত আমি কিছুই জানি নি। তাই ভাবলুম, সেখানে যদি জিজ্ঞেস্ করে, তবে পরিচয় কি দেব। তার উপর রাত্রের দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা যদি বলি, শেষ কি কর্‌তে কি হবে, ধরা-টরা পড়বো, তাই পাল্কী সেখানে না নিয়ে গিয়ে বরাবর এইখানে নিয়ে এলুম।

শৈব। সেখানে আমায় নে যাবে কেন? কে তোমায় আমাকে জগৎ শেঠের কুঠিতে নিয়ে যেতে বলেছিল?

রাম। যিনি ফিরিঙ্গীকে মেরে আপনাকে নৌকো থেকে উদ্ধার করেছেন।

শৈব। কে আমাকে উদ্ধার কর্‌লে? কে তিনি?

রাম। আজ্ঞে, তিনিও আমার মনিব।

শৈব। তাঁর নাম কি বল না?

রাম। ছি ছি, মনিবের নাম ধর্‌তে আছে?

শৈব। এ কার বাসা?

রাম। মা ঠাকৃরুণ, আপনার কোন চিন্তা নেই, আপনি স্বচ্ছন্দ হয়ে একটু ঘুমুন, আর কোন ভয় নেই; সে সাহেব মরেছে; আমিও একটু আড়ামোড়া দিই গে, মেহন্নতটা আজ ভারি রকমই হয়েছে।

[প্রস্থান।

শৈব। কে আমায় উদ্ধার কর্‌লে? এ চাকরটি ত বেশ আমায় মান্য ক'রে কথা কইলে। কিন্তু কৌশল ক'রে কোন পরিচয়ই দিলে না। নৌকোর ভেতর থেকে যেন কার গলার স্বর শুন্‌তে পেয়েছিলুম, যেন চেনা-চেনা বোধ হলো। তাই কি? না, সে কখনও হ'তে পারে না! সে এখানে কোথা থেকে আস্‌বে? আমার জাগ্রতেও ঐ চিন্তা, স্বপ্নেও ঐ চিন্তা; ঘুমের ঘোরে আর কারুর কথা শুনে সেই স্বর মনে হয়েছিল। যা হোক্‌, এ আবার কোথায় এলুম? যিনি আমায় উদ্ধার কর্‌লেন, তিনি আমায় কোথায় পাঠিয়ে দিলেন? এখন আমি স্বাধীন, না বন্দী? যা হয় হবে, আর ভাবতে পারি নি। রাতটা ত পোহাক্‌, ক'দিন যা কর্‌ছি, তাই ক'রে প'ড়ে প'ড়ে ভাবি।

(শয়ন ও নিদ্রা)

(প্রতাপের প্রবেশ)

প্রতা। [মধ্যে মধ্যে নিজের বুদ্ধি খাটায়, রামচরণের ঐটে দোষ। যাক্‌, যা হয়েছে হয়েছে; প্রভাত হোক্‌, যা হয় উপায় করা যাবে। এ কি? আমার বিছেনায় শুয়ে কে? স্ত্রীলোক? অ্যাঁ—সেই? এখানে? আমার ঘরে? আমারই শয্যায়? আহা হা, শয্যার উপর কে যেন নির্ম্মল প্রস্ফুটিত কুসুমরাশি ঢেলে রেখেছে! যেন গঙ্গার শ্বেত বারিবিস্তারের উপর কে শ্বেতপদ্মরাশি ভাসিয়ে দিয়েছে! কি শোভা! কি শোভা! আহা! এ কি সেই শৈবলিনী? যে বালিকা-কলিকাকে নিয়ে বাল্যকালে কত খেলা খেলেছি, এ কি সেই শৈবলিনী? যাকে আমি আদর ক'রে গাছ থেকে সুমিষ্ট ফল পেড়ে দিতুম, সুন্দর পক্ষিশাবক ধ'রে দিতুম; যে ফুল তুলে মালা গেঁথে

আমার গলায় পরিয়ে দিত, বাল্যের সারল্যপূর্ণ প্রাণে যাকে আমার শৈবলিনী ভাবতুম—এ কি সেই? আর সেই এক দিন—শেষ দিন, সেই যে দিন ছেলেখেলা সাঙ্গ হলো। সেই গঙ্গাজলে দু'জনের শেষ সাঁতার। আঁ্যা! এ কি এ! আমি কি করছি? কি ভাবছি? কার পানে চেয়ে বিভোর হয়ে দাঁড়িয়ে আছি? এ যে পরস্ত্রী শৈবলিনী! আমার জীবনদাতা, আশ্রয়দাতা, চন্দ্রশেখরের সহধর্ম্মিণী শৈবলিনী! তাই কি, এ নয়নরঞ্জন কুসুম এখন কি পবিত্র মধু ধারণ করে? এ প্রফুল্ল প্রসূনে এখনও কি কীট প্রবেশ করে নি? এ শতদল কি আর দেবপূজার উপযোগী আছে? আমি কেন এ কথা জিজ্ঞাসা করি? আমার প্রয়োজন? আমার অধিকার? পারিজাত দৈত্যকবল হ'তে উদ্ধার করেছি, আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করেছি। নিদ্রা যাচ্ছে যাক, আমি আর এখানে থাকবো না।

(প্রস্থানোদ্যম ও বন্দুক পতন)

শৈব। (সহসা গাত্রোত্থান করিয়া) এ কি এ! কে তুমি? কে? কে? (মূর্চ্ছা)

প্রতা। (ফিরিয়া) কি! কি! কি হলো? শৈবলিনি, শৈবলিনি,—এ যে মূর্চ্ছা! সংজ্ঞা নেই! (মুখে জল প্রদান) উঠ—উঠ, ভয় নেই, শৈবলিনি! আমি।

শৈব। কে তুমি? প্রতাপ? না কোন দেবতা ছলনা করতে এসেছ?

প্রতা। আমি প্রতাপ।

শৈব। একবার নৌকায় বোধ হয়েছিল, যেন তোমার কণ্ঠস্বর কানে গেল,

কিন্তু তখনি বুঝলুম যে, সে ভ্রান্তি। আমি স্বপ্ন দেখতে দেখতে জেগে-ছিলুম, সেই কারণেই ভ্রান্তি মনে করেছিলুম।

প্রতা। আর ভয় নেই, তুমি বেশ সুস্থ হয়েছ, নিদ্রা যাও, আমি চল্লুম।

শৈব। যেও না।

প্রতা। কি বল্‌বে ?

শৈব। তুমি এখানে কেন এসেছ ?

প্রতা। আমার এই বাসা।

শৈব। আমাকে এখানে কে আন্‌লে ?

প্রতা। আমরাই এনেছি।

শৈব। আমরাই ! আমরা কে-কে ?

প্রতা। আমি আর আমার চাকর।

শৈব। কেন তোমরা এখানে আন্‌লে ? তোমাদের কি প্রয়োজন ?

প্রতা। তোমার মতন পাপিষ্ঠার মুখদর্শন কর্‌তে নেই ! তোমাকে ম্লেচ্ছের হাত হ'তে উদ্ধার কর্‌লুম, আবার তুমি জিজ্ঞাসা কর, এখানে কেন আন্‌লে ?

শৈব। যদি ম্লেচ্ছের ঘরে থাকা আমার এত দুর্ভাগ্য মনে করেছিলে, তবে আমাকে সেইখানে মেরে ফেল্‌লে না কেন ? তোমাদের হাতে ত বন্দুক ছিল

প্রতা। তাও কর্‌তুম, কেবল স্ত্রীহত্যার ভয়ে করি নি, কিন্তু তোমার মরণই ভাল।

শৈব। অ্যাঁ ! শেষ এই হলো ! সব ফুরিয়ে গেল ! এত আশায় ছাই পড়লো ! এই কথা শোন্‌বার জন্যেই কি এত দিন প্রাণ রেখেছিলুম ?

এই বজ্রাঘাত হবে বলেই কি অকূল পাথারে ঝাঁপ দিয়েছিলুম? আজ প্রতাপ আমায় এই কথা বল্‌লে? আদর নেই—স্নেহ নেই—সান্ত্বনা নেই, একটি মিষ্টি কথাও শুন্‌তে পেলুম না? প্রতাপ! প্রতাপ! আর কেউ নয়, সেই প্রতাপই বল্‌লে কি না আমার মরণই ভাল! কিন্তু অন্যে যা বলে বলুক, তুমি আমায় এ কথা বলো না। আমার এ দুর্দ্দশা কার হ'তে? তোমা হ'তে। কে আমার জীবন অন্ধকারময় করেছে? তুমি। আমি কার জন্যে সুখের আশায় নিরাশ হযে কুপথ-সুপথ-জ্ঞানশূন্য হয়েছি? তোমার জন্য। কার জন্য দুঃখিনী হয়েছি? তোমার জন্য। কার জন্য আমি গৃহধর্ম্মে মন রাখতে পার্‌লুম না? তোমারই জন্য। তুমি আমায় গাল দিও না।

প্রতা। তুমি পাপিষ্ঠা, তাই তোমায় গাল দিই। আমার দোষ? ঈশ্বর জানেন, আমি কোন দোষে দোষী নই। ঈশ্বর জানেন, আমি ইদানীং তোমাকে সর্প মনে ক'রে ভয়ে তোমার পথ ছেড়ে থাক্‌তুম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করেছিলুম। তোমার নিজের হৃদয়ের দোষ! তোমার প্রবৃত্তির দোষ! তুমি পাপিষ্ঠা, তাই আমায় দোষ দাও। আমি তোমার কি করেছি?

শৈব। তুমি কি করেছ? কেন তুমি তোমার ঐ অতুলনীয় দেবমূর্ত্তি নিয়ে আবার আমায় দেখা দিয়েছিলে? আমার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকালে ও রূপের জ্যোতিঃ কেন আমার সম্মুখে জ্বেলেছিলে? যা একবার ভুলেছিলুম, আবার কেন তা উদ্দীপ্ত করেছিলে? আমি কেন তোমাকে দেখেছিলুম? দেখেছিলুম ত তোমাকে পেলুম না কেন? না পেলুম ত মলুম না কেন? তুমি কি জান না যে, তোমারই রূপ ধ্যান ক'রে

গৃহ আমার অরণ্য হয়েছিল? তুমি কি জান না যে, তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হ'লে—যদি কখনও তোমায় পেতে পারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হয়েছি, নৈলে ফষ্টর আমার কে?

প্রতা। শৈবলিনি, শৈবলিনি, কি বল্‌লে? কি বল্‌লে? একেবারে আমার মাথায় প্রলয়ের বজ্র হান্‌লে? কি হবে? কোথায় যাই? কোথায় পালাই? কি জ্বালা! কি জ্বালা! ওঃ, হৃদয়ে সহস্র বৃশ্চিক দংশন করছে! পালাই, পালাই! [বেগে প্রস্থান।

শৈব। সব—সব—সব ফুরাল! পরকাল গেছে—ইহকালও গেল!

[প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—প্রতাপের বাসার নীচের ঘর

রামচরণ

রাম। নাও—ঐ টক্ টক্ টক্। এমন বরাত কি ক'রে এসেছি যে, নিশ্চিন্ত হয়ে একটু ঘুমুব? আর জন্মে কোন সরায়ের পাহারোলা ছিলুম আর কি? খালি সমস্ত রাত দরজা খুল্‌তে আর দিতেই প্রাণটা গেল। (নেপথ্যে দ্বারে আঘাত) কে হে বাপু, এত রাত্তিরে আমার দরজায় টকর টকর কর্‌ছো? ঠাকুর মশাই কি? বলি আপনি কি? ও ঠাকুর মশাই, নাও—কথা কবেন না। কাল রাত্রিরে তো ছুটো ছুঁড়ীকে পুড়ে সর্‌বার ব্যবস্থা দেবার জন্যে এনে রেখে গেছেন; আজ

বুঝি আবার মৌনোবত্ত ধ'রে এসেছেন? ঠাকুরের আমার এক এক দিন এক এক লীলাখেলা। (নেপথ্যে পুনঃ দ্বারে আঘাত) আঃ, দুর্গা দুর্গা! দাঁড়াও ঠাকুর, দাঁড়াও। কিন্তু রসো বাবা, দরজার ফাঁক দিয়ে একটু দেখে তবে কবাট খুল্‌তে হবে। গঙ্গার উপর একটা বিতিকিচ্ছি কাণ্ড ক'রে আসা গেছে, ঠাকুর মশাই হও আর যে-ই হও, আগে আড়াল থেকে না দেখে দরজা খোলা হচ্ছে না। (কপাটের নিকট গিয়া) ও বাবা! এ তো ঠাকুর মশাই না, এ যে কতকগুলো কি গিজির-মিজির কর্‌ছে। না, না, এ তো গিজির-মিজির না, এ যে ইণ্ডিল-মিণ্ডিল করছে! তবে রসো বাবা, দোর খুলি ত তবে বন্দুক হাতে ক'রে। ইণ্ডিল মিণ্ডিলে যে বিশ্বাস করে সে শালা।

নেপথ্যে। কেওয়াড়ি খোলো!

রাম। হুঁ, সিপাই সাহেবও আওয়াজ দিচ্ছেন।

নেপথ্যে। আরে কোন্ হ্যায়, খোল দেও কেওয়াড়ি।

রাম। আরে, কারে খুঁজছ? কেওয়াড়ি কে? কেওয়াড়ি এ বাসায় থাকে না।

(দলনী ও কুলসমের প্রবেশ)

কুল। আরে, ও মিন্‌ষে—ও মিন্‌ষে, দরজা খোল—দরজা খোল।

রাম। কেন বল দেখি? কেন বল দেখি?

কুল। আ মর, হ্যাকা মিন্‌ষে, দরজা খোলে না কেন?

রাম। ভারি উত্তুরে হাওয়া চল্‌ছে, তোমার গায়ে লাগলে এখনি তুমি বাল্‌সে যাবে।

দল। বাপু, তুমি দরজা খুলে দাও, আমাদের নে যাবার জন্যে নবাবের কাছ্ থেকে লোক আস্‌বার কথা আছে ; বোধ হয়, তারাই ডাক্‌ছে।

রাম। তোমরা তো হালে বিধবা হয়েছ ? ঠাকুর মশাই তো তোমাদের পুড়ে মর্‌বার ব্যবস্থা দেবার জন্যে সঙ্গে ক'রে এনে রেখে গেছেন ? তবে নবাবের লোক আবার তোমাদের কোথায় নিয়ে যেতে আস্‌বে ?

কুল। তোমায় কবর দিতে নিয়ে যেতে আস্‌বে, দরজা খুলে দে বল্‌ছি।

রাম। দিব্যি সকালবেলায় তেল-সিঁদুর মেখে আগুন খাবার জন্য কাঠের পাঁজায় গিয়ে উঠবে, তবে এমন সময় কেন আর মোছলমান ছোঁযা-ছুঁয়িটা কর্‌বে বল ?

দল। তুমি জান না, ঠাকুর আমাদের সহমরণের জন্য রেখে যান নি, আমরা নবাবের কাছেই যাব।

নেপথ্যে। **Never mind। knocking any more, break open the door।**

রাম। শুন্‌ছো, এ তোমার নবাবের লোক নয়, বেজায় ইণ্ডিল-মিণ্ডিল।

দল। তাই তো, এ কারা ? এরা কি বলে, কিছু তো বুঝতে পাচ্ছি নি।

নেপথ্যে। খোলো, নেই তো কেওয়াড়ি তোড় ডালে।

রাম। ফিরিঙ্গী বেটারা একটা হেঙ্গাম বাধালো দেখছি, এ নির্ঘ্যাস্ আমরাতের কুঠির লোক।

কুল। ফিরিঙ্গী ? কি হবে তবে ? আমরাত কে ?

দল। তুমি কি আমিয়ট বলে যে সাহেব এখানে থাকে তার কথা বলছো ?

কুল। ও মা তবে কোথায় যাব ? দেখ, আমাদের রক্ষা কর। কোথাও লুকোও, তোমাকে অনেক বক্‌শিস্ দেব। তুমি এঁকে চেন না, ইনি—

দল। কুলসম।

রাম। খুব গোল বাধালে! বাইরে ইণ্ডিল-মিণ্ডিল,—আর ভেতরে দুই মেয়েমানুষ, তেরস্পর্শ লাগলো দেখ্ছি। যাও, এখন ঘরের ভেতর যাও, ঘরের ভেতরে যাও, লুকোও গে। এরা আমাদের সঙ্গেই হাঙ্গামা কর্‌তে এসেছে। তোমাদের কোন ভয় নেই।

দল। আয় আয় কুলসম, শীগ্‌গির—শীগ্‌গির ঘরের ভেতর আয়।

[দলনী ও কুলসমের প্রস্থান

নেপথ্যে। কেওয়াড়ি খোলেগা নেই?

রাম। আরে দাঁড়া না শালারা, আমি যে ভাত খেতে বসেছি, শক্‌ড়ি হাতে কি কবাট ছোঁব? (স্বগত) একটা বন্দুকে হবে না, কর্ত্তাকেও ডাক্‌তে হবে, ইণ্ডিল-মিণ্ডিল দলে কিছু পুরু আছে বোধ হচ্ছে।

নেপথ্যে। Break open the door, you শালা শূয়ার, Give a stout kick Jhonson and it is done. These native doors won't bear British kicks.

(দরজা ভাঙ্গিয়া জনসন, গলষ্টন,
বকাউল্লা ইত্যাদির প্রবেশ)

সিপা। মারো, কোন্ শালা হায়, কাঁহা হ্যায় ডাকু? (গোলমালকরণ)

জন। Here we are, one kick was sufficient. Let all India tremble dowr under British kicks in like manner.

রাম। আহা হা, এমন সময় বন্দুকটা হাতে নেই। ঝাঁ ক'রে আনি।

(উপরে গমন)

গল। ভ্যাকাউল্লা সিপাই, কাঁহা ডেখাও ডাকু।

বকা। শালা হিন্দু হামারা হাত তোড় দিয়া, যো শালা হিন্দুকো মিলেগা উসিকো গ্রেপ্তার করায়েগা।

গল। ডেখ্‌লাও!

বকা। ঐ সাহেব! ঐ ভাগতা হ্যায়!

গল। এই come here, কাঁহা যা-টা?

রাম। আর বল্‌বো কি, তামাক সেজে আন্‌তে যাচ্ছি তোমার জন্যে।

গল। কাঁহা ভাগা? Get a light, where are the matches? এই তোম্ লোক হুঁসিয়ার, নেই ভাগে—নেই ভাগে।

(প্রতাপের প্রবেশ)

রাম। আপনি লুকুন এই বেলা, অন্ধকারে লুকুন! ইংরেজ এসেছে। বোধ হয় আমবাতের কুঠির লোক।

প্রতা। ভয় কি?

রাম। মেলাই লোক।

প্রতা। আমি লুকিয়ে থাক্‌বো, আর এই বাড়ীতে যে কয় জন স্ত্রীলোক আছে তাদের উপায় কি হবে? তুমি আমার বন্দুক নিয়ে এস।

(আলো জ্বালান)

গল। Ah! here is light. Oh! হুঁয়া ডু আড্‌মী। সিপাই, এই হ্যায়?

বকা। হাঁ সাহেব, সব কই হ্যায়, মেরে হাত একদম তোড় দিয়া।

প্রতা। তোমরা কে? কেন এসেছ?

গল। Who are you? টোম্ কোন্ হ্যায়?

প্রতা আমি প্রতাপ রায়।

বকা। জনাব, এই সর্দ্দার হ্যায়,, এই মেরে হাত তোড় দিয়া।

জন। (প্রতাপকে ধরিয়া) Oh! you are my prisoner.

বকা। (রামচরণকে দেখাইয়া) সাহেব, দোসরা আদ্‌মি ভাগতা—দোসরা আদমি ভাগতা।

গল। Oh you thief, then take that, (পিস্তলের আওয়াজ)

রাম। (পতিত হইয়া) উঃ, উঃ, গিছি রে—দূর্ শালা! তোর হাতের তাগ নেই, পায়ে বই মার্‌তে পারিস্‌নি। উঃ, হু হু হুঃ, আড়াই পশুরী চেলের রক্ত বা'র ক'রে দিলে রে। আ হা হা রে, বন্দুক ছোড়া কাকে বলে, শালাদের দেখাতে পার্‌লুম না রে!

গল। Now come along—লে চল্‌ সব।

প্রতা। (স্বগত) বলপ্রকাশ অনর্থক, অধিক গোল হবে, তাতে স্ত্রীলোকদের অনিষ্ট হ'তে পারে। যাই না ক'দিনের জন্যে? প্রতাপ রায়ের কারাগার এখনও এ দেশে প্রস্তুত হয় নি।

গল। দোস্‌রা শালাকো উঠায় লেও।　　[সকলের প্রস্থান।

(দলনী ও কুলসমের প্রবেশ)

কুল। এ বাড়ী থেকে ত পালাই চল, তাব পর যা হয় হবে।

দল। কোথায় যাব? ইংরেজরা বোধ হয়, এখনও বেশী দূর যায় নি।

কুল। কেন তুমি মহল থেকে বেরুলে? কোথায় কেল্লার ভিতর সুখে থাকৃবো, না দাঁড়াবার জায়গা নেই।

(গলষ্টন ও বকাউল্লার প্রবেশ)

বকা। এহি—এহি ফষ্টর সাহেবকা বিবি হিঁয়া হ্যায়।

কুল। ও গো, মা গো! ধরলে গো! ও গো, আমবা না গো।

গল। Never mind, come along, Oh!

দল। ও কুল সম!

কুল। ওগো, আমাদের কেন গো? তুমি আমাদের চিন্‌তে পার্‌ছো না? আমি কুলসম, আর ইনি হচ্ছেন—

দল। কুলসম—কুলসম! কি কর?

কুল। ও গো, সত্যি বল্‌লে এরা আমাদের ধর্‌বে না।

গল। চলা আও। চলা আও। নেই ত হাত পাকৃড়ে গা।

দল। চ' কুলসম, বাধা দিয়ে কেন অপমানিত হব, যা অদৃষ্টে আছে, হবে।

গল। come come, চল্।

দল। চল।

কুল। চ' আঁটকুড়ীব বেটাবা, কোথায় নিয়ে যাবি চ। [সকলের প্রস্থান।

(শৈবলিনীর প্রবেশ)

শৈব। এখন কি কবি? প্রতাপকে তো বেঁধে নিয়ে গেল, আব দু' জন স্ত্রীলোক ছিল, ওরা কে? চাকরাণী না নর্ত্তকী? ওদেরও তো ধ'রে নিয়ে গেল। ওদেব ভেতর এক জনকে আমি মনে করেছে। এখন আমি একা। একা—তাতে আমার ভয় কি? পৃথিবীতে আমাব ভয় নেই। মৃত্যুব অপেক্ষা বিপদ নেই, যে স্বযং অহবহঃ মৃত্যুর কামনা করে, তাব কিসের ভয়? কেন আমার সেই মৃত্যু হয না? আত্মহত্যা বড সহজ, তা কৈ? এত দিন জলে বাস করলুম—এক দিনও ত ডুবে মবৃতে পাবৃলুম না। তখনও আমাব আশা ছিল, আশা থাকৃতে মানুষ মবৃতে পারে না। কিন্তু আজ? আজ মরবার দিন বটে, তবে প্রতাপকে বেঁধে নে গেছে, প্রতাপেব কি হয—তা না জেনে মরৃতে পাবৃবো না। প্রতাপেব কি হয়—যা হয় হোক না, আমার কি? প্রতাপ আমার কে? আমি তার চোখে পাপিষ্ঠা। সে আমার কে? কে তা জানি নে। সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি; সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ, সে আমার মৃত্যু। আমি কেন গৃহত্যাগ করলুম? ম্লেচ্ছের সঙ্গে এলুম? কেন সুন্দরীর সঙ্গে ফিরলুম না? আহা, এত দিনের পর আজ আবার আমার সেই বেদগ্রামের গৃহ মনে

পড়ছে, আমার সেই স্বহস্তরোপিত করবীবৃক্ষ, সেই পরিষ্কার তুলসীমঞ্চ, সেই কত যত্নের পাখীগুলি, সেই সোনার বরণ ফলধরা আঁবগাছ, কোথায় সে সব আজ? কোথায় রইল? কোথায় গেল সেই ছাদে ব'সে আকাশ দেখা? কোথায় সেই ভীমার জলে সাঁতার খেলা? কোথায় সেই পূজার জন্য পুষ্প চয়ন? মনে করেছিলুম, গৃহের বাহির হ'লেই প্রতাপকে দেখবো; মনে করেছিলুম, আবার পুরন্দরপুরের কুঠিতে ফিরে যাব। প্রতাপের গৃহ এবং পুরন্দরপুর নিকট—কুঠীর বাতায়নে ব'সে কটাক্ষজাল পেতে প্রতাপ-পক্ষীকে ধর্‌বো, সুবিধা বুঝলে সেখান থেকে ফিরিঙ্গীকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যাব, গিয়ে প্রতাপের পদতলে লুটিয়ে পড়বো। আমি পিঞ্জরের পাখী, সংসারের গতি কিছুই জান্‌তুম না; জান্‌তুম না যে, মানুষ গড়ে—বিধাতায় ভাঙ্গে। জানতাম না যে ইংরেজের পিঞ্জর লোহার পিঞ্জর। আমার সাধ্য কি ভাঙ্গি। অনর্থক কলঙ্ক কিন্‌লুম, জাত হারালুম, পরকাল নষ্ট কর্‌লুম। মলুম না কেন? বৃথা এ ছুরী সংগ্রহ করেছিলুম। কেন এত দিন এ ছুরী আমার বুকে বসাই নি? আর কেন, কেবল বৃথা আশায় মজে। এই ছুরীর ভয়ে দুরন্ত ইংরেজও বশ হয়েছিল। সে বুঝেছিল যে, আমার কামরায় প্রবেশ কর্‌লে হয় সে মর্‌বে— নয় আমি মর্‌বো। আমার দুরন্ত হৃদয় ভয়ে বশ হ'লো না। মর্‌বো? না আজ নয়, মরি ত সেই বেদগ্রামে গিয়ে মর্‌বো। সুন্দরীকে বল্‌বো, আমার জাত নেই—কুল নেই, কিন্তু এক পাপে আমি পাপিষ্ঠা নই, তার পর মর্‌বো। আর তিনি, যিনি আমার স্বামী, তাঁকে কি ব'লে মর্‌বো? কথা তো মনে কর্‌তে পারি নে, মনে কর্‌লে বোধ হয় আমায় শত-সহস্র বৃশ্চিক দংশন করে। শিরায়-শিরায় আগুন

জলে। আমি তাঁর যোগ্যা নই ব'লে, আমি তাঁকে ত্যাগ ক'রে এসেছি, তাতে কি তাঁর কোন ক্লেশ হয়েছে? তিনি কি দুঃখ করেছেন? না, আমি তাঁর কেউ নই, পুথিই তাঁর সব; তিনি আমার জন্য দুঃখ কর্‌বেন না। একবার নিতান্ত সাধ হয়, সেই কথাটি কেউ এসে আমাকে বলে, তিনি কেমন আছেন, কি কর্‌ছেন। তাঁকে আমি কখনও ভালবাসি নি, কখনও ভালবাসতে পার্‌ব না, তথাপি তাঁর মনে যদি কোন কষ্ট দিয়ে থাকি, তবে আমার পাপের ভরা আরও ভারি হলো। আর একটি কথা তাঁকে বল্‌তে সাধ করে, কিন্তু ফষ্টর ম'রে গেছে, সে কথার আর সাক্ষী কে? আমার কথায় কে বিশ্বাস কর্‌বে?

নেপথ্যে। এ বাড়ীতে বেগম আছেন? কই, সব ঘর ত খালি, এ বাড়ীতে তবে বেগম কোথায়? ঐ দুটো ঘর দেখ্‌তে বাকি আছে, এস, ওটা আগে দেখি।

শৈব। এ কারা? কাকে খুঁজছে? বেগম?—নবাবের কোন বেগম কি এখানে ছিল? যাদের ধ'রে নিয়ে গেল, তাদের এক জন কি বেগম? আমি নর্ত্তকী মনে করেছিলুম।

নেপথ্যে। না, হেথাও নেই। চল, এই ঘরটা দেখে গিয়ে হুজুরে খবর দেই।

শৈব। এই দিকেই আস্‌ছে, আমি কোথায় যাব? থাকি, দেখি না।

(এক জন কর্ম্মচারী ও প্রহরীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। এই যে, বেগম এইখানেই আছেন। হজরৎ, নফরের অভিবাদন গ্রহণ করুন, আপনাকে কেল্লায় যেতে হবে, নবাব স্মরণ করেছেন।

শৈব। (স্বগত) এ ব্যক্তি দেখ্‌ছি বেগমকে চেনে না, আমাকেই তাই মনে করেছে; যথার্থ পরিচয় গোপন ক'রে এর সঙ্গে যাব। দেখি না,

নবাবের সমক্ষে উপস্থিত হ'তে পার্‌লে হয় ত প্রতাপের উদ্ধারের কোন উপায় কর্‌তে পার্‌বো। আবার আশা? যদি প্রতাপকে বাঁচাতে পারি, যদি কৃতজ্ঞতা-ঋণে তাকে আবদ্ধ কর্‌তে পারি, তা হ'লেও কি আমি তার চক্ষে পাপিষ্ঠা ব'লে পরিগণিত হব? অনেক সময় কৃতজ্ঞতার পরিণাম—প্রণয়। আশা—আশা! না, এখন আর মরা হ'ল না।

কর্ম্ম। বেগম সাহেবা, আপনি আমার সহিত আস্‌তে অতি কুণ্ঠিতা হবেন না। জাঁহাপনা বড়ই উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। আপনি শীঘ্র চলুন, দ্বারে শিবিকা ও লোক-জন প্রস্তুত আছে, এই দেখুন, নবাব আলিজার নিদর্শন।

শৈব। চল, আমি প্রস্তুত।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—নবাবের কক্ষ

নবাব

নবা। [লোকে রাজপদ প্রার্থনা করে কেন? অহরহঃ চিন্তা—অহরহঃ দুর্ভাবনা, গুরুতর দায়িত্ব, লক্ষ লক্ষ লোকের মনস্তুষ্টির প্রয়াস, এ সব ত আছেই, তদ্ভিন্ন এ সংসারে কারুর উপর নির্ভর কর্‌বার যো নেই, এক জনও আপনার লোক পাবার যো নেই। যেই এক জনকে একটু বিশ্বাস কর্‌বো, একটুমাত্র প্রত্যয় কর্‌বো, অল্পমাত্র বিশ্বাস্য কার্য্য যে হাতে পাবে—অমনি তার যতটুকু সাধ্য, ততটুকু মন্দ কর্‌তে চেষ্টা পাবে। অমনি তখনি সে মনে কর্‌বে যে, এইবার নবাব আমার

হস্তগত—যতটুকু পাবি, বেশ কুশিক্ষা দিই। আশ্চয্য! কেমন ক'রে এই সকল লোক পূর্ব্বাবস্থা বিস্মৃত হয়। এক দিন সে যে অপরিচিত আশ্রয়হীন অক্ষম দীন ছিল, কেবলমাত্র কৃপার বশে অন্নদানে পোষণ করেছি—মান, সম্ভ্রম, খ্যাতি, বিদ্যা, কার্য্য-কুশলতা, যা কিছু সকলই আমাব প্রসাদে উপার্জ্জন করেছে, যে ক্ষমতা বা পদমাৎসর্য্যে অন্ধ হয়েছে, তা'ও আমারই প্রদত্ত। এই মনুষ্যত্ববিহীন চণ্ডালেরা কেমন ক'রে তা বিস্মৃত হয়? কেবল হিংসা—হিংসা—হিংসা, বিষধরমুখস্থিত কালকূটেব ন্যায় এ সকল চণ্ডালের অন্তরে হিংসা সতত প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থান করে। যেমন ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, অনশনে কণ্ঠাগত প্রাণ—আহার প্রাপ্তে যেইমাত্র কিঞ্চিৎ সুস্থির হয়, অমনি হিংসা-বিষপূর্ণ ফণা বিস্তার ক'রে অন্নদাতাকে দংশন করতে প্রবৃত্ত হয়. পথিপার্শ্বপতিত ভিক্ষুকের মনে তখন এই দুর্ব্বাসনা জাগরিত হয় যে, সে কেন নবাব নয়? ধূলিধূসরিত অঙ্গ কাষ্ঠাসনে স্থাপন কর, অমনি সিংহাসনের জন্য তার শয্যাকণ্টক উপস্থিত হবে। গুর্‌গন্ খাঁ বিদেশী—নিরাশ্রয়, দিনের অন্নের জন্য দ্বারে দ্বারে বস্ত্র বিক্রয় ক'রে শ্রমজলে স্নান কর্‌ত, দয়াপরবশ হয়ে আমি তাকে আশ্রয় দিলেম—উচ্চ হ'তে উচ্চতর পদে উন্নীত কর্‌লেম, আপনি আচ্ছাদন হয়ে সমস্ত প্রাসাদের শত্রুতা হ'তে তাকে রক্ষা কর্‌লেম, এখন তাকে অবাধে বিশ্বাস করেছি, রাজ্যের গোপন-তত্ত্ব সকল অবগত হয়েছে, আমার হৃদয়ের গুহ্যতম প্রদেশে প্রবেশাধিকার দিয়েছি, সমস্ত সৈন্য তার করতলগত ক'রে দিয়েছি, এখন আমার তরবারি লয়ে আমাকেই আঘাত কর্‌তে উদ্যত হয়েছে! আর কাকে বিশ্বাস কর্‌বো? আছে, এই প্রবঞ্চনাময় জগতেও বিশ্বাস কর্‌বার পাত্র আছে। পতিব্রতা নারীর ভালবাসাই পৃথিবীতে

একমাত্র বিশ্বাস্য পদার্থ। [এক প্রবল প্রণয়পূর্ণ রমণীহৃদয়ে রাজাও নিঃশঙ্কে নিদ্রিত মস্তক স্থাপন কর্‌তে পারে।] দলনী—দলনী—এই স্বার্থপর জগতে আমার আপনার জন দলনী—সেই চণ্ডালের সহোদরা! যে মাতৃগর্ভ হ'তে গুরগণ খাঁর ন্যায় পিশাচের জন্ম—সেই গর্ভই কি দলনীর ন্যায় অপ্সরা প্রসব করেছে? আহা, এই অবলা বালিকা আমার জন্য প্রাণভয় উপেক্ষা ক'রে, অসহায় অবস্থায় পুরী পরিত্যাগ-পূর্ব্বক অপমানিতা, লাঞ্ছিতা, বিপদ্‌গ্রস্তা; অপরিচিত জনের আশ্রয়ে রাজ-রাণী আজ কাঙালিনীর ন্যায় বাস কর্‌ছে! এস—এস, প্রিয়ে, অনেক পণ দিয়েছ বটে, কিন্তু বাঙ্গালার নবাব মীর কাসেম আজ তোমার কাছে চিরদিনের জন্য বিক্রীত হলো, আমার মুকুটের সর্ব্বোজ্জ্বল মণি দলনী। এস, তোমায় হৃদয়-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা কর্‌বো।

(কর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্ম। (অভিবাদন পূর্ব্বক) জাঁহাপনা, বেগম সাহেবা উপস্থিত।

নবা। কোথায়—কোথায়? শীঘ্র এখানে প্রেরণ কর।

[কর্ম্মচারীর প্রস্থান।

(শৈবলিনীর প্রবেশ)

এ কে? [অলোকসামান্যা রূপবতী—কে এ? দলনী অপেক্ষা শত-গুণে সুন্দরী বটে, কিন্তু এ ত দলনী নয়।] দলনী কোথায়? এ কে? তুমি কে?

শৈব। আমি ব্রাহ্মণকন্যা।

নবা। তুমি এলে কেন?

শৈব। রাজ-ভৃত্যগণ আমাকে নিয়ে এল।

নবা। তোমায় বেগম ব'লে এনেছে, বেগম এলেন না কেন?

শৈব। তিনি সেখানে নেই।

নবা। তিনি তবে কোথায়?

শৈব। (স্বগত) তবে ঠিক, আমার অনুমান ঠিক। ইংরেজেরা বেগমকেই আমি মনে ক'রে ধ'রে নিয়ে গেছে, আর বেগম ভ্রমে আমি এখানে আনীত।

নবা। কি ভাবছো? বল, তুমি কি বেগমকে দেখেছ?

শৈব। দেখেছি।

নবা। কোথায় দেখলে?

শৈব। যেখানে আমরা কা'ল রাত্তিরে ছিলুম।

নবা। সে কোথায়—প্রতাপ রায়ের বাসায়?

শৈব। আজ্ঞা হ্যাঁ।

নবা। বেগম সেখান হ'তে কোথায় গেছেন জান?

শৈব। দু'জন ইংরেজ তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

নবা। কি বল্‌লে?

শৈব। দু'জন ইংরেজ তাঁকে ধ'রে নিয়ে গেছে।

নবা। কি? হুঁ—হুঁ—হুঁ, কোন্ হ্যায়? [প্রতিহারীর প্রবেশ] গুর্‌গণ খাঁ! [প্রতিহারীর প্রস্থান] আচ্ছা, কেন ইংরেজ বেগমকে ধ'রে নিয়ে গেল জান?

শৈব। না।

নবা। প্রতাপ তখন কোথায় ছিল?

শৈব। তাঁকেও তারা ধ'রে নিয়ে গেছে।

নবা। তার বাসায় আর লোক ছিল?

শৈব। এক জন চাকর ছিল, তাকেও ধ'রে নিয়ে গেছে।

নবা। কেন তাদের ধ'রে নিয়ে গেছে জান ?

শৈব। না। [(স্বগত) আর মিথ্যা না বল্‌লে চলে না, আমার সত্য পরিচয় দিলে কার্য্যোদ্ধার হবে না।

নবা। প্রতাপ কে ? তার বাড়ী কোথায় ?

শৈব। মুর্শিদাবাদের পু—পু—পুরন্দরপুরের নিকট।

নবা। এখানে কি করতে এসেছিল ?

শৈব। দরবারে চাকরী কর্‌বেন ব'লে।

নবা। তোমার কে হয় ?

শৈব। (স্বগত) এইবার।

নবা। তোমার সহিত কোন সম্বন্ধ আছে ?

শৈব। আমার—আমার স্বামী।

নবা। তোমার নাম কি ?

শৈব। শৈ—রূপসী ।

নবা। আচ্ছা, তুমি এখন গৃহে যাও।

শৈব। আমার গৃহ কোথায় ? কোথায় যাব ?

নবা। হুঁ, তবে তুমি কোথায় যাবে ?

শৈব। আমার স্বামীর কাছে। আমায় আমার স্বামীর কাছে পাঠিয়ে দিন, আপনি রাজা, আপনার কাছে নালিশ কর্‌ছি, আমার স্বামীকে ইংরেজ ধ'রে নিয়ে গেছে, হয় আমার স্বামীকে মুক্ত ক'রে দিন—নচেৎ আমাকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন। যদি আপনি অবজ্ঞা ক'রে এর উপায় না করেন, তবে এইখানে আপনার সম্মুখে আমি মর্‌বো। [সেই জন্য এখানে এসেছি।]

নবা। আচ্ছা, ইংরেজেরা এখনও বেশী দূরে যেতে পারে নি, আমি চারি

দিকে কর্ম্মচারীদের উপর পরোয়ানা পাঠাচ্ছি, তারা যত শীঘ্র পারে, তাদের ধরবে ; * তুমি এখন—

শৈব। বাচাল স্ত্রীলোককে মার্জ্জনা করুন, এখন লোক পাঠালে ধরা যায় না কি

নবা। ইংরেজদের ধরা অল্প লোকের কর্ম্ম নয়। অধিক লোক সশস্ত্রে পাঠাতে হ'লে বড় নৌকা চাই। ধরতে ধরতে তারা মুর্শিদাবাদে পৌঁছবে, বিশেষ উদ্যোগ দেখে কি জানি, যদি আগে ইংরেজরা বন্দীদের মেরে ফেলে! মুর্শিদাবাদে সুচতুর কর্ম্মচারীরা আছে। তারা কলে কৌশলে ধরবে। †

শৈব। (স্বগত) দেখছি, নবাব আমার সকল কথায় বিশ্বাস করেছেন, দয়াও আমার উপর একটু হয়েছে, নইলে এত কথা বুঝিয়ে

* মূল পাণ্ডুলিপিতে—
"আচ্ছা, ইংরেজেরা তাদের দিয়ে কলকেতায় যাত্রা করেছে, মুর্শিদাবাদে হুকুম পাঠাচ্ছি, সেখানে তাদের ধরবে ;"

† এই পোর্তুগীজ জলদস্যুরা অতি ভয়ানক স্বভাব, সংখ্যায়ও তারা কম নয়। যুদ্ধের বহর, ছিপ, নৌকা, গোলা, গুলী, বন্দুক যথেষ্ট তাদের আছে, তারা চট্টগ্রাম হ'তে আরম্ভ ক'রে নোয়াখালি, ঢাকা, এমন কি—এই মুর্শিদাবাদের সন্নিকট স্থান হুগলী, সপ্তগ্রাম, কলিকাতা সমস্ত স্থানেই অবাধে ডাকাতী ক'রে বেড়ায়। কলঙ্কের কথা—আমার কর্ম্মচারীরা খুব চেষ্টা ক'রেও তাদের দমন কর্তে পারি নি ? তারা প্রতাপশালী ইংরাজেরও প্রতিদ্বন্দ্বী। তাদের অত্যাচারে সকলেই পীড়িত, দেশের লোক তাদের নাম শুনলে আতঙ্কে শিউরে উঠে। আমি সুচতুর কর্ম্মচারীর উপর ভার অর্পণ কর্ছি, তারা কলে-কৌশলে তাদের ধর্বে।

বল্‌বেন কেন ? আ রে পোড়া রূপ ! তোর দ্বারাও উপকার হয় ! এ সুযোগ ছাড়া হবে না।

নবা। তুমি ভেব না, নিশ্চয় তোমার স্বামীকে মুক্ত ক'রে দেব। আপাততঃ তুমি—

শৈব। যদি অনাথিনীকে এত দয়া করেছেন, তবে আর একটি ভিক্ষা মার্জ্জনা করুন। আমার স্বামীর উদ্ধার অতি সহজ, তিনি স্বয়ং বীরপুরুষ, তাঁর হাতে অস্ত্র থাক্‌লে তাঁকে ইংরেজ কয়েদ কর্‌তে পার্‌তো না। যদি তিনি এখনও হাতিয়ার পান, তবে কেউ তাঁকে কয়েদ রাখতে পার্‌বে না ; যদি কেউ তাঁকে অস্ত্র দিয়ে আস্‌তে পারে, তবে তিনি স্বয়ং মুক্ত হ'তে পার্‌বেন, সঙ্গীদেরও মুক্ত কর্‌তে পার্‌বেন।

নবা। তুমি বালিকা, ইংরেজ কি, তা জানো না। কে তাকে সেই ইংরেজের নৌকায় উঠে অস্ত্র দিয়ে আস্‌বে ?

শৈব। যদি হুকুম হয়, যদি নৌকো পাই, আমিই যাব।

নবা। হাঃ—হাঃ—হাঃ—

শৈব। প্রভু ! না পারি, আমি মর্‌বো, তাতে কারুর ক্ষতি নেই। কিন্তু যদি পারি, তা হ'লে আমারও কার্য্যসিদ্ধি হবে, আপনারও কার্য্যসিদ্ধি হবে।

নবা। [(স্বগত) এ ত সামান্যা স্ত্রীলোক নয়। ভাল, মরে মরুক্, সত্যই আমার ক্ষতি কি ? যদি পারে ভালই, নইলে মুর্শিদাবাদে মহম্মদ তকিকে সংবাদ পাঠাচ্ছি, সে-ই কার্য্যসিদ্ধি কর্‌বে। (প্রকাশ্যে)] তুমি কি একাই যাবে ?

শৈব। স্ত্রীলোক, একা যেতে পার্‌বো না। যদি দয়া করেন, তবে সঙ্গে এক জন দাসী, এক জন রক্ষক আজ্ঞা ক'রে দিন।

নবা। মুসবুদ্দিন * এখানে আছ ?

(মুসবুদ্দিনের প্রবেশ)

মুস। গোলাম হাজির আছে।

নবা। এই স্ত্রীলোককে সঙ্গে নাও এবং এক জন হিন্দু বাঁদী সঙ্গে নাও। ইনি যে হাতিয়ার নিতে বলেন, তা-ও নাও। নৌকোর দারোগার কাছ থেকে একখানা ভাল ছিপ নাও; এই সব নিয়ে এখনি মুর্শিদাবাদের দিকে যাত্রা কর।

মুস। তার পর কি কর্‌তে হবে ?

নবা। ইনি যা বল্‌বেন, তাই কর্‌বে। বেগমদের মত এঁকে মান্য কর্‌বে। যদি দলনী বেগমের সাক্ষাৎ পাও, সঙ্গে নিয়ে আস্‌বে।

মুস। যে আজ্ঞে।

শৈব। আমি কি ব'লে আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাব!

নবা। বিবি, স্মরণ রাখিও, কখনও যদি মুস্কিলে পড়, মীর কাসেমের নিকট আসিও।

শৈব। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (স্বগত) আস্‌ব বৈ কি। হয় ত রূপসীর সঙ্গে স্বামী নিয়ে দরবার কর্‌বার জন্যে তোমার কাছে আস্‌বো।

মুস। জাঁহাপনা! সেনাপতি গুরগণ খাঁ সাহেব বাহিরে উপস্থিত আছেন।

নবা। আসতে বল।

[মুসবুদ্দিন ও শৈবলিনীর প্রস্থান।

পাপিষ্ঠের মুখ দেখতে ইচ্ছে করে না।

---

* মূল পাণ্ডুলিপিতে 'মসিরুদ্দিন'।

(গুরগণ খাঁর প্রবেশ)

গুর। জাঁহাপনা, আমার স্মরণ করেছেন ?

নবাব। হাঁ, দেখ, ইংরেজদের সঙ্গে বিবাদ করাই শ্রেয়ঃ হচ্ছে, আমার বিবেচনায় বিবাদের পূর্ব্বে আমিয়টকে অবরুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য, কেন না আমিয়ট আমার পরম শত্রু। কি বল ?

গুর। যুদ্ধে আমি সকল সময়েই প্রস্তুত। কিন্তু দূত অস্পর্শনীয়। দূতের পীড়ন করলে বিশ্বাসঘাতক বলে আমাদের নিন্দে হবে। আর—

নবা। আমিয়ট কাল রাত্রে এই সহরের মধ্যে এক ব্যক্তির গৃহ আক্রমণ করে তাদের ধরে নিয়ে গেছে। যে আমার অধিকারে থেকে অপরাধ করে, সে দূত হ'লেও আমি কেন তার দণ্ড বিধান না করবো ?

গুর। যদি সে এরূপ করে থাকে, তবে সে দণ্ডযোগ্য। কিন্তু তাকে কি প্রকারে ধৃত করবো ?

নবা। এখনি তার বাসস্থানে সিপাই ও কামান পাঠিয়ে দাও, তাকে সদলে ধরে নিয়ে আসুক।

গুর। তারা এ সহরে নেই, অদ্য দুই প্রহরে চলে গেছে।

নবা। সে কি ? বিনা এত্তেলায় ?

গুর। এত্তেলা দেবার জন্যে হেষ্টিং সাহেবকে রেখে গেছে।

নবা। এরূপ হঠাৎ বিনা অনুমতিতে পলায়নের কারণ কি ? এতে আমার সঙ্গে অসৌজন্য হ'ল তা জেনেই করেছে।

গুর। তাদের হাতিয়ারের নৌকার চড়নদার ইংরেজকে কে কাল রাত্রে খুন করেছে। আমিয়ট বলে, আমাদের লোকে খুন করেছে, সে জন্যে রাগ করে গেছে। বলে, এখানে থাকলে জীবন অনিশ্চিত।

নবা। কে খুন করেছে, শুনেছ ?

গুর। প্রতাপ রায় বলে এক জন।

নবা। আচ্ছা করেছে। তার দেখা পেলে খেলোয়াৎ দেব। প্রতাপ রায় কোথায় ?

গুর। তাদের সকলকে বেঁধে সঙ্গে করে নিয়ে গেছে, কি আজিমাবাদে পাঠিয়েছে, ঠিক শুনি নি।

নবা। এতক্ষণ এ সকল সংবাদ আমাকে দাওনি কেন ?

গুর। আমি এই মাত্র শুনলুম।

নবা। আচ্ছা তুমি এখন যাও। [গুরগণ খাঁর প্রস্থান।

মিথ্যাবাদী ! যত দিন না যুদ্ধ সমাপ্ত হয় তত দিন তোমাকে কিছু বলব না। যুদ্ধ কালে তুমি আমার প্রধান অস্ত্র। তার পর দলনী বেগমের ঋণ তোমার শোণিতে পরিশোধ করব। আপাততঃ মহম্মদ তকির নামে পরোয়ানা পাঠান যাক্ যে, আমিয়েটের নৌকো মুর্শিদাবাদে পৌঁছলে স্পষ্ট যুদ্ধ না করে তাকে কৌশলে আবদ্ধ করে। আর তার সঙ্গের বন্দিগণকে মুক্ত করে এখানে পাঠিয়ে দেয়। তটপথে গেলে পত্রবাহক আগে পৌঁছুতে পারবে। [প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুঙ্গের—গঙ্গাতীর

চন্দ্রশেখর

চন্দ্র। কার্য্য—কার্য্য—কার্য্য ! এই সংসারক্ষেত্র কার্য্যক্ষেত্র মাত্র। কার্য্যে ব্যাপৃত থাকতেই হবে। কার্য্য বিনা গতি নাই। অবসর

পেলেই মন বাসনা সৃজন করে, সে বাসনা স্বার্থজড়িত। মনকে প্রশ্রয় দিতে নাই, অবসর দিতে নাই। বাসনা হ'তেই অভাববোধ, সঙ্গে সঙ্গে পূরণের প্রযাস! কামনা পূর্ণ হ'লেও পিপাসার বৃদ্ধি; আশার নিবৃত্তি নাই, নিবৃত্তি হ'লে সংসারে কেউ আর থাক্‌তে পারে না। ভাববার নাই চাইবার নাই, পাবার নাই, যাবার নাই—এমন জীবন কল্পনা করা যায় না। আর কামনা পূর্ণ না হ'লে দুঃখ, সঙ্গে সঙ্গে নতুন আশা, নতুন কামনার জন্ম। আবার কাম্য পদার্থ পেলেও সঙ্গে সঙ্গে হারান বা হারাবার ভয় আছে। পৃথিবী নশ্বর, সুতরাং পার্থিব যা কিছু অবিনশ্বর কিছুই নয়। যেখানে পাওয়া—সেইখানেই হারানো; যেখানে লাভ—সেইখানেই ক্ষতি; যেখানে মিলন—সেইখানেই বিচ্ছেদ; যেখানে উদয়—সেইখানেই অস্ত; যেখানে জন্ম—সেইখানেই মরণ। নাশ সৃষ্টির সহচর। জন্ম হ'তে মরণ পর্য্যন্ত মন এই পেতে-হারাতেই ব্যতিব্যস্ত; এই লাভ-লোকসানের কারবারই সুখ-দুঃখের সৃষ্টি কর্‌ছে! সুখ অল্প, দুঃখই অধিক; জীবন ক্ষণস্থায়ী, মৃত্যু অনন্ত। সেই একটু যাকে সুখ বলি, ভাবী দুঃখের আনুসঙ্গিক ভয়ে। মনুষ্য তারও অনাবিল উপভোগে বঞ্চিত। মন আমার সংসারী হবার বাসনা করেছিল, এই অনন্ত দেশব্যাপিনী, বিশালহৃদয়া, ক্ষুদ্র বীচিমালিনী, চন্দ্রকরবিভাসিতা, নীলাম্বরপ্রতিবিম্বিতা তটিনীর ন্যায় মনোমোহিনী রমণীর অগাধ স্নিগ্ধ প্রণয়-সলিলে সন্তরণ করবো বাসনা করেছিল, তাই নৈরাশ্যের ঘোর ঘূর্ণিপাকে প'ড়ে যম-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছে। শৈবলিনীকে পেয়েছিলাম, তাই হারালেম। পেয়ে সুখী হবো আশা করেছিলেম, তাই হারিয়ে দুঃখ পাচ্ছি। না পেলে তো হারাতেম না। সুখী হব না মনে না কর্‌লে ত দুঃখী হতেম না, এই নূতন সুখ—নূতন দুঃখ কিছুই থাক্‌তো

না। আমি গ্রন্থগতপ্রাণ যে চন্দ্রশেখর, সেই চন্দ্রশেখরই থাক্‌তেম। মনে কর মন, শৈবলিনীকে পাও নাই; শৈবলিনী ব'লে কেহ কখন এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে নাই। প্রণয়ের আশা কখনও করি নাই। গুরুদেবের অলৌকিক জ্ঞান, এই তাঁর উপদেশ। কিন্তু মন কিছু না মনে ক'রে ত থাক্‌তে পারে না। মনকে কার্য্য দেওয়া চাই। কি কার্য্য দিই? কেন, এখানেও সেই দেবোপম রামানন্দ স্বামীর প্রদর্শিত পথ অবলম্বন কর্‌বো, মনকে কার্য্য দেব, কিন্তু নিজের নহে—পরের। পরোপকার-ব্রতে জীবন উৎসর্গ কর্‌বো। জগদীশ্বর যদি দয়াময়, তবে তিনি দুঃখময়। দুঃখের সহিত দয়ার নিত্য সম্বন্ধ; দুঃখ না হ'লে দয়ার সঞ্চার কোথায়? কিন্তু আবার তিনি নিত্যানন্দ, এ আনন্দ কোথা হ'তে উৎপন্ন হয়? ঐহিক দুঃখনিবারণ কিসে হয়? তিনি অহরহঃ সৃষ্টির দুঃখনিবারণে নিযুক্ত, তাতেই দৈব সুখের উৎপত্তি। জীবগণ যদি পরস্পরের দুঃখনিবারণে নিযুক্ত থাকে, তা হ'লে জীবের দুঃখ অনেক দূর হয়; নচেৎ সংসারে দুঃখনিবারণের অন্য উপায় নাই। কিন্তু মন যে ঘা খেয়েছে, যে ব্যথা পেয়েছে, স্মৃতি যে যন্ত্রণা সদা জাগরিত রেখেছে, তা থেকে কিসে মুক্তি পাই? গুরুদেব বলেন, তুলনায় সুখ-দুঃখের অনুভূতি; অনেক স্থলে অপরের সহিত তুলনায়। সম্বন্ধভেদে অন্যকে যখন আমাপেক্ষা সুখী দেখি, তখন আমাকেই দুঃখী মনে করি, আমার চেয়ে দুঃখীকে দেখে তো বুঝতে পারি যে, ঈশ্বরানুগ্রহে আমি কত সুখী। জরাগ্রস্ত যযাতি, শ্মশানবাসী হরিশ্চন্দ্র, রামহারা দশরথ, জানকীহারা বনচারী রামচন্দ্র, পরান্নভোজী প্রচ্ছন্ন যুধিষ্ঠির, রাজ্যহারা—ভার্য্যাহারা নল, এঁদের তুলনায় আমি কে? এই রাজরাজেশ্বর পুণ্যশ্লোক মহাপুরুষগণ যে সন্তাপসমূহ হৃদয়ে বহন করেছেন, তার তুলনায় আমার

দুঃখ অতি ছার, অতি নগণ্য, তৃণাদপি তুচ্ছ! পুণ্যহীন দীন ব্রাহ্মণ, আমি আবার দুঃখভোগ কর্‌ছি ব'লে জগদীশ্বরের কাছে অনুযোগ করি। ব্রহ্ম-ধ্যান-প্রাণাবশিষ্ট বিশ্বামিত্র আদি মুনিগণও দুঃখের কবল হ'তে নিষ্কৃতি পান নি। দানব-পীড়িত দেবরাজ ইন্দ্রকেও নন্দন বিচ্যুত হয়ে পাতালে প্রবেশ কর্‌তে হয়েছে, আর আমি কে যে কেবলমাত্র সুখ-ভোগের আকাঙ্ক্ষা কর্‌তে স্পর্দ্ধা করি? গুরুদেব! গুরুদেব! ধন্য তোমার অপরিমেয় জ্ঞান, ধন্য তোমার ঈশ্বর-চরণে অটল বিশ্বাস! ধন্য তোমার অকৃত্রিম ধর্ম্মানুরাগ! আর ধন্য তোমার মনোমোহিনী বাক্-শক্তির দৈবাবতারণা! ভাগ্যে শৈবলিনীকে হারিয়েছিলেম, তাই তোমার চরণকমলে শরণ নিয়েছিলেম। ভাগ্যে হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পেয়েছিলেম, তাই তোমা হেন জনের কাছে সান্ত্বনার অমৃতসিঞ্চন পেলেম। সত্য সত্যই করুণাময় পিতা সন্তানকে অকারণ বেদনা দেন না; মোহবশে আমরা যাকে দুঃখ বলি সে দুঃখ নয়; অযাচিত অপ্রত্যাশিত অননুভূত অনন্ত সুখের বীজ।

(রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

রামা। কেমন বৎস, এক্ষণে মনের অবস্থা কেমন?

চন্দ্র। দেব, আপনার অন্তর্ভেদী উপদেশের বলে অমানুষিক ইচ্ছার মৃত-সঞ্জীবনী শক্তিতে বোধ হয় এ মুমূর্ষু হৃদয়ে আবার জীবন সঞ্চার হচ্ছে।

রামা। ভাল, আমি শুনে পরম সন্তোষ লাভ কর্‌লেম। ভগবৎপদে তোমার ভক্তি আছে, সংসারের মোহমায়া ক্ষণেক আধিপত্য কর্‌লেও তোমাকে একেবারে নিস্তেজ কর্‌তে সমর্থ হবে না। এখানে তোমার আর থাক্‌বার প্রয়োজন কি?

চন্দ্র। কিছুই নয়।

রামা। তুমি স্বদেশে প্রত্যাগমন কর, শৈবলিনীকে আমি কাশী পাঠাব। তুমি যে পরহিতব্রত গ্রহণ করেছ, অদ্য হ'তে তার কার্য্য কর। নবাবের বেগমকে ইংরেজেরা ধ'রে নিয়ে গেছে। এই যবনকন্যা ধর্ম্মিষ্ঠা, এক্ষণে বিপদে পতিতা হয়েছে, তুমি এর পশ্চাদনুসরণ কর। যখনই পারবে, এর উদ্ধারের উপায় কোরো। প্রতাপও তোমার আত্মীয় ও উপকারী, তোমার জন্যই আজ দুর্দ্দশাগ্রস্ত—ইংরেজের হাতে বন্দী। তাকে এ সময় ত্যাগ করতে পারবে না, তারও উদ্ধারে যত্নবান্ হয়ো।

চন্দ্র। যথা আজ্ঞা দেব!

রামা। একখানি ক্ষুদ্র নৌকা নিয়ে যাও, শীঘ্র তাদের নিকটবর্ত্তী হ'তে পারবে।

চন্দ্র। আশীর্ব্বাদ করুন, আপনার চরণে যেন মতি থাকে।

রাম। ঈশ্বরচরণে অচলা ভক্তি থাকুক।

[চন্দ্রশেখরের প্রস্থান।

শৈবলিনীকে কাশী পাঠাতে পারলেই চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত হই। যোগাদি ক্রিয়ার কয় দিন অত্যন্ত ব্যাঘাত হচ্ছে।

(অচ্যুতানন্দের প্রবেশ)

অচ্যু। গুরুদেবের চরণে প্রণাম করি।

রামা। নারায়ণ! তোমার আর যাত্রা করবার বিলম্ব কি?

[illegible] কোথা যাত্রা করতে আজ্ঞা করছেন?

রামা কেন কাশীতে! চন্দ্রশেখরের ব্রাহ্মণীকে তথায় রেখে আসবে।

অচ্যু। তাঁর সাক্ষাৎ পেলাম না।

রামা। সে কি !

অচ্যু। প্রতাপ রায়ের বাসায় তিনি নেই।

রামা। তবে কোথা গেছেন ?

অচ্যু। অনুসন্ধানে জানলেম, জলপথে ইংরেজদের নৌকার অনুসরণ করে গেছেন।

রামা। (স্বগত) কি এ ? এ পাপিষ্ঠা কার অনুসরণে প্রবৃত্ত হ'ল ! ফষ্টরের ? না চন্দ্রশেখরের ? না, বুঝি চন্দ্রশেখরের জন্য আবার আমাকে সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত হতে হ'ল। (প্রকাশ্যে) ভাল, তুমি আশ্রমে যাও, আমি একবার নবদ্বীপে অধ্যাপকদিগের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য বঙ্গদেশে যাব অভিলাষ করছি।

অচ্যু। এখন একবার আশ্রমে যাবেন না ? অত দূর গমন করবেন, সেবাদি করে যাত্রা করুন ; পথের উপায় ত কিছু সঙ্গে লওয়া কর্ত্তব্য !

রামা। আহার নিদ্রার কিছু অধিক প্রয়োজন আমার দেখেছ কি ? তুমি যাও !

অচ্যু। প্রণাম হই ! [প্রস্থান।

রামা। নারায়ণ ! নারায়ণ ! চন্দ্রশেখরের সঙ্গে গমন করি, উভয়ে একত্রে শৈবলিনীর কার্য্য লক্ষ্য করতে হবে। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

গঙ্গাতীর

গল। য়্যায় ! টোম পারটাব রায় নোকর ?

রাম। প্রতাপ রায় কারুর বাবার নোকর নয়।

গল। টোমার বাবা নোকর! টোম কাহে হিঁয়া আয়া?

রাম। একটু জলো হাওয়া খাবার সখ হয়েছিল!

গল। কাঁহা যাগা?

রাম। মাহেশের রথ দেখ্‌তে।

গল। ক্যা বোল্‌টা?

রাম। বোল্‌তা আর কেয়া, বোল্‌তা ঘাঁটালে কামড়ায়।

গল। কামরা নেই গৃন্‌—বোটকা কামরামে কই নেই, আমিয়ট সাহেব উপর গিয়া, হুকুম ডিয়া টোম চলা যাও।

রাম। চলে যাব, কাঁহা?

গল। যাঁহা খুসী। টোমারা মনিব বড়া বডমাস, সাজা হোগা। টোমকো কাম নেই। চলা যাও!

রাম। (সেলাম করিয়া) হুজুর, হাম চাষা গওলা লোক, ভাল করকে কথা কয়নে জানতা নেই। রাগ করো না। আমার সঙ্গে কি তোমাদের কোন সম্পর্ক হ্যায়?

গল। কেয়া?

রাম! বলি, হাম টোম লোককো কেউ হোটা?

গল। কাহে?

রাম। নেই তো হামরা সাৎ ঠাট্টা-তামাসা করতা কাহে?

গল। কেয়া, টামাসা?

রাম। এই হামারা পা ভেঙ্গে দেকে বোলতা, চলা যাও। এতে বোঝতা হ্যায় যে আমি তোম লোককো বাড়ীমে সাদী কিয়া হ্যায়। দেখ সাহেব,

হাম গওলাকো ছেলে হ্যায়, ইংরেজকো বহিন সাদী করলে হামরা জাত যাগা।

গল। কেয়া ?

রাম। আর কেয়া কি ? আমি কি তোমার বোনাই ? তুমি কি আমার শালা হ্যায় ?

গল। ও হো হো হো ! হাম সমজ লিয়া। হামকো শালা বোলটা ? আচ্ছা, আচ্ছা, টোম বহুট ভালা আডমি। বিশুয়াস ফষ্টর সাহেবকো বাপ বোল্‌টা। গুরগণ খাঁ আমিয়টকো ভাই বোলটা। টোম হামকো শালা বোলটা। আচ্ছা, আচ্ছা, হামেশা শালা বোলো, হাম টোমকো বক্‌শিস ডেগা। আবি কেয়া মাংটা ?

রাম। আবি হামরা পা ভেঙ্গে দিয়া, জোড়া দে দেও !

গল। আচ্ছা পাও মাংটা, থোড়া রোজ বোট মে রহ, আমিয়ট সাহেব ডাওয়াই ডেগা, আচ্ছা হোগা !

রাম। সেলাম ! সেলাম সাহেব, সেলাম !

গল। সেলাম ! সেলাম ! শালা বোলো ! শালা বোলো !

রাম। দূর শালা ! শালার ঘরের শালা !

গল। হা হা ! শালা বোলো, বোট যাও ! শালা বোলো বোট যাও !

রাম। দূর শালা, দূর শালা।

[প্রস্থান।

(আমিয়টের সহিত শৈবলিনীর প্রবেশ)

আমি। Now Gaulstone can you make out what does

this girl say ? I cannot. I found her crying in the bush up there.

গল। টোম কোন্ ?

শৈব। (রোদন)

গল। কাহে—Cry, cry, weep, weep—what's that nasty gibberish—রো রো—yes yes—রোটা কাহে ?

শৈব। (রোদন)

গল। গর কাঁহা ?

শৈব। (রোদন)

গল। বোলো বোলো ! Stop my vitals, silly woman, হিঁয়া কাঁহে আয়া ?

শৈব। (রোদন)

আমি। A pretty fun it is. We may talk till doomsday but neither of us shall be a whit wiser. Just look here Gaulstone, she seems to be a Bengalee woman, by her cloths. If we could only get a Bengalee to speak to her.

গল। Thats easily done. Here was a fellow whom I had just sent to the boat, the same man, the servant of that rogue Pertap, a very nice chap. Shall I send for him ? He is a Bengalee but know my poor brother-in-law is still suffering from a bullet in his leg, he must have rest, But stop, why, here is Biswas, our gay Letharie Florise's son, he will do very well.

আমি। Ah, yes, I know the chimpanzie, call him here.]

গল। Hallo! You Bis-ass! Bis-ass!

নেপথ্যে। খোদাবন্দ্‌ খোদাবন্দ্‌!

গল। Come here you গাধ্ধীকা বাচ্চা!

(বিশ্বাসের প্রবেশ)

বিশ্বা। Good morning two uncles sirs! Floris my father. You Floris brother, তাইতে father brother uncle. Master আমিয়েট large uncle, you small uncle.

গল। Where have you been, you শালা! শুয়ার!

বিশ্বা। পাংখা—wind making sir, father Floris.

গল। Ask that woman why she is crying. বিবিকো পুছ, কাহে রো—রো—রো—রোটা?

বিশ্বা। (স্বগত) ও বাবা! এ যে খাসা মেয়েলোক, কোথা থেকে এল? মুখখানি যেন চিনো চিনো কর্‌ছি। না, না,—হাঁ্যা,—না, না, না, তার কত গহনা! কেমন সাজগোজ, কেমন খাপসুরত চেহারা! এ একটা ভিকিরী, মোদ্দাৎ মুখখানা মন্দ নয়!

গল। Why are you staring at her? কেয়া ডেখ্‌টা? পুছ কর, কাহে রোটা? বাঙ্গালা বোলো।

বিশ্বা। কি গো মেয়েমানুষ, তুমি কাঁদ কেন?

শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ। (হাস্য)

বিশ্বা। আরে, এ যে খ্যাক্‌ খ্যাক্‌ ক'রে হেসে ফেল্‌লে? হাসে কাঁদে—পাগলী না কি?

গল। কেযা ?

বিশ্বা। Uncle, এ তো পাগল হ্যায়, Mad—Maddess।

গল। কেয়া মাংটা পুছো।

বিশ্বা। কি চাও ? ও পাগলি, কি চাস্ ?

শৈব। ক্ষিদে পেযেছে।

বিশ্বা। Feminine he tell,he very hungry, eating চাতা হ্যায।

গল। বাবুর্চ্চিখানা বোট লে যাও, খানা ডে ডেও।

বিশ্বা। আয় পাগলি আয়, মুরগীব ঝোল ভাত খাবি ত আয।

শৈব। দূর ছোটলোক মিন্‌ষে, আমি বামুনের মেযে, মুসলমানেব খাবাব খাব কেন ?

বিশ্বা। হুঁ হুঁ, মাগী গাল দিয়ে কথা কয়, বুক বাঁধবো না কি ? মুখখানা বেশ, হলেই বা পাগল, আমাবই বা কি এমন জ্ঞান টন্‌টনে ?

গল। কাহে খাড়া ?

বিশ্বা। Uncle, faminine·he Brahmin daughter, not eat খানসামা touch·rice, not eat কোঁকোর-কোঁ।

গল। টোম হিন্দু, টোম আপনা rice ডেও।

বিশ্বা। আমিও তো কুলীনপুত্র ক্যাওট, I bad caste, faminine he Brahmin, my rice not eat.

গল। কোই Brahmin হ্যায় বোটপব ?

বিশ্বা। One সিপাই ব্রাহ্মণ পাঁড়েজী হ্যায়, ও ডাল রুটি cook কিয়া আর তৎক্ষণাৎ eat কিয়া, and one কয়েদী ব্রাহ্মণ have, he eat rice.

গল। লে যাও, ইন্‌কো rice ডে ডেও।

বিশ্বা। Very good uncle sir। আয় পাগলি, তোকে বামুনের ভাত খাওয়াব আয়।

শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ·হাঃ— [বিশ্বাস ও শৈবলিনীর প্রস্থান।

আমি। What say you Galstone? This gentoo girl is a eauty. Is n't it ?

গল। Oh killing! [বিশ্বাসের পুনঃ প্রবেশ।

বিশ্বা। Uncle sir, কয়েদী ব্রাহ্মণ handএ হাতকড়ি, কেমন ক'রে rice give ?

গল। খোল ডেও।

বিশ্বা। সান্ত্রী, হামরা বাত শুন্‌তা নেই। You give order.

গল। এই সেণ্ট্রি, কয়েডীকো হাতকড়ি খোল ডেও।

বিশ্বা। Very good sir.

আমি। What Jack doing in the boat ? [প্রস্থান।

গল। Engaged with chess board, giving Dick his last nights revenge.

নেপথ্যে শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ, আমি ভাত খাব না। হাঃ হাঃ হাঃ! আমি ভাত খাব না।

আমি। Whats that ?

গল। Mad as a March hare, Poor thing, poor thing !

(বিশ্বাসেব পুনঃপ্রবেশ)

বিশ্বা। ভাল এক পাগলের পাল্লায় পড়েছি। uncle sirs, feminine he not eat, see ঐ ভাত ফেলে বোটের বাইরে এসে খাড়া হ্যায়।

নেপথ্যে। (শৈবলিনীর ক্রন্দন)

বিশ্বা। Sir, sir, see uncle, একবার হাস্‌তা হ্যায়, একবার কাঁদ্‌তা হ্যায়। One day laugh, one day cry,

নেপথ্যে শৈব। আমাকে মুসলমানের ভাত খাইয়েছে, আমার জাত গেছে, তবে আমি ডুবে মরি। মা গঙ্গা, আমায় নাও।

গল। Fallen over board!

বিশ্বা। আহা হা! ডুবে মরা—পাক্‌ড়ো, পাক্‌ড়ো—হামি হিঁয়া খাড়া হোকে হুকুম দেতা হ্যায়, কুচ পরোয়া নেই—জলমে পড়ো—পাক্‌ড়ো।

নে-সিপাহিগণ। ক্যা হুয়া? ক্যা হুয়া?

নে-প্রতাপ। হারামজাদারা, স্ত্রীলোক ডুবে মরে, আর দাঁড়িয়ে সব দেখছিস্?

নে-সিপাহিগণ। কয়েদী ভাগা—কয়েদী ভাগা! বন্দুক—বন্দুক—

নে-প্রতাপ। ভয় নেই—পালাব না।

বিশ্বা। আরে সিপাই, মারো মাৎ—মারো মাৎ। মেয়েমানুষকে বাঁচায়েগা, ভাগেগা নেই।

গল। To the rescue! To the rescue!

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

গঙ্গাবক্ষ

শৈবলিনী ও প্রতাপ

প্রতা। শৈবলিনি! শৈ—

শৈব। [(স্বগত) কি এ! কত কাল—কত কাল পরে সেই আদরের শৈ ব'লে ডাকা আজ আবার কানে গেল! এ আদরের ডাক এখানে আর কে শুন্‌বে, কেবল আমি শুন্‌লুম, আর আকাশে চন্দ্র-তারা শুন্‌লে! (প্রকাশ্যে)] প্রতাপ, আজ এ মরাগঙ্গায় চাঁদের আলো কেন?

প্রতা। চাঁদের—না সূর্য্য উঠেছে? শৈ, ভয় নেই, আর কেউ তাড়িয়ে আসছে না।

শৈব। তবে চল, তীরে উঠি।

প্রতা। শৈ—

শৈব। কি?

প্রতা। মনে পড়ে?

শৈব। কি?

প্রতা। আর এক দিন এম্‌নি সাঁতার দিয়েছিলুম।

শৈব। এই কাঠখানা ভেসে যাচ্ছিল, আমি ধরেছি; তুমিও ধর, ভর সইবে, বিশ্রাম কর।

প্রতা। মনে পড়ে, তুমি ডুবতে পার্‌লে না, আমি ডুবলুম?

শৈব। মনে পড়ে। তুমি যদি আবার সেই নাম ধ'রে আজ না ডাক্‌তে, তবে আজ তার শোধ দিতুম। কেন ডাক্‌লে?

প্রতা। তবে মনে আছে যে, আমি মনে কর্‌লে ডুবতে পারি?

শৈব। কেন প্রতাপ? চল, তীরে উঠি।

প্রতা। আমি উঠবো না, আজ মর্‌বো।

শৈব। কেন প্রতাপ?

প্রতা। তামাসা নয়, নিশ্চিতই ডুবেবো! তোমার হাত।

শৈব। কি চাও প্রতাপ? যা বল, তাই করবো।

প্রতা। একটি শপথ কর, তবে আমি উঠবো।

শৈব। কি শপথ প্রতাপ?

প্রতা। এই গঙ্গার জল।

শৈব। আমার গঙ্গা কি?

প্রতা। তবে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল।

শৈব। আমার ধর্ম্মই বা কোথায়?

প্রতা। তবে আমার শপথ।

শৈব। কাছে এস, হাত দাও। (হাতের উপর হাত রাখিয়া) এখন যে কথা বল, শপথ ক'রে বলতে পারি, কত কাল পরে প্রতাপ—কত কাল পরে তুমি আবার আমার হাত ধরলে!

প্রতা। আমার শপথ কর, নইলে ডুববো। কিসের জন্য প্রাণ? কে সাধ ক'রে এই পাপ জীবনের ভার সইতে চায়? চাঁদের আলোয় এই স্থির গঙ্গার মাঝে এ বোঝা যদি নাবাতে পারি, তবে তার চেয়ে আর সুখ কি?

শৈব। কেন প্রতাপ, তোমার আবার দুঃখ কি? তোমার জীবনে পাপ কি? ভার কি?

প্রতা। আমার জীবনে যে কি যন্ত্রণা, তা কে বুঝতে পাবে? মহা পাতকী—থাক, সে কথা থাক—শপথ কর!

শৈব। আকাশের চন্দ্র সাক্ষী, তোমার শপথ, কি বলবো?

প্রতা। শপথ কর, আমায় স্পর্শ ক'রে শপথ কর, আমার মরণ-বাঁচন শুভাশুভের তুমি দায়ী।

শৈব। তোমার শপথ, তুমি যা বলবে, ইহজীবনে তাই আমার স্থির।

প্রতা। বল, শপথ কর, দেখ—আমাকে স্পর্শ ক'রে আছ, সত্য শপথ কর যে, আমায় ভুলবে, প্রতাপ ব'লে পৃথিবীতে যে কেউ আছে,—বল শৈবলিনি, এ চিন্তা আর কখনও মনে স্থান দেবে না? আমায় কখনও দেখেছ ভুলে যাও, ছেলেবেলায় যা হয়ে গেছে, ভুলে যাও; তোমায়-আমায় কখনও পরিচয় ছিল ভুলে যাও; কখনও ভেবেছ, ভুলে যাও! যত দিন পৃথিবীতে থাক্‌বে, তত দিন কখনও ভুলেও এ ভাবনা ভাববে না। বল—শপথ কর, কাঁদ্‌ছো কেন? কেঁদো না, আমি যা বল্‌ছি, ভালর জন্য।

শৈব। প্রতাপ! তুমি যা প্রতিজ্ঞা করতে বল্‌ছো, অভাগিনী শৈবলিনীর পক্ষে তা অতি কঠিন—অতি রুক্ষ—অতিনৈরাশ্য-ব্যঞ্জক! জীবন শূন্য হয়ে যাবে, কি নিয়ে আর প্রাণ ধারণ করবো?—অতি কঠিন শপথ! পালন করা আমার পক্ষে অসাধ্য! প্রাণান্তকর! এ শপথ আমি করতে পার্‌ছি নি, প্রতাপ!

প্রতা। কেঁদো না, মনকে দৃঢ় কর।

শৈব। এ সংসারে আমার মত দুঃখী কে আছে, প্রতাপ?

প্রতা। আমি।

শৈব। তোমার ঐশ্বর্য্য আছে, বল আছে, কীর্ত্তি আছে, বন্ধু আছে, রূপসী আছে, আমার কি আছে প্রতাপ?

প্রতা। কিছু না, এস তবে দু'জনে ডুবি।

শৈব। এস। না—না, দাঁড়াও। (স্বগত) আমি মরি, তাতে ক্ষতি কি! কিন্তু আমার জন্যে প্রতাপ মর্‌বে কেন? (প্রকাশ্যে) তীরে চল।

প্রতা। শপথ কর্‌লে না? মন বাঁধতে পার্‌লে না? তবে দেখি এ জলের তল কোথায়! শৈবলিনি, প্রতাপ আজ তোমার জন্যে মলো!

শৈব। না, না, উঠো—উঠো (হস্ত ধরিয়া উত্তোলন)

প্রতা। না, না, কেন আমায় তুল্‌লে ?

শৈব। আমি শপথ করবো, কিন্তু তুমি একবাব ভেবে দেখ ; দেখ, আমার সর্ব্বস্ব কেড় নিচ্ছ। আমি তোমায় চাই নে, কিন্তু বল প্রতাপ, তোমাব চিন্তা কেন ছাড়বো ?

প্রতা। আমি ম'রে গেলে তো আমার চিন্তা ছাড়বে ? তাই হোক্।

শৈব। না, তোমায় মর্‌তে হবে না প্রতাপ, আমাব হাত চেপে ধব। প্রতাপ, শোন, তোমায় স্পর্শ ক'রে শপথ করছি, তোমাব মরণ-বাঁচন শুভাশুভ আমার দায়। শোন প্রতাপ। তোমাব শপথ, আজ হ'তে তোমায় ভুলবো। (আজ হ'তে আমাব সর্ব্বসুখে জলাঞ্জলি, আজ হ'তে আমি মনকে দমন কর্‌বো, আজ হ'তে শৈবলিনী মলো ॥

প্রতা। শৈ,—শৈব,—শৈবলিনি। না, না, চল তীবে উঠি।

শৈব। আচ্ছা ভাল, তাই হোক্।

[উভয়ের সন্তবণ করিতে কবিতে প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

রামা। সাঁতার দেবার সময় প্রতাপ ও শৈবলিনীতে কি কথোপকথন হচ্ছিল, শুন্‌তে পেয়েছিলে ?

চন্দ্র। না।

রামা। আমি রাত্রে নিদ্রা যাই নি, ওদের প্রতি দৃষ্টি রেখেছিলেম, শেষ রাত্রে শৈবলিনী নৌকা হ'তে উঠে গেল, ক্রমে গভীর বনমধ্যে প্রবেশ ক'রে অদৃশ্য হলো; প্রভাত হয় তবুও ফির্‌লো না। তখন আমি তার অনুসন্ধান কর্‌তে কর্‌তে দেখলেম যে, শৈবলিনী এক নিবিড় বনমধ্যে প্রবেশ ক'রে ব'সে আছে। সমস্ত দিন সেইখানে ছিল, জলস্পর্শ পর্য্যন্ত করে নি, সন্ধ্যা হ'তে আবার পর্ব্বতারোহণ কর্‌তে আরম্ভ করেছে, তুমি অলক্ষিত ভাবে তার অনুসরণ কর।

চন্দ্র। যে আজ্ঞা।

রামা। তোমার বাহুতে বল কত ?

চন্দ্র। (হাসিয়া) গুরুদেব ! এক দিন তো তার পরীক্ষা করেছিলেন।

রামা। হাঁ হাঁ, স্মরণ হচ্ছে, আমার সেই সুবৃহৎ আসন-শিলা তুমি অনায়াসে তুলে নিক্ষেপ করেছিলে। উত্তম, শৈবলিনী শীঘ্রই ক্লান্ত হয়ে পর্ব্বতের উপর বিশ্রাম কর্‌তে বাধ্য হবে, তুমি তার নিকটে গিয়ে অন্তরালে ব'সে থাক, আগতপ্রায় বাত্যায় সাহায্য না পেলে স্ত্রীহত্যা হবে। নিকটে এক গুহা আছে, আমি তার পথ চিনি, আমি যখন বল্‌বো, তখন তুমি শৈবলিনীকে ক্রোড়ে নিয়ে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ এস।

চন্দ্র। এখনি ঘোরতর অন্ধকার হবে, পথ দেখবো কি প্রকারে ?

রামা। আমিও যাচ্ছি, নিকটে থাক্‌বো, আমার এই দণ্ডাগ্রভাগ তোমার মুষ্টিমধ্যে দেব, অপর ভাগ আমার হস্তে থাক্‌বে। শৈবলিনীর পক্ষে যৎকর্ত্তব্য সাধিত হ'লে, নিকটে এক পার্ব্বত্য মঠ আছে, সেখানে গিয়ে অদ্য বিশ্রাম করো। তার পর তুমি পুনরপি যবনীর অনুসরণ

কর্‌বে। মনে জেন, পরহিত ভিন্ন তোমার ব্রত নাই। শৈবলিনীর জন্য চিন্তা করো না, আমি রইলাম। কিন্তু তুমি আমার অনুমতি ব্যতীত পরে আর শৈবলিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করো না। যদি তুমি আমার কথামত কার্য্য কর, তা হ'লে শৈবলিনীর পরম উপকার হ'তে পারে।

চন্দ্র। গুরুদেবের যেরূপ অভিপ্রায়, তাই হবে।

[প্রস্থান।

রামা। আমি এত কাল সর্ব্বশাস্ত্র অধ্যয়ন কর্‌লেম, সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের সহিত আলাপ কর্‌লেম, কিন্তু সকলই বৃথা! এই বালিকার মনের কথা বুঝতে পার্‌লেম না! এ সমুদ্রের কি তল নাই?

(দলনীর প্রবেশ)

দল। কোথায় যাব? কোথায় যাচ্ছি? কূলে কূলে আর কত ছুটোছুটি কর্‌ব? আমি আশার ছলনে জ্ঞানহারা হয়েছিলেম, নইলে সেই ক্ষুদ্র নৌকা যে আমার অনুসরণ করছে, একথা আমি কেমন করে স্থির করলাম? পাপিষ্ঠ ইংরেজ, যেন রোগের দুর্ব্বলতায়, প্রাণের ভয়ে, সেখানা নিজামতের নৌকা মনে করেছিল, কিন্তু আমি কেন তাতে বিশ্বাস কর্‌লাম? এখন এই নিভৃত নদীতীর, তাতে সহায়হীনা; সম্মুখে অন্ধকার, আকাশে ভীষণ দুর্য্যোগের উদ্যোগ, কোথায় যাই? আর কোথায় যাব? মৃত্যু নিশ্চয়—মৃত্যু নিশ্চয়!

রামা। সে কথা কি আজ বুঝতে পার্‌লে?

দল। কে ও? কে কথা কইলে?

রামা। জিজ্ঞাসা করা ছিলেম, মৃত্যু যে নিশ্চয়, সে কথা কি আজ বুঝতে পার্‌লে? এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ কর্‌লে একমাত্র মৃত্যুই নিশ্চয়। জীবের জীবনের আর কোন ঘটনারই নিশ্চয়তা নাই।

দল। আমি তা বলি নি, আমার পক্ষে আজ এখনি মৃত্যু নিশ্চয়, তাই ভাবছিলুম।

রামা। তাই বা কে বল্লে? মৃত্যু নিশ্চয়ই বটে, জন্মের পর মৃত্যু নিশ্চয়ই বটে, কিন্তু কখন্—কোথায়—কিসে, তার কিছুই স্থিরতা নাই।

দল। আপনি কে?

রামা। দেখতে পাচ্ছ সন্ন্যাসী, কিন্তু তোমায় আমি চিনি, তুমি দলনী বেগম।

দল। অ্যাঁ! অ্যাঁ! আপনি?—

রামা। আর এ-ও বুঝতে পাচ্চি যে, তুমি এই বিজন স্থানে দুরাত্মা ইংরেজ কর্তৃক পরিত্যক্তা হয়েছ। ইংরেজ কেন তোমাকে এখানে নৌকা থেকে নামিয়ে দিয়ে গেল?

দল। যে নৌকোয় আমায় বন্দী ক'রে ইংরেজ পালাচ্ছিল, সেই নৌকার পেছুনে একখানা ছোট নৌকা আস্‌ছিল, আমাদের সঙ্গের ইংরেজ রোগে শয্যাগত ছিল; সে মনে কর্‌লে, নিজামতের কোন নৌকা বোধ হয় আমার উদ্ধারের জন্য তার অনুসরণ কর্‌ছে; আমাকে তীরে নামিয়ে দিলে, আমি সেই ছোট নৌকার লোকদের ডাক্‌বো, তারা আমায় পেলে আর ইংরেজের অনুসরণ কর্‌বে না, এই মনে করেই আমাকে নামিয়ে দিলে। আমি ছোট নৌকার লোকজনকে অনেক ডাক্‌লুম, কিন্তু তারা এ নৌকায় আর জায়গা হবে না ব'লে চ'লে গেল। বোধ হয়, কোন চল্‌তি যাত্রীর নৌকা।

রামা। তুমি কি ইংরেজের নৌকায় একা বন্দী ছিলে ?

দল। না,—আমার পরিচারিকা কুলসমও আমার সঙ্গে ছিল। ইংরেজ তাকেও নামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সে কোন মতেই আমার সঙ্গে এলো না; কি জানি, তার কেমন এক ভয় হলো যে, আমার সঙ্গে মুঙ্গেরে ফিরে গেলেই নবাব তার প্রাণদণ্ড কর্‌বেন। আমি ঢের মিনতি কর্‌লুম, কখনও সে আমার অবাধ্য হ'তো না, কিন্তু এই একবার হলো। ইংরেজকে ভয় দেখালে যে, যদি তাকে নামিয়ে দেয়, তা হ'লে সে ছোট নৌকার লোকদের ব'লে সাহেবের নৌকা আক্রমণ করাবে।

রামা। হুঁ! এক্ষণে তুমি কোথায় যাবে? রোদন ক'রো না। বল, এক্ষণে তোমার কোথায় যাবার ইচ্ছা ?

দল। যাব কোথায়? আমার যাবার স্থান নেই; এক যাবার স্থান আছে, সে অনেক দূর, কে আমাকে সেখানে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে ?

রামা। তুমি নবাবের নিকট যাবার বাসনা পরিত্যাগ কর।

দল। কেন ?

রামা। অমঙ্গল ঘট্‌বে।

দল। সে কি ?

রামা। বিধির লিপি।

দল। ঘটুক, সেই বই আমার স্থান নাই, অন্যত্র মঙ্গল অপেক্ষা স্বামীর কাছে অমঙ্গলও ভাল।

রামা। তবে চল। আমার এক শিষ্য তোমাকে মুর্শিদাবাদে মহম্মদ তকীর নিকট রেখে আস্‌বে। মহম্মদ তকী তোমাকে মুঙ্গেরে পাঠিয়ে দেবেন! কিন্তু আমার কথা শুন, এক্ষণে যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে, নবাব স্বীয়

পৌরজনকে রুহিদাসের গড়ে পাঠাবার উদ্যোগ কর্‌ছেন, তুমি সেখানে যেও না।

দল। আমার কপালে যাই থাকুক, আমি যাব।

রামা। তোমার কপালে মুঙ্গের-দর্শন নাই।

দল। নাই কেন? কে বল্‌লে? ভবিতব্য কে জানে? চলুন, আমায় মুর্শিদাবাদে পাঠিয়ে দেবেন। যতক্ষণ প্রাণ আছে, নবাবকে দেখ্‌বার আশা ছাড়বো না।

রামা। তা জানি, এস। (স্বগত) পতঙ্গ বহ্নিমুখ-বিবিক্ষু হ'লে কে তারে নিবারণ ক'রে রাখতে পারে?

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

প্রতাপ

প্রতা। [জীবিত থাকলে কত দূর যাবে? নিকটেই অবশ্য পাওয়া যেত! আমিও বিস্তর অনুসন্ধান করলেম। তবে যা ভয় করেছিলাম তাই হয়েছে। শৈবলিনী নিশ্চয় প্রাণত্যাগ করেছে। শেষ রাত্রে আমি একটু মাত্র নিদ্রিত হয়েছিলাম, বোধ হয় সেই সময় শৈবলিনী জাহ্নবী-জলে প্রবেশ করেছে। রাত্রে এই ভাগীরথী-বক্ষে সাঁতার দিতে দিতে আমার অনুরোধে শৈবলিনী তার জীবনের উদ্দেশ্য বিসর্জ্জন দিয়েছে, জীবন বিসর্জ্জন তার পক্ষে অসম্ভব নয়। তবে আমিই কি শৈবলিনীর মৃত্যুর কারণ? কেন? আমার দোষ কি? আমি ধর্ম্ম ভিন্ন অধর্ম্ম

পথে যাই নি। শৈবলিনী যে জন্য মরেছে তা আমার নিবার্য্য কারণ নয়। আহা! অকালে শুকিয়ে যাবে বলে কি সেই বন্য-কুসুম প্রস্ফুটিত হয়েছিল? চন্দ্রশেখর, তুমি ধর্ম্মাত্মা, পুণ্যময়, সদাশয়—তোমা হতে আমার বিস্তর উপকার হয়েছে—কিন্তু, তুমি শৈবলিনীকে বিবাহ করেছিলে কেন? তাইতেই কি সেই বালিকার নির্ম্মল হৃদয় পঙ্কিল হলো? কেন শৈবলিনীর সঙ্গে আমার বিবাহ না হয়ে, রূপসী আমার পত্নী হ'ল? আমায় না পেয়েই ত শৈবলিনী প্রাণত্যাগ করল! রূপসী কি আমার-সঙ্গে বিবাহ না হলে প্রাণত্যাগ করত? উপযুক্ত পাত্রের অভাব ছিল না, অপরের কাছে সে অনায়াসে সুখী হতে পারত। যা হয়েছিল—হয়েছিল, কিন্তু আবার কেন আমি শৈবলিনীকে দেখলেম? আমার সঙ্গে আলাপ করবার কেন সে অবসর পেল? আর সুন্দরী কেন আমায় সকল সংবাদ দিয়ে তার উদ্ধারের জন্য পাঠালে? তাই ত আবার দেখা হ'ল—তাই ত কাল রাত্রে কত কালের পর আবার শৈবলিনীর সঙ্গে একত্রে গঙ্গায় সাঁতার দেওয়া ঘটল। কাল সাঁতার! কাল সাঁতার! সেই সাঁতারই শৈবলিনীর কাল হ'ল।] না—না—সাঁতার কাল নয়—সুন্দরী নয়—রূপসী নয়—চন্দ্রশেখর নয়—আমি নয়, শৈবলিনীর কাল—সেই পাপিষ্ঠ ফষ্টর—সেই ম্লেচ্ছাধম—লম্পট! কেন এই দুর্ব্বলা ব্রাহ্মণবালাকে গৃহত্যাগিনী করলে? দেবার্চ্চনার শুভ্র কুসুম কেন নরাধম বৃন্তচ্যুত করল? মরে বেঁচেছে! এ পিশাচ আমার গুলীতে মরে আবার বেঁচেছে! ফষ্টরকে না বধ করলে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াচ্ছে না। তার প্রাণ নিয়ে শৈবলিনীর প্রাণের প্রতিশোধ দিতে হবে। আর একবার যদি ফষ্টরকে ধৃত করতে পারি, তাকে বধ করে অগ্নি সৎকার করব, নইলে

রাক্ষসের জাত আবার বাঁচবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়ে উঠ্‌তে পারে। আর শুদ্ধ ফষ্টর কেন? আজ হতে ইংরেজ জাতই আমার শত্রু। ইংরেজ বাংলায় না এলে শৈবলিনী লরেন্স ফষ্টরের হাতে পড়ত না। ফষ্টর শৈবলিনীর সর্ব্বনাশ করেছে—কত কুলকামিনীর সর্ব্বনাশের জন্য ইংরেজের ভিতর আরও কত ফষ্টর আছে কে জানে? বাংলা হতে ইংরেজ উচ্ছেদ করবো।

(রামচরণের প্রবেশ)

রাম। এই যে প্রণাম করি। পায়ের ধূলো দিন।

প্রতা। এ কি রামচরণ, তুমি কোথা থেকে এলে?

রাম। কাল রাত্তিরে মশায় যেখান থেকে এসেছেন।

প্রতা। সে কি? তুমি কি ইংরেজের নৌকো থেকে পালিয়ে এসেছ? না, তারা তোমায় এমনি ছেড়ে দিয়েছে?

রাম। পালিয়েও আসিনি। ছেড়েও দেয় নি। পা জোড়া লেগে গেল, তাই সটান চলে এলুম—আপনার মত সাঁতরে আসতে হয়নি।

প্রতা। পা জোড়া লাগলো কি? ওহো হো! স্মরণ হয়েছে। সেই রাত্তিরে আমার বাসায় একটা ইংরেজ তোমার পা তেগে পিস্তল মেরেছিল বটে! আঘাত কি গুরুতর লেগেছিল? এখন বেশ সুস্থ হয়েছ?

রাম। আজ্ঞা দেবতা-বামুনের আশীর্ব্বাদে অসুস্থ কোন দিনই নই। রাম-চরণের পা ত আর ছানা-মাখনে গড়া নয়! একবারে খাস গণ্ডারের চামড়া দিয়ে বাঁধান। ইংরেজের গুলী গোটাকতক রোঁ পুড়িয়ে দুর্গন্ধ বার করেছিল মাত্র। রাতভর মা গঙ্গার হাওয়া খেয়ে সকাল বেলায়

ব্যথাটা কিছুই ছিল না। আমবাত সাহেব আমার খোরাকীটে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলেন, ইণ্ডিল-মিণ্ডিল করে আমার ঘরে যেতে হুকুম দিয়েছিলেন। কিন্তু আমি ভাবলেম মশায়ের যে আহার তা আপনি একলা খেয়ে ইংরেজের আর কত লোকসানই বা করবেন? যত দিন মশাই থাকেন তত দিন আমি তো দুবেলা দুখোরা ঝুরো লুশি না কেন? তার পর দেখলেম আপনি সেই পাগল মেয়েটিকে বাঁচাবার জন্যে জলে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন; মনে করলেম আপনি আজকাল যে রকম অন্যমনস্ক, হয়ত বোটে-ফিরে আসতে ভুলে যাবেন, তার পর ঐ ভিজে কাপড়ে কোথায় উঠবেন—কি করবেন—সুতরাং আমায়ও আসতে হলো। আমবাতের সঙ্গে আমার একটা কুটুম্বিতে হয়েছিল! ক'দিন জামাই-আদরে রাখলেও বটে, কিন্তু আসবার সময় না ইণ্ডিল-মিণ্ডিল বেটারা কিছু জিজ্ঞাসা করে খোঁজ নিলে, না তাদের তেলে লেঙ্গা সিপুয়ের, দু'পা সঙ্গে এসে এগিয়ে দিলে।

প্রতা। তোমায় মুক্তি দিয়েছিল। কিন্তু তুমি আমার জন্যে স্বেচ্ছায় বন্দী হয়েছিলে। রামচরণ, তোমার মতন ভৃত্য পাওয়া অদৃষ্ট-সাপেক্ষ! চতুরতার সহিত সততার একত্র সমাবেশ ভৃত্যবর্গের মধ্যে বিরল।

রাম। মশাই, এখন বাড়ী যাবেন কি?

প্রতা। হাঁ, একবার যাব।

রাম। হাঁ, একবার যাবেন। তার পর?

প্রতা। তার পর সেখান থেকে বিদায় নিয়ে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

রাম। শুনতে পাচ্ছি ত ইংরেজের সঙ্গে নবাবের যুদ্ধ হবে, কেল্লার ভিতর লেগে গেছে, এখন সেখানে গিয়ে কি করবেন?

প্রতা। সেই যুদ্ধে যতটুকু পারি নবাবকে সাহায্য করব। ইংরেজকে বাংলা থেকে তাড়াতে হবে।

রাম। নবাবের ফৌজ রয়েছে, সিপাই রয়েছে, আপনি সেখানে গিয়ে আর কি করবেন ?

প্রতা। যার যেমন শক্তি, তার তেমনি কর্ত্তব্য। একার্য্যে নবাবের সাহায্য করা। কাঠ-বিড়ালেও সমুদ্র বাঁধতে পারে।

রাম। আপনার ত ফৌজ নাই, কেবল লাঠিয়াল আছে, ডাকাত আছে, তাদের নিয়ে কি ইংরেজের গোলা-গুলীর সঙ্গে লড়াই হতে পারবে ?

প্রতা। সামনে লড়াই না হ'তে পারে, লুঠ-পাট হতে পারে। যে গ্রাম ইংরেজের সাহায্য করবে, সে গ্রাম লুঠ করবো। যেখানে দেখব ইংরেজের রসদ নিয়ে যাচ্ছে, সেখানে রসদ লুঠব। যেখানে দেখব ইংরেজের দ্রব্য-সামগ্রী যাচ্ছে, সেইখানে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করব। এ করলেও নবাবের অনেক উপকার করতে পারব। সম্মুখ সংগ্রামে যে জয়, তা বিপক্ষ বিনাশের সামান্য উপায় মাত্র। সৈন্যের পৃষ্ঠ রোধ এবং খাদ্য হরণের ব্যাঘাত প্রধান উপায়। যত দূর পারি, তত দূর করব।

রাম। আজ্ঞা, ইণ্ডিল-মিণ্ডিলের সঙ্গে আমার একটা কুটুম্বিতে হয়ে গেছে। আমরাতকে আমি শালা বলেছি, তাদের উপর আপনি এতটা করবেন কেন ?

প্রতাপ। কেন আমি এত করব ? করব, তার অনেক কারণ আছে। প্রথম, ইংরেজ চন্দ্রশেখরের সর্ব্বনাশ করেছে। দ্বিতীয়, শৈবলিনী মরেছে।

রাম। আজ্ঞে, সে কি ?

প্রতাপ। হাঁ, মরেছে। জলে ডুবে প্রাণত্যাগ করেছে। ইংরেজ তার মূল কারণ। ইংরেজ শৈবলিনীকে মেরেছে, আমিও ইংরেজকে মারব।

তার পর আমাকেও কয়েদ করেছিল। আরও কত লোকের অনিষ্ট করেছে ও করতে পারে। আরও এক কথা রামচরণ, কি জানি, এ সময় নবাবের উপকার করতে পারলে দু'-একখানা বড় বড় পরগণাও পেতে পারবো।

রাম। আর রামচরণের ঠ্যাং দু'-খানিরও খুব লম্বা লম্বা আনাগোনাও বেড়ে যাবে।

প্রতাপ। তা যাবে। এ সব কাজে তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত। চল, তুমি চারি দিকে খপর দিয়ে যত পার লাঠিয়াল জোগাড় কর, আমি অগ্রসর হচ্ছি। বাড়ীতেই আমার দেখা পাবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

নবাবের কক্ষ

নবাব ও ইব্রাহিম

নবা। সবাই শত্রু! সবাই শত্রু! কাকেও বিশ্বাস নেই! আমি তো গেছি, রাজ্যনাশ—জীবন শেষ আমার ত হয়েইছে কিন্তু আমার সর্ব্বনাশে আনন্দ কর্‌বার জন্য, আমার পতনে নৃত্য করবার জন্য কাকেও রেখে যাব না—কাকেও রেখে যাব না! আমায় ত যমালয়ে যেতেই হবে, যাব! আলি ইব্রাহিম্ খাঁ সাহেব, বল্‌তে পাচ্ছি নে, আমি আপনি প্রতারিত হচ্ছি কি না? কিন্তু এখনও বোধ হচ্ছে যে, তোমায়

বিশ্বাস করতে পারি, এ পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে এখনও বন্ধু ব'লে প্রত্যয় হচ্ছে, আমার আজ্ঞা প্রতিপালন কর, দুর্গমধ্যে যত বন্দী আছে, সকলের প্রাণ বধ কর।

ইব্রা। নবাবের আজ্ঞাপালনই নফরের কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম। কিন্তু গুরুতর অপরাধীর সঙ্গে নিরপরাধ বা সামান্য অপরাধীরও প্রাণদণ্ড করলে আপনার ন্যায় ধর্ম্মাত্মার নামে কলঙ্ক হবে।

নবা। কলঙ্ক? হোক্ কলঙ্ক! আর আমি কলঙ্কের ভয় করি না। [হিন্দুরা যে এখনকার কালকে ঘোর কলি বলে, তা ঠিক। সততার দিন, ধর্ম্মের দিন আর নেই। এই বঙ্গ-রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করা অবধি ধর্ম্মের জন্য, যশের জন্য, সুনামের জন্য বিস্তর করেছি। সিরাজ-উদ্দৌলা বা মিরজাফর মুসলমান-রাজ্যের নামে যে কালী ঢেলে দিয়ে-ছিলেন, তার অপনোদনের জন্য বিস্তর প্রয়াস পেয়েছি। আমোদ-প্রমোদ, উল্লাস-বিলাস, এক প্রকার প্রাসাদ হতে বিদায় দিয়েছি। সামান্য বেতনভোগী কর্ম্মচারী অপেক্ষা অধিকতর পরিশ্রম করেছি। আত্মসুখের দিকে দৃষ্টিপাত না করে, প্রজা আমাত্যবর্গ ও কর্ম্মচারী-সাধারণের মঙ্গলের জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা করেছি। মুসলমান সাম্রাজ্যের স্থিতির জন্য প্রাণপাত করেছি। কি তার ফল হ'ল? কেবল নীচ স্বার্থপরতা। কেবল বিশ্বাসঘাতকতা। কেবল অকৃতজ্ঞতা। ধর্ম্মের অন্নে অধার্ম্মিকের পুষ্টিসাধন করলাম। আমার রাজপ্রাসাদ কালভুজঙ্গের অতিথিশালায় পরিণত হ'ল। আমার প্রদত্ত দুগ্ধপানে সবল হয়ে এই জঘন্য খল সরীসৃপের দল আমায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বেষ্টন করে দংশনের জন্য ফণা বিস্তার করেছে। স্নেহ সম্ভাষণের দিন গিয়েছে। কঠোর শাসন ভিন্ন এখন আর লোক বশীভূত হয় না। আমি দয়ার

পরবশ হয়ে যার উপকার করেছি, সে-ই মনে করেছে যে, ভয় প্রযুক্ত তার তোষামোদ করেছি। কৃপা করে অপরাধ উপেক্ষা করেছি, অপরাধী—আমার বদান্যতা নির্ব্বুদ্ধিতা মনে করেছে। করবে না কেন? পৃথিবীতে দয়া নাই, বদান্যতা নাই—ধর্ম্ম নাই, সভ্যতা নাই। আমি যে একা সে পথে চলেছি লোকে তা কেমন করে বিশ্বাস করবে? মানুষ আপন হৃদয়ের দ্বারা পরের হৃদয়ের গুণাগুণ বিচার করে।] আর দয়া নাই, মায়া নাই, ক্ষমা নাই। যাকে সন্দেহ হবে, তারই প্রাণ বধ করব।

ইব্রা জাঁহাপনা যে আজ্ঞা কচ্ছেন, কার্য্যতঃ প্রায় তা যথার্থই হয়েছে। কিন্তু যে মন্দ—ইহকালে না হোক্, পরকালে সে তার পাপের ফল ভোগ করবে। আপনি তা ব'লে আপনার কর্ত্তব্য বিস্মৃত হবেন কেন? ঈশ্বরের চরণে সকলেই নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনের জন্য দায়ী।

নবা। আমি কর্ত্তব্য পালনই কচ্ছি, বিস্মৃত হচ্ছি নি, এবং এত দিন বিস্মৃত হয়েছিলুম। মুঙ্গেরে যত বন্দী আছে, সকলের প্রাণনাশ হোক্! আমি তা দেখে তবে পাটনায় যাত্রা কর্‌বো।

ইব্রা। জাঁহাপনা, কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও তাঁর পুত্র এই দুর্গ-মধ্যে এক্ষণে বন্দী আছেন, হিন্দুদের মধ্যে তাঁরা অত্যন্ত সামান্য ব্রাহ্মণ।

নবা। বধ—বধ—বধ, ক্ষমা নেই। এরই জমিদারী কলকেতায়, ইংরেজদের প্রধান আড্ডা। সিরাজউদ্দৌলার সময় হতেই ইংরেজদের সঙ্গে ঐ কৃষ্ণচন্দ্রের বরাবর গোপন পরামর্শ চলে আসছে। খাঁ-সাহেব, তুমি কারু প্রাণের জন্য অনুরোধ করো না, কারুর জন্যও নয়। আমি অনেক কষ্টে দয়াকে অন্তর থেকে দূরীভূত করেছি—তুমি আর আমায় দুর্ব্বল ক'রো না। রক্ত দর্শন! রক্ত-দর্শন! রক্ত-দর্শন বিনা এখন আর আমি কিছুই চাই না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। বন্দে নেওয়াজ। বড় মন্দ সংবাদ।

নবা। সংবাদ বল, ভাল-মন্দের বিচারে তোমার প্রয়োজন নাই।

দূত। কাটোয়ায় আমাদের পরাজয় হয়েছে।

নবা। কাটোয়া গেল। বেশ হয়েছে! গুরগণ খাঁ কোথায় ছিলেন?

দূত। পথে সৈন্যদের রসদ সংগ্রহ করতে বিলম্ব হয়েছিল, তিনি যুদ্ধের সময় পৌঁছুতে পারেন নি।

নবা। যাও।

[দূতের প্রস্থান।

নবা। ইব্রাহিম কি বল এখনও কি আমাকে দয়া করতে, ক্ষমা করতে, পরামর্শ দাও? সৈন্যদের রসদ সংগ্রহ জন্য সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হতে পারলেন না। একথা কি কোনরূপে বিশ্বাস করা যায়? নিশ্চয়ই পাপাত্মা এই রাজ্য ইংরেজদের বিক্রয় করবে, এই দুরভিসন্ধি করেছে।

ইব্রা। জাঁহাপনা যখন গুরগণ খাঁকে প্রথম সেনাপতি পদ প্রদান করেন, তখনি আমরা বলেছিলাম যে, বিদেশীকে অত দূর বিশ্বাস করা পরামর্শ-সিদ্ধ নয়।

নবা। আমার মতিভ্রম হয়েছিল, তাই তখন তোমাদের সৎপরামর্শ গ্রাহ্য করি নি। জগৎ শেঠেরাও ঐ নরাধমের ষড়যন্ত্রের ভেতর আছে বোধ হয়?

ইব্রা। শেঠেদের কুঠিতে সেদিন যে নাচের মজলিস হয়েছিল, আমার বিশ্বাস সেটা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র। নবাব আলীজার উভয় পক্ষের উপরই যে সন্দেহ আছে, তা তারা মনে মনে বেশ জানে। সুতরাং বিনা কারণে গুরগণ

শেঠের কুঠিতে গেলে, সেই সন্দেহ আরও দৃঢ় হতে পারে, এই আশঙ্কায় আমাদের সকলকে ঐ নিমন্ত্রণ করে নাচের ভাণ করা হয়েছিল। যদিও মাতাপ চাঁদ শেঠের সঙ্গে গুরগণের এক সঙ্গে অধিক কথা হয় নি। এবং যেন একটা নতুন কারবার খোলা হবে, এই ছলে ছেঁদোকথা ক'য়ে অপরের চখে ধূলি দিয়েছিল, কিন্তু আমি তাদের হাবভাবের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রেখেছিলাম, আর আমার সম্পূর্ণ প্রতীতি যে, সে কারবারের গুহ্য অর্থ এই বঙ্গরাজ্যের বখরাদারী।

নবা। বটে! বটে! এই পৃথিবীকে আর কত দিন পাপিষ্ঠের ভার সহ্য করতে দেওয়া হবে? আমি মনে করেছিলাম যে, লড়াইটে শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত ওকে কিছু বলব না; কিন্তু আমার অত দূর বিলম্ব করা যুক্তিসঙ্গত বোধ হচ্ছে না।

(দূতের প্রবেশ)

দূত। বন্দে নেওয়াজ! এইমাত্র গিরিয়া থেকে দূত এসেছে, সেখানেও ইংরেজের জয় হয়েছে।

নবা। এবারেও গুরগণ রসদ সংগ্রহ করছিল না কি?

দূত। দূত সে কথা কিছু বলতে পারল না, কেবল বললে, গুরগণ খাঁ সাহেব যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না।

নবা। গুরগণের মুণ্ড! গুরগণের মুণ্ড! লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক। যাও মুসবদ্দিন, এখনি সব গোপনে চর পাঠাও! গুরগণের মুণ্ড! লক্ষ মুদ্রা পারিতোষিক!

[দূতের প্রস্থান।

[কেন জগদীশ্বর পিশাচকে মনুষের কলেবর প্রদান করেন! গুরগণ

যদি প্রেতমূর্ত্তিতে আমার কাছে উপস্থিত হতো, তা হ'লে ত আমি কখনও তাকে প্রত্যয় করতেম না। না—না—আমি ঈশ্বরের কার্য্যে মিথ্যা দোষারোপ করছি। তিনি ত আমার রক্ষার উপায় করে দিয়েছিলেন—বিষের সঙ্গে সঙ্গে ত আমি বিষহরি ঔষধ পেয়েছিলাম—ঐ পিশাচের সঙ্গে এক অপ্সরাও আমার আবাসে এসেছিল। যে পত্রে দলনী গুরগণের সঙ্গে সহোদর সম্বন্ধ ব্যক্ত করেছে, সেই পত্রেই ত সরলা সুন্দরী দুর্ম্মতির দুশ্চরিত্রের কথা আমায় জ্ঞাত করেছে। সেই অপ্সরাকেও যে প্রেত আপন পৈশাচিক কার্য্যের সহকারিণী করবার প্রয়াসী হয়েছিল, প্রিয়তমা তাও ত আমার নিকট গোপন করেন নি। কিন্তু এতেও আমার চৈতন্য হয়নি! তোমাদের সৎপরামর্শে দলনীর সাবধান-বাক্য পদে পদে বিশ্বাস-ঘাতকতা, এসব শুনেও—দেখেও ত আমি দুর্ব্বৃত্তের হাত হতে তরবারি কেড়ে নিইনে—পাপাত্মার মুণ্ডচ্ছেদ করে শৃগাল-কুকুরের উদরপূর্ত্তি করাইনে! কিন্তু আর না! আর না! এইবার গুরগণের রক্তে কাটোয়া-পরাজয়ের দলনী-অপমানের প্রতিশোধ হবে। আশ্চর্য্য! আশ্চর্য্য! দলনীর ভ্রাতা গুরগণ? কি ভয়ানক! স্বার্থপরতা নরাধমের হৃদয়কে এতই কঠিন করেছে যে, অমন সরলা সুন্দরী সহোদরার স্নেহ পর্য্যন্ত অনায়াসে বিস্মৃত হলো! [আহা হা! দলনী বালিকা, অতি কোমলা, অতি ভীরু, না জানি, রাজমহিষী শত্রুহস্তে কত কষ্টই পাচ্ছে!]

(দূতের প্রবেশ)

দূত। বন্দে নেওয়াজ! মুর্শিদাবাদ হ'তে এই পত্র নিয়ে মহম্মদ তকি খাঁ সাহেবের লোক এসেছে।

নবা। কি পত্র? (পত্র লইয়া পাঠ) না—না—না! অসম্ভব! অসম্ভব! মিথ্যা কথা।

ইব্রা। কি? কি? জাঁহাপনা—কি হয়েছে?

নবা। (স্বগত) হয় মহম্মদ তকি নিজে প্রতারিত হয়েছে, নয় আমায় প্রতারণা করছে। এ কথা কি বিশ্বাসযোগ্য? চন্দনে দুর্গন্ধ? চন্দ্রে গরল—স্বর্গে প্রেতনর্ত্তন? অসম্ভব! অসম্ভব!

ইব্রা। নবাব আলীজা এক্ষণে কি বিরলে থাকবেন? দাসরা কি বিদায় হবে?

নবা। না—না—না, তোমরা আমায় একলা রেখে আর কোথাও যেও না, তা হলে আমি আত্মঘাতী হব। আমার আপনাকে আপনি আর বিশ্বাস নেই। এ কি সংবাদ? (পুনঃ পত্র পাঠ) অসম্ভব বা কিসে? এ জগতে যদি কিছু অসম্ভব হয়, তবে সে সততা, কৃতজ্ঞতা, প্রত্যয়ের পাত্র, সাধুহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ আত্মজনই জগতে অসম্ভব। [পাপের ধরায় পাপকার্য্যের আবার অসম্ভব কি?] হবে কেন, এমন হবে কেন? যা অস্বাভাবিক, তা কি কখনও সম্ভব? পিশাচের সহোদরা অপ্সরা হওয়া কখনই সম্ভব নয়। দলনী বিশ্বাসঘাতিনী? আর কারে বিশ্বাস করবো? ইব্রাহিম, বল বল, সত্য বল, তুমি এখনও কেন আমার কাছে রয়েছ? তোমার বস্ত্র-মধ্যে তো ঘাতকের ছুরী লুকায়িত নেই? সম্মানসম্ভাষণ করতে করতে তো তুমি আমায় বধ করবে না? ইরফান্, এ পত্র তোমার হাত দিয়ে এসেছে, এতে যদি কোন তীব্র গরল মাখিয়ে দিয়ে থাক, তবে এখনও আমায় বল; এর স্পর্শে কি প্রাণনাশ হয়? বল,—বল,—বল, আমি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত নই, যদি মরতে হয়, যেন ঈশ্বরের নাম নিয়ে মরতে পারি।

ইব্রা। জাঁহাপনা, অনুমতি করুন, এ হীন প্রাণ আপনার সম্মুখে বিসর্জ্জন দিই, মৃত্যুর পূর্ব্বে যেন আপনার বিশ্বাসে বঞ্চিত না হই।

নবা। দুঃখ করো না ইব্রাহিম, দুঃখ করো না, অভিমান করো না, জানি, জানি তুমি বিশ্বাসী। তোমাকে হিতাকাঙ্ক্ষী ব'লে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে। কিন্তু নরকের সংশয় এসে আমায় অধিকার কচ্ছে। দলনী অবিশ্বাসিনী! আমার দলনী অবিশ্বাসিনী! তবে আর কাকে বিশ্বাস করবো? আমার আপনাকে আর আপনি বিশ্বাস নাই। আমি কে? দেখ দেখি ভাল ক'রে তোমরা, যথার্থ বল দেখি, আমিই কি কাশেম আলী? না আর কেউ প্রতারণা করে এসে বাংলার নবাবী উপভোগ করছে? [কি হ'লো? কি হলো? সে সরল নয়ন যে কখনও আমারই সম্মুখে বিলাসের কটাক্ষপাত করতে সাহসী হ'ত না, সে যে আপনার পতিকেও প্রেমসম্ভাষণ করতে লজ্জিতা হতো। আদরে তার অঙ্গস্পর্শ করলে, সে যে লজ্জাবতী লতার ন্যায় সঙ্কুচিতা হ'তো, আর দু'দিনে, এই বিপরীত পরিবর্তন?] দলনী আমিয়টের উপপত্নী?—বাঙ্গালার নবাবের প্রিয়মহিষী দাসাধম ফিরিঙ্গীর পদসেবার দাসী? বল—বল—ইব্রাহিম, দয়া করতে বল, ক্ষমা করতে বল, ধর্ম্মের মুখ চাইতে বল! কোথায় ধর্ম্ম? ধর্ম্ম ত এখন বঞ্চক, ভীরু, কাপুরুষকে রক্ষা করে, ধার্ম্মিককে রক্ষা করতে ধর্ম্ম এখন আর সমর্থ নয়। তকী আবার তাকে এখানে পাঠাবে কি না, তার অনুমতি চেয়েছে! ফিরিঙ্গীর উচ্ছিষ্টা ধর্ম্মভ্রষ্টা কলঙ্কিনী দলনী এখনও জীবিতা? আমিয়ট মরেছে, আমার হাত হতে নিষ্কৃতি পেয়েছে। আর তার কিছু করতে পারলেম না কিন্তু কলঙ্কিনীকে আমি কিছুতেই নিষ্কৃতি দেব না। পাপীয়সী আমার মুখে কালি দিলে,—জীবন বিষময় ক'রে দিলে। বিষে তার

জীবন নিঃশেষ করতে হবে। ইব্রাহিম, এখনি তকিকে পরোয়ানা লিখে দাও যে, পত্রপাঠ দলনীকে বিষপ্রয়োগ করে। যাও পরোয়ানা লিখে নিয়ে এস। [আমার কক্ষে আমার সাক্ষাৎ পাবে। ওহো, কি হ'লো! কি হ'লো!]

ইব্রা°। জাঁহাপনা কি একাকী থাকবেন?

নবা°। ভয় নেই, ভয় নেই, কাপড়ওয়ালার ভগিনীর জন্যে বাঙ্গালার নবাব আত্মঘাতী হবে না; যাও, পরোয়ানা নিয়ে এস। [উঃ, কি হ'লো! কি হ'লো! দলনী, আমার প্রাণপাত ভালবাসার কি এই ফল হ'লো? এই ফল হ'লো? ওহো হোঃ হোঃ!]

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পর্ব্বতগুহা

শৈবলিনী

শৈব। মরি মরি, কি দেখি! সম্মুখে, পশ্চাতে, বামে, দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে, নিম্নে কি দেখি? আমার হৃদয়ে কি দেখি? আহা! হৃদয় ভ'রে কেমন পদ্মফুল ফুটেছে! আর তার উপর কে এ আলো ক'রে ব'সে? কার পাদপদ্মে আমি ভ্রমর হয়ে গুন্ গুন্ করছি? কে এ? কে ও? সেই—সেই, তিনি—তিনি! যিনি আমার স্বামী। এ কি রূপ!

এ দেহ যে রূপের শিখর! এই যে প্রশস্ত ললাট চন্দনচর্চ্চিত, চিন্তা-রেখাবিশিষ্ট! এ যে সরস্বতীর শয্যা, ইন্দ্রের রণভূমি, মদনের সুখকুঞ্জ, লক্ষ্মীর সিংহাসন, এর কাছে প্রতাপ? ছি ছি! সমুদ্রের কাছে গঙ্গা? ঐ যে নয়ন জ্বল্‌ছে, হাস্‌ছে, ভাস্‌ছে, স্থির স্নেহময় করুণাময় ঈষৎরঙ্গপ্রিয়, এর কাছে কি প্রতাপের চক্ষু? কেন আমি ভুললুম, কেন মজলুম, কেন মলুম! এই যে সুন্দর সুকুমার বলিষ্ঠ দেহ, নবপত্র-শোভিত শালতরু, মাধবীজড়িত দেবদারু, কুসুমপরিব্যাপ্ত পর্ব্বত, অর্দ্ধেক সৌন্দর্য্য, অর্দ্ধেক শক্তি, আধ চন্দ্র আধ ভানু, আধ গৌরী আধ শঙ্কর, আধ রাধা আধ শ্যাম! কিসের প্রতাপ? আগে কেন না দেখলুম, কেন মজলুম, কেন মলুম? ঐ যে হাসি, পুষ্পপাত্রস্থিত মল্লিকারাশিতুল্য, মেঘমণ্ডলে বিদ্যুৎতুল্য, দুর্ব্বৎসরে দুর্গোৎসবতুল্য, আমার সুখস্বপ্ন-তুল্য, কেন দেখলুম না, কেন কুল হারালুম, ~~কেন মজলুম~~, কেন মলুম? এই যে ভালবাসা সমুদ্রতুল্য অপার, অপরিমেয়, স্থির, গম্ভীর, মাধুর্য্যময়, কেন বুঝলুম না, কেন হৃদয়ে তুললুম না? কেন আপনা খেয়ে প্রাণ দিলুম না? কে আমি? তাঁর কি যোগ্য? বালিকা, অজ্ঞান, অনক্ষর, অসৎ, তাঁর মহিমাজ্ঞানে অশক্ত! তাঁর কাছে আমি কে? সমুদ্রে শম্বুক, কুসুমে কীট, চন্দ্রে কলঙ্ক, চরণে রেণু, জীবনে কুস্বপ্ন, সুখে বিঘ্ন, আশায় অবিশ্বাস, তাঁর কাছে আমি কে? কেন মজলুম, মজলুম ত মলুম না কেন? কেন মলুম না? কেন মলুম না? মলুম না, মলুম না, মলুম না! মলুম—মলুম—মলুম। (পতন ও মূর্চ্ছা)

(রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

রামা। এত দিন মানবচিত্ত অধ্যয়ন ক'রে আমি ঈশ্বরানুকম্পায় যৎকিঞ্চিৎ

যা শিক্ষালাভ করেছি, তাতে এই বুঝেছি যে, একাগ্রমনে অহরহঃ যা চিন্তা করবে, চিত্ত সেই দিকেই ধাবিত হবে, শৈবলিনীর চিত্তের উপর পরীক্ষার দ্বারা আজ তার প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করছি। এই আকাঙ্ক্ষা, —এই দুর্দ্দমনীয় আসক্তি, এই উন্মাদ প্রণয়, কিছু না, কিছু না; কেবল ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে মনের বিকার মাত্র। [চক্ষু এক জনকে রূপবান্ দেখে, কর্ণ তার কণ্ঠস্বরে মোহিত হয়, ত্বক্ স্পর্শসুখের জন্য ব্যাকুল হয়, এইরূপে ইন্দ্রিয়সকল মনকে অধিকার করে, তার চিন্তায় অনবরত নিযুক্ত করে; কাজে কাজেই মন তাকে পাবার জন্য উন্মাদগ্রস্ত হয়।] মনুষ্যের ইন্দ্রিয়-পথ রোধ কর; ইন্দ্রিয় বিলুপ্ত কর,—মনকে বাঁধ, বেঁধে একটি পথে ছেড়ে দাও, অন্য পথ বন্ধ কর, ইন্দ্রিয়ের আধিপত্যে মনের যে স্বেচ্ছাচারিত্ব, তা অপহৃত কর। মন কি করবে? সেই এক পথে যাবে, [তাতে স্থির হবে, তাতে মজবে, এই মহামন্ত্র। এ মন্ত্রে চিরপ্রবাহিতা নদী অন্য খাতে চালান যায়; এ বজ্রে পাহাড় ভাঙ্গে, এ গণ্ডূষে সমুদ্র শুষ্ক হয়, এ মন্ত্রে বায়ু স্তম্ভিত হয়।] এই ত শৈবলিনীর চিত্তের চিরপ্রবাহিত নদী ফিরলো, [পাহাড় ভাঙ্গলো, সমুদ্র শুকাল, বায়ু স্তম্ভিত হলো। দৈবাদেশ মনে ক'রে শৈবলিনী সপ্তাহকাল আমার উপদেশমত কার্য্য করেছে।] আজ সাত দিন নীরবে নির্জ্জনে অর্দ্ধাশনে, অনশনে, কর্কশ পাষাণাসনে ঘোর তিমিরে একাগ্রমনে স্বামীর ধ্যানে থেকে, শৈবলিনী প্রতাপকে ভুলে—চন্দ্রশেখরকে ভাল-বাসলে! যে ললাট বিদ্যার্জ্জনচিন্তারেখাবিশিষ্ট দেখে বিরক্ত হ'তো, সেই ললাটই তো আবার মদনের সুখকুঞ্জ দেখলে! [এইরূপেই মন ঈশ্বর লাভ করতে পারে। একটি ক্ষুদ্র তটিনীর স্রোত ফেরাবার জন্য লোক কত বুদ্ধিচালনা, কত অর্থব্যয়, কত পরিশ্রম করে, আর আপনার

মনের স্রোত নশ্বর হ'তে অবিনশ্বরের খাদে কেন ফিরিয়ে দেয় না? মনের স্রোতটুকু একটু ফিরিয়ে দেবার জন্যে কেন প্রয়াস করে না? আর কিছু না, একবারমাত্র ইন্দ্রিয়সকলকে প্রলোভনের পথ থেকে দূরে রেখে মনকে সেই পতিতপাবন পরমেশ্বরের পায়ে ফেলে দেওয়া! দেখা দাও—দেখা দাও ব'লে সেই সর্ব্বৈশ্বর্য্যের আধার, অনন্ত সুন্দর পরমেশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে একমনে ধ্যান করা। তা হলেই সেই কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু ব্যথাহারী হরি হৃদয়ে পাদপদ্মে দিয়ে এসে দাঁড়াবেন। সে মোহন রূপ একবার দেখলে মন আর পৃথিবীর রূপের দিকে ফিরেও চাবে না, হৃদয়ে একবার সে ঐশ্বর্য্যের বিভব অনুভব করলে—জগতের রজত-কাঞ্চন মলামাত্র বোধ হবে। জয়-জয় হরি হে! হরি হে!

শৈব। আঃ—আঃ, এ কি! কোথায় যাই! কোথায় নিয়ে যায়!

রামা। আর বিলম্ব নয়, চন্দ্রশেখরকে দেখি।

[প্রস্থান।

শৈব। কখন্ ম'রে গেলুম, জান্‌তে পার্‌লুম না! কখন মলুম? একেবারে কোথায় তুলে নে যাচ্ছে? কত দূর—কত দূর! উপরে ও কারা? ঐ যে মেঘের তরঙ্গমধ্য হ'তে মুখ তুলে আমায় দেখে হাস্‌ছে! এরাই কি স্বর্গের অপ্সরা? আহা! ঐ কত জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী—সোনার অঙ্গ, গলায় বিদ্যুতের মালা, কবরীতে তারার হার, স্বর্ণমেঘে আরোহণ ক'রে গগনে বিচরণ করছেন। ইস্, পাছে আমার পাপ দেহের ছায়া গায়ে লাগে, তাই বুঝি স'রে স'রে যাচ্ছেন? আর নীচে এ কি! কি ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি! কি প্রকাণ্ড শরীর! অন্ধকার—অন্ধকার! ভৈরবী রাক্ষসী হাঁ ক'রে আস্‌ছে! আমায় গিল্‌বে! গিল্‌বে! তাই

ঐ উপরের তারাগুলো মিট্‌মিট্‌ ক'রে হাস্‌ছে ! আরও নীচে ও কি ? অন্ধকার—অন্ধকার ! কিছু দেখা যায় না, খালি গর্জ্জন শোনা যাচ্ছে। ঐ নরক ! না—না, ছেড়ো না, ছেড়ো না ! [পিশাচ, ছাড়িস্‌ নি—ঐ ছেড়ে দিলে !] ধর ধর, গেলুম—গেলুম ! [কোথায় যাচ্ছি ?] রক্ষা কর—রক্ষা কর। কোথায় তুমি স্বামী ? [কোথায় প্রভু, স্ত্রীজাতির জীবনসহায় ? আরাধনার দেবতা, সর্ব্বের সর্ব্বমঙ্গল কোথায় তুমি চন্দ্রশেখর ? তোমার চরণারবিন্দে সহস্র সহস্র প্রণাম, তুমি আমায় রক্ষা কর !] তোমার নিকট অপরাধ ক'রে আমি নরককুণ্ডে পতিত হচ্ছি ! তুমি রক্ষা না কর্‌লে কোন দেবতাই আমায় রক্ষা কর্‌তে পার্‌বে না। [আমায় রক্ষা কর ! তুমি আমায় রক্ষা কর ! প্রসন্ন হও !] এইখানে এসে চরণ-যুগল আমার মস্তকে তুলে দাও, তা হ'লেই আমি নরক হ'তে উদ্ধার পাব।

(পতন)

(চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

চন্দ্র। শৈবলিনি !

(মূর্চ্ছাগতা শৈবলিনীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া উপবেশন)

শৈব। আঃ—আঃ, বাঁচলুম, প্রাণ জুড়াল ! কি সৌরভ, আর ত সে নরক নেই, সে গর্জ্জন নেই ! আমি বাঁচলুম। তবে কি আমি মরি নি ? স্বপ্ন ? যা দেখেছিলুম, তা কি স্বপ্ন ? না, এই ত আমি জীবন্ত—জেগে ! হ্যাঁ—হ্যাঁ জেগে। তবে—তবে (উঠিয়া) অ্যাঁ—এ কে ? তুমি ? না না, হ্যাঁ হ্যাঁ, চিনেছি—চিনেছি, তুমি—তুমি ! পতি, প্রভু, দেবতা ! দেখা দিলে প্রভু ? ব্রহ্মচারিবেশে কেন ?

চন্দ্র। শৈবলিনি, স্থির হও। ভাল হয়ে স্থির হয়ে বসো, অমনি না পার, আমার কাঁধে মাথা রেখে বসো। কেঁদো না, কেন অত কাঁদ্‌ছো ?

শৈব। আমি বড় যন্ত্রণা পাচ্ছি, আর সহ্য হয় না! এখন আমার দশা কি হবে?

চন্দ্র। তুমি আমাকে দেখতে চেয়েছিলে কেন?

শৈব। বোধ হয় আমি আর অতি অল্প দিন বাঁচবো—

চন্দ্র। চুপ কর্‌লে কেন?

শৈব। রসো—রসো, মর্‌বার কথা মনে হয়েছে, অমনি স্বপ্নের কথা মনে হয়েছে! কি ভয়ানক! উহুঃ! নরক! নরক!

চন্দ্র। শৈবলিনি, অন্য কথা কও, ও সব চিন্তা করো না।

শৈব। না না, তা ভাবছি নি। হ্যা, বল্‌ছিলাম, অল্পদিন বাঁচবো, মর্‌বার আগে তোমাকে একবার দেখতে সাধ হয়েছিল। এ কথায় কে বিশ্বাস কর্‌বে? কেন বিশ্বাস কর্‌বে? যে ভ্রষ্টা হয়ে স্বামী ত্যাগ ক'রে এসেছে, তার আবার স্বামী দেখবার সাধ কি?

চন্দ্র। তোমার কথায় অবিশ্বাস নাই, আমি জানি যে, তোমাকে বলপূর্ব্বক ধ'রে এনেছিল।

শৈব। সে মিথ্যে কথা। আমিই ইচ্ছাপূর্ব্বক ফষ্টরের সঙ্গে চ'লে এসেছিলুম। ডাকাতির পূর্ব্বে ফষ্টর আমার নিকট লোক পাঠিয়েছিল।

চন্দ্র। গুরুদেব! (গাত্রোত্থান) শৈবলিনি! দ্বাদশবার্ষিকী প্রায়শ্চিত্ত কর, যদি উভয়ে বেঁচে থাকি, তবে প্রায়শ্চিত্তান্তে আবার সাক্ষাৎ হবে, এক্ষণে এই পর্য্যন্ত।

শৈব। মিনতি করি—পায়ে ধরি, আর একবার বসো, বোধ হয়, প্রায়শ্চিত্ত আমার অদৃষ্টে নেই। ঐ আবার, আবার সেই পিশাচগুলো!

চন্দ্র। কই, কিছু না।

শৈব। না না, তুমি বসো! তোমায় খানিক দেখি।

চন্দ্র। (উপবেশন) চোখ মোছ।

শৈব। আত্মহত্যায় পাপ আছে কি?

চন্দ্র। আছে, কেন মরতে চাও?

শৈব। মরতে পার্‌ব না, আবার সেই নরকে পড়বো।

চন্দ্র। প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লেই সেই নরক থেকে উদ্ধার হবে।

শৈব। এমন নরক হ'তে উদ্ধারের প্রায়শ্চিত্ত কি?

চন্দ্র। সে কি?

শৈব। এ পর্ব্বতে দেবতারা এসে থাকেন, তাঁরা আমায় কি করেছেন বল্‌তে পারি নি, আমি রাত্তির দিন নরক স্বপ্ন দেখি। ঐ—ঐ

চন্দ্র। কি দেখছো?

শৈব। চুপ্‌! ঐ—

চন্দ্র। কেন ভয় পাচ্ছ?

শৈব। ঐ—

চন্দ্র। কিসের ভয়? কথা কও। ওদিক্ পানে কি দেখছো? আমার মুখপানে চাও। শৈবলিনি,—শৈবলিনি,—শৈবলিনি!

শৈব। প্রভু, রক্ষা কর! রক্ষা কর! তুমি আমার স্বামী, তুমি না রাখ্‌লে কে রাখবে?

চন্দ্র। কি হয়েছিল? কি দেখছিলে?

শৈব। সেই নরক!

চন্দ্র। (স্বগত) এইখানেই শৈবলিনীর জীবনেই নরকভোগ আরম্ভ।

শৈব। আমি মর্‌তে পার্‌বো না, আমার ঘোরতর নরকের ভয় হচ্ছে। মলেই নরকে যাব, আমাকে বাঁচতেই হবে। কিন্তু একাকী আমি

দ্বাদশ বৎসর কি ক'রে বাঁচবো? আমি চেতনে অচেতনে কেবল নরকই দেখছি।

চন্দ্র। চিন্তা নাই, উপবাস এবং মানসিক ক্লেশে এই সব হয়েছে। বৈদ্যেরা একে বায়ুরোগ বলে। তুমি বেদগ্রামে গিয়ে গ্রামপ্রান্তে কুটীর নির্ম্মাণ কর, সেখানে সুন্দরী এসে তোমার তত্ত্বাবধান করবেন, চিকিৎসা করতে পারবে।

শৈব। ঐ দাঁড়িয়ে, মস্ত ঢেঙ্গা, মেয়েমানুষ, ভা—রি লম্বা, আরও বাড়ে, আরও—আরও—আরও!—কত—কত—কত,—ই-ই-ইঃ—যেন তালগাছ! ভয়ঙ্করী! এই দোর খুলে দিলে, উঃ-হুঃ-হুঃ, শীতে মরি,—শীতে মরি! কি দুর্গন্ধ! সব পোকা,—পোকা কিলবিল করছে! পিশাচ সব কাঁটা হাতে—বিছের বেত! মার মার ক'রে ধেয়ে আসছে। ধরলে—ধরলে—পায়ে জড়িয়ে ধরেছে! কোথা যাব? ধরলে—পায়ে জড়িয়েছে—সাপ! সাপ!—

চন্দ্র। ভয় নাই! ভয় নাই। স্থির হও! কিছু নাই।

শৈব। ঐ সুন্দরী এসেছে, আমায় নৌকো থেকে ফেরাতে এসেছিল, আমি যাই নি, তাই সাক্ষী দিতে এসেছে! পাপের সাক্ষী—আমার পাপের সাক্ষী! ঐ দেখ মার মার বলছে, আমি সতী ও অসতী! মার! মার! মের না মের না! মারতে মানা কর! সুন্দরী ভাই, আর মারতে বলো না; এই দেখ, আমার শরীরে আর কিছু নাই, মার মার আমার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। রক্তের নদীতে ফেলে চুবিয়েছে, হাঙ্গর-কুমীরে দাঁত দিয়ে আমার গায়ের মাংস কেটে কেটে নিয়েছে! এই দেখ, আমার চোখ দু'টো সাপে খুবলে খেয়েছে! আর পারি নি! দেখ, আমি তোমার

পায়ে ধ'রে কাঁদছি, নরকযন্ত্রণা আর সহ্য হয় না। দেখ, শৈবলিনীর দর্প চূর্ণ হয়েছে, পাপের শাস্তি আর কত হবে?

চন্দ্র। শৈবলিনি! আমার সঙ্গে এস শৈবলিনি!

শৈব। অ্যাঁ—কে?

চন্দ্র। আমার সঙ্গে এস শৈবলিনি।

শৈব। হ্যাঁ, চল—চল—চল, শীঘ্র চল, এখান হ'তে শীঘ্র চল, পালাই—পালাই।

[দৌড়িয়া যাইতে যাইতে পতন ও মূর্চ্ছা।

চন্দ্র। আহা, হা, কি হ'ল—কি হ'ল? (মুখে জল প্রদান) শৈবলিনি! শৈবলিনি!

শৈব। অ্যাঁ—কে! আমি কোথায়?

চন্দ্র। আমার কাছে, কোন ভয় নাই।

শৈব। তুমি কে?

চন্দ্র। কেন অমন কর্ছো? আমি যে তোমার স্বামী, চিন্তে পাচ্ছ না?

শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

"স্বামী আমার—সোনার মাছি বেড়ায় ফুলে ফুলে।
ত্তে কাঁটাতে এলে সখা বুঝি পথ ভুলে॥"

তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?

চন্দ্র। ও হো হো! যে দেবীর প্রভাবে এই মনুষ্যদেহ সুন্দর, তিনি শৈবলিনীকে ত্যাগ ক'রে যাচ্ছেন, বিরাট উন্মাদ এসে তাঁর সুবর্ণ-মন্দির অধিকার কচ্ছে। হায় হায়, দুঃখিনি! আহা হা হা—শৈবলিনি!

শৈব। হাঃ হাঃ হাঃ, শৈবলিনী কে? রসো রসো, একটি মেয়ে ছিল, তার নাম শৈবলিনী, আর একটি ছেলে ছিল, তার নাম প্রতাপ। এক

দিন রাত্তিরে ছেলেটি সাপ বয়ে বনে গেল, মেয়েটিও ব্যাং হয়ে বনে গেল, সাপটি ব্যাংটিকে গিলে ফেল্‌লে আমি স্বচক্ষে দেখেছি! হ্যাঁ গা, তুমি কি লরেন্স ফষ্টর?

চন্দ্র। গুরুদেব! এ কি কর্‌লে?

শৈব। কি করিলে প্রাণসখী মনচোরে ধরিয়ে।
ভাসিল পীরিতি-নদী দুই কূল ভরিয়ে॥

মনচোর কে? চন্দ্রশেখর! ধর্‌লে কাকে? চন্দ্রশেখরকে। ভাস্‌ল কে? চন্দ্রশেখর। দুই কূল কি? জানি নি। তুমি চন্দ্রশেখরকে চেন?

চন্দ্র। আমিই চন্দ্রশেখর।

শৈব। (গলা জড়াইয়া) তুমি—তুমি—তুমি! আমায় কিছু বল্‌বে না? আমি কত অপরাধ করিছি; তুমি রাগ করো না, বকো না, গাল দিও না; আমায় টেনে ফেলে দিও না, আমি বড় দুঃখী, বড় দুঃখ পাচ্ছি, আমি অজ্ঞান, আমায় কিছু বলো না, আমায় ছেড়ে যেও না। আমি তোমার সঙ্গে যাব।

চন্দ্র। চল।

শৈব। আমায় মার্‌বে না?

চন্দ্র। না।

(রামানন্দের প্রবেশ)

গুরুদেব! এ কি কর্‌লেন?

রামা। কি, দেখি। হুঁ, ভালই হয়েছে, চিন্তা করো না; তুমি এই মঠে দু' এক দিন বিশ্রাম কর, পরে এঁকে সঙ্গে ক'রে স্বদেশে নিয়ে

যেও। যে গৃহে ইনি বাস কর্‌তেন, সেই গৃহে এঁকে রেখো। যাঁরা এঁর সঙ্গী ছিলেন, তাঁদের সর্ব্বদা এঁর কাছে থাক্‌তে অনুরোধ করো; প্রতাপকেও সেখানে মধ্যে মধ্যে আস্‌তে বলো। আমি পশ্চাৎ যাচ্ছি।

চন্দ্র। প্রভুর যেমন আজ্ঞা।

রামা। চল, এখন মঠেই যাই।

শৈব। আমি তোমার সঙ্গে যাব, আর কারুর সঙ্গে নয়।

[সকলের প্রস্থান।

———

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

মুর্শিদাবাদ—দলনীর কক্ষ

দলনী

দলনী। (গীত)

আজু কাঁহা মেরি হৃদয়কি রাজা, কাঁহা কাঁহা ঢুঁড়তহি হাম।
আপন শির ম্যায় আপহি কাটনু, কোন্ কামসে তেয়াগিনু ধাম॥
ধরম করম, সরম ভরম, সব হি দিনু পানিয়ামে ডারি,
পিয়ারা নাগর, নটবর-শেখর, রহল কাঁহা সে কনকিয়া ঠাম॥
রোয়ত, রোয়ত, ধেয়ায়ত সোহি রূপ হো হো জপত হুঁ আজু হো সো নাম॥

কোথায় প্রাণেশ্বর, কোথায় আমি! ইংরেজদের সঙ্গে এই সর্ব্বনেশে যুদ্ধ বেধেছে, না জানি নাথ কত উদ্বিগ্ন হয়েছেন। কে

তাঁকে সান্ত্বনা করছে ? প্রাণেশ্বর পরিশ্রান্ত হ'লে কে তাঁর সেবা করছে ? আমি কি ভাবছি ? তাঁকে সেবা করবার লোকের অভাব কি ? হাজার দাসী যাঁর চরণসেবার জন্য লালায়িত, যিনি একবার স্মরণ করলে সহস্র সুন্দরী পদপ্রান্তে লুণ্ঠিত হয়, তাঁর কিসের অভাব ? কিন্তু তবু—তবু এ পোড়া প্রাণ বুঝে না ; আমি মনে করি, আমার মত আপনহারা হয়ে প্রাণ ঢেলে দিয়ে প্রাণনাথের পদসেবা বুঝি আর কেউ করবে না ; সে চরণসেবা করতে গেলে আমি নিজে সুখী হই, বোধ করি, তাই এম্‌নি মনে হয়। আর তাঁর কি আমায় মনে হয় ? আমি কাছে নেই ব'লে কি তিনি আমার অভাব অনুভব করেন ? আমায় দেখবার জন্যে কখন কি তাঁর মনে একটুও উৎকণ্ঠা হয় ? অবসর মত কি তিনি একবার আমায় স্মরণ করেন ? আমি পাগল, তিনি কেন তা করবেন ? আমি কে ? হাজার দাসীর মধ্যে আমি এক জন বৈ ত নয়। তাতে আবার তাঁর চরণে আমি ঘোরতর অপরাধে অপরাধী। অপরাধী বটে, কিন্তু তাঁর বিপদাশঙ্কায় ব্যাকুল হয়েই আমি এই অপরাধ করেছি ; হৃদয়ের উত্তেজনায় আমি রাজব্যবহার বিস্মৃত হয়েছিলুম, পত্নীর প্রাণের উচ্ছ্বাস বেগমের পদমর্য্যাদাকে ভাসিয়ে দিয়েছিল, তার পর আমি কত যন্ত্রণা—কত লাঞ্ছনা ভোগ করেছি, সে সব চরণে নিবেদন করলেও কি তিনি আমার উপর রাগ ক'রে থাকবেন ? না না, তা কখনই করবেন না ;—তিনি পুরুষশ্রেষ্ঠ, তাঁর হৃদয় অতি সরল অতি উদার, অতি উচ্চ। তিনি জানেন, তাঁর চরণ ভিন্ন আমার অন্য গতি নেই। আর—আর তিনি—আর তিনি—তিনি দাসীকে ভালবাসেন। ছি ছি, কি আস্পর্দ্ধা করছি ? না, একটু—একটুখানি—খুব একটুখানি

ভালবাসেন ; আমি জানি, আমি জানি, আমার মনের ভেতর মন জানে ; আমি তাই সহস্র দুঃখেও সুখী।

(মহম্মদ তকির প্রবেশ)

কে ও,—মহম্মদ তকি ? এ কি খাঁ সাহেব, আমাকে বে-ইজ্জৎ কর্‌ছেন কেন ?

মহ। আমার নসীব বড় খারাপ। বড় মন্দ খবর দিতে হচ্ছে। নবাব আপনার প্রতি নারাজ। .

দল। আপনাকে কে বল্‌লে ?

মহ। এত্‌বার না করেন, পরোয়ানা দেখুন।

দল। তবে আপনি পরোয়ানা পড়তে পারেন নি।

মহ। হজরৎ, আপনি নিজে পড়ুন।

(পরোয়ানা প্রদান)

দল। (পড়িয়া) হাঃ হাঃ হাঃ। ঝুট্‌—এ জাল ! আমার সঙ্গে এ রহস্য কেন ? মর্‌বে—সেই জন্য ?

মহ। আপনি ভয় পাবেন না। আমি আপনাকে বাঁচাতে পারি।

দল। ওহো, তোমার কিছু মতলব আছে। তুমি জাল পরোয়ানা নিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে এসেছ ?

মহ। তবে শুনুন, আমি নবাবকে লিখেছিলুম যে, আপনি আমিয়টের বোটে—তার—তার—

দল। তার কি—বল শীঘ্র ?

মহ। তার নজরে মঞ্জুর হয়ে—

দল। কি ?

মহ। তাব উপপত্নীস্বরূপ ছিলেন, সেই জন্য এই হুকুম এসেছে! হুজরৎ, গোলামেব গুণা মাপ করুন। আমি ভয় পেয়ে এ কাজ করেছিলুম, নিজেব জান্ বাঁচাবাব জন্যে এ কাজ করেছিলুম।

দল। কেন লিখেছিলে?

মহ। আমাব উপব পরোযানা ছিল যে, যে ইংরেজেব নৌকায আপনি আছেন, আমি গোলমাল না ক'রে, আপনাকে খালাস ক'রে সরকারের সামনে বওনা করি। কিন্তু লডায়েব গোলমালে, আগে হুজরতের তল্লাস করি নি। আখেব দেখলুম যে, ইংরেজের এক বোট আপনাকে নিয়ে পালিযে গেছে। তখন শূলে যাবার ভয়ে নবাবকে এই মিথ্যা কথা লিখেছিলুম।

দল। হুঁ, পরোয়ানা আবার দেখি। (দেখিযা) হুঁ, যথার্থ বটে, জাল নয়। কৈ বিষ?

মহ। বিষ কেন?

দল। পরোয়ানায় কি হুকুম আছে?

মহ। আপনাকে বিষ খাওয়াতে।

দল। তবে কৈ বিষ?

মহ। আপনি বিষ খাবেন না কি?

দল। আমার রাজার হুকুম, আমি কেন পালন কর্‌বো না?

মহ। যা হয়েছে—হয়েছে, আপনাকে বিষ পান কর্‌তে হবে না। আমি এর উপায় কর্‌বো।

দল। যে তোমার মতন পাপিষ্ঠের কাছে প্রাণদান গ্রহণ করে, সে তোমা অপেক্ষাও অধম। বিষ আন।

মহ। দেখিয়ে দলনী বিবি—

দল। দলনী বিবি!

মহ। নবাবের সঙ্গে তো আপনার ফারখত হয়ে গেল। এ খাপসুরৎ চেহারা, জোয়ান বয়স, আপনার কি এখন মর্‌বার সময়?

দল। তার পর?

মহ। আমার সঙ্গে দোস্তি করুন, জহর খেয়ে মর্‌তে হবে না।

দল। (জুতা প্রহার করিয়া) পাজি! হারামজাদ! বেইমান!

মহ। জুতি?—আচ্ছা!

[প্রস্থান।

দল। ও রাজরাজেশ্বর—সাহানশা—বাদ্‌শার বাদ্‌শা, এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়েছ? বিষ খাব? তুমি হুকুম দিলে কেন খাব না? তোমার আদরই আমার অমৃত, ক্রোধই আমার বিষ। তুমি যখন রাগ করেছ, তখনই আমি বিষ পান করেছি। তুমি আমায় অসতী ব'লে বিশ্বাস করেছ; এ অপেক্ষাও বিষে কি অধিক যন্ত্রণা? হে রাজাধিরাজ, জগতের আলো, অনাথার ভরসা, পৃথিবীর পতি, ঈশ্বরের প্রতিনিধি, দয়ার সাগর! কোথায় রইলে? আমি তোমার আদেশে হাস্‌তে হাস্‌তে বিষ পান কর্‌বো। কিন্তু তুমি দাঁড়িয়ে দেখলে না, এই আমার দুঃখ। ভাল, অনেক দুঃখ সয়েছে, এটাও সবে। প্রাণেশ্বর! পৃথ্বীনাথ! দাসী তোমার আজ্ঞাপালন কর্‌তে চল্‌লো। দলনীর ক্ষুদ্র জীবনের ক্ষুদ্র অভিনয়ের আজ শেষ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক

——]*০*০[——

প্রথম গর্ভাঙ্ক

উদয়নালা—শিবির

নবাব ও আমীর হোসেন

নবা। কে সে? কিসের বন্দী? এ সময় কি অন্য কোন প্রার্থনা শোন্‌বার আমার অবসর আছে?

আমী। জাঁহাপনা, এ এক জন স্ত্রীলোক, কলকাতা থেকে এসেছে, হেষ্টিংস সাহেব পত্র লিখে তাকে পাঠিয়ে দেছেন। সে ঠিক বন্দী নয়। লড়ায়ের আগের চিঠি বলে গোলাম তা নিয়েছে, কসুর হয়ে থাকে গোলাম হাজির আছে।

নবাব। পত্র তুমি পড়েছ?

আমী। আজ্ঞা, হ্যাঁ।

নবাব। মর্ম্ম শোনাও।

আমী। হেষ্টিংস সাহেব লিখেছেন যে, 'এ স্ত্রীলোক তা আমি চিনি নি, সে নিতান্ত কাতর হয়ে এসে আমার নিকট মিনতি করলে যে কলকাতায় সে নিঃসহায়, আমি যদি দয়া করে নবাবের নিকট পাঠিয়ে দেই, তবে সে রক্ষা পায়। আপনাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত

হচ্ছে, কিন্তু আমাদের জাতি স্ত্রীলোকের সঙ্গে বিবাদ করে না, এজন্য একে আপনার নিকট পাঠালেম, ভাল-মন্দ কিছু জানিনে।'

নবা। স্ত্রীলোক! স্ত্রীলোক! যেখানে স্ত্রীলোক, সেইখানেই অবিশ্বাস! আচ্ছা, তাকে আন।

(আমীর হোসেনের প্রস্থান ও কুলসমের সঙ্গে পুনঃ প্রবেশ)

এ কে? এ ত সেই কুলসম! সেই পাপিষ্ঠার দাসী। তুই কি চাস্ বাঁদী? মর্‌বি?

কুল। নবাব! তোমার বেগম কোথায়? দলনী বিবি কোথায়?

নবা। যেখানে সেই পাপিষ্ঠা, তুমিও সেখানে শীঘ্রই যাবে।

কুল। আমিও—আপনিও, তাই আপনার কাছে এসেছি। পথে শুনলুম, লোকে রটাচ্ছে, দলনী বেগম আত্মহত্যা করেছে। সত্য কি?

নবা। আত্মহত্যা! রাজদণ্ডে সে মরেছে। তুই তার দুষ্কর্ম্মের সহায়, তুই কুক্কুরের দ্বারা ভুক্ত হবি।

কুল। (সরোদনে) রাজদণ্ডে—দলনী বিবি রাজদণ্ডে মরেছে? তবে আপনিই দলনী বিবিকে মেরে ফেলেছেন? দলনী বিবি! দলনী বিবি! যার রাজ্য রক্ষা, প্রাণ রক্ষা কর্‌বার জন্য তুমি এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, এত কষ্ট, এত যন্ত্রণা সহ্য কর্‌লে, অবশেষে সেই কি না তোমায় বধ কর্‌লে! ওরে মূর্খ নবাব! কি সর্ব্বনাশ কর্‌লি? ওরে পাষণ্ড! পাপিষ্ঠ! পিশাচ! তুই কেমন ক'রে অমন সোনার পুতুল জলে ফেলে দিলি? আহা হা! দলনী বিবি, কেন আমার এমন কুমতি হলো? কেন আমি তখন তোমার সঙ্গে এলুম না? এই অকালে প্রাণ হারাবে ব'লে কি তুমি নৃশংস রাক্ষস মীরকাশেমকে প্রাণ সমর্পণ করেছিলে?

(ইব্রাহিম ইত্যাদির প্রবেশ)

সকলে। কি হয়েছে ? কি হয়েছে ?

ইব্রা। কে রে হারামজাদী।

(কুলসমের কেশধারণ)

নবা। থাক্ থাক্, একে এখন কিছু বলো না। কি বলে, শোন।

কুল। কি আর বল্‌বো, কি শুন্‌বে ? কে শুন্‌বে ? ওহো হো ! এই যে আপনারা সকলেই এসেছেন, ভালই হয়েছে। আমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী বলবো, শুনুন ! আমার এখনই বধাজ্ঞা হবে, আমি ম'লে কেউ আর তা শুন্‌তে পাবে না, এই সময় শুনুন। শুনুন, সুবে বাঙ্গালা-বেহারের মীরকাশেম নামে এক মূর্খ নবাব আছে, দলনী নামে তার এক বেগম ছিল, সে নবাবের সেনাপতি গুর্‌গণ খাঁর ভগ্নী।

সক। এঁ্যা—সে কি !

কুল। হ্যাঁ, দলনী গুর্‌গণ খাঁর ভগ্নী। গুর্‌গণ খাঁ ও দৌলৎ-উন্নেসা ইস্পাহান হ'তে পরামর্শ ক'রে জীবিকা অন্বেষণে বাঙ্গালায় আসে। দলনী যখন মীরকাশেমের গৃহে বাঁদীর স্বরূপ প্রবেশ করে, তখন উভয়ে উভয়ের উপকারার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। কিন্তু দলনী সকল ভুলে ঐ মূর্খ নবাবকে ভালবেসেছিল। তাই যখন শুন্‌লে যে, আপনার ভাই দুরভিসন্ধি ক'রে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ বাধাবার চেষ্টা কর্‌ছে, তখন এক রাত্রে আমায় নিয়ে গোপনে দুর্গ থেকে বেরিয়ে গুর্‌গণ খাঁর গৃহে যায়। তাকে অনেক মিনতি ক'রে যুদ্ধের অভিসন্ধি ত্যাগ কর্‌তে বলে, কিন্তু সেই নরাধম গুর্‌গণ কিছুতেই দলনীর

কথা শুন্‌লে না, বরং প্রহরীদের নিষেধ ক'রে আমাদের দুর্গ-প্রবেশ রহিত করলে। নবাবের বেগম তখন অনাথিনীর ন্যায় রাজপথে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলো। এক হিন্দু ব্রহ্মচারী আমাদের নিয়ে গিয়ে একটা বাড়ীতে আশ্রয় দেন, তার পরদিন বেগম সকল কথা খুলে লিখে নবাবকে দেবার জন্য এক পত্র সেই ব্রহ্মচারীর হাতে দেন। কিন্তু সেই রাত্রেই ফিরিঙ্গীরা সেই বাড়ী লুঠে গৃহস্বামী আর তার ভৃত্যকে বেঁধে নিয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বন্দী করে। নৌকা কতক দূর গেলে বুঝতে পারলুম যে, ফিরিঙ্গীদের শৈবলিনী ব'লে যে এক জন হিন্দু স্ত্রীলোক তাদের নৌকা থেকে পালিয়েছিল, তাকে মনে ক'রে বেগমকে ধ'রে নিয়ে যায়।

নবা। সত্য, সত্য, বাঁদীর কথা সব সত্য! তার পর—তার পর?

কুল। তার পর—তার পর, মুর্শিদাবাদে আমিয়ট আর দুজন সাহেবের আমাদের লোকের হাতে মৃত্যু হয়। আমরা যে নৌকায় ছিলুম সেই নৌকায় ফষ্টর বলে এক জন ফিরিঙ্গী ব্যায়রামে পড়েছিল, সে ভয়ে তাড়াতাড়ি নৌকা নিয়ে পালায়। কতক দূর যেতে যেতে দেখলে একখানা ছোট নৌকা তার নৌকার পেছনে পেছনে আস্‌ছে। ফষ্টর মনে করলে যে, নিজামতের নৌকা বেগমের উদ্ধারের জন্য আস্‌ছে। তাই ভয়ে তাড়াতাড়ি একটা চড়ায় বেগমকে নামিয়ে দিয়ে নৌকা নিয়ে পালাল।

নবা। তুমি কি করলে? তুমি বেগমের সঙ্গে নৌকা থেকে নাম্‌লে না?

কুল। আমার ঘাড়ে সে সময় সয়তান চেপেছিল সন্দেহ নেই, নইলে আমি সে সময় বেগমকে কেন পরিত্যাগ কর্‌বো? আমি সেই পাপিষ্ঠ ফিরিঙ্গীর দুঃখ দেখে তার প্রতি···সে কথা থাক। আমি

মনে কর্‌লুম, বেগমের সঙ্গে গেলে নিজামতের বিচারে আমার প্রাণদণ্ড হবে, সেই ভয়ে আমি নৌকা থেকে নামলাম না। তার পর নানা দেশ ঘুরে আমরা কলকাতায় গেলাম। সেখানে আমায় নৌকা থেকে নামিয়ে দিলে। আমি কলকাতায় গিয়ে যাকে দেখছি, তাকেই সেধেছি যে, আমায় পাঠিয়ে দাও, কেউ কিছু বলে নি। শুন্‌লুম যে, হেষ্টিংস্ সাহেব বড় দয়ালু, তাঁর কাছে কেঁদে গিয়ে তাঁর পায়ে ধর্‌লুম, তাঁরই কৃপায় এখানে এসেছি। এখন তোমরা আমার বধের উদ্যোগ কর, আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা নেই। আহা হা! বেগম আমায় এত ভালবাস্‌তেন, আমি তার বিলক্ষণ পরিশোধ কর্‌লুম! আমার জন্যে দলনী বিবি প্রাণ হারাল।

নবা। তোমরা শোন, এ রাজ্য আমার রক্ষণীয় নয়, এই বাঁদী যা বল্‌লে, তা সত্য—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। তোমরা পার, সুখে রক্ষা কর। আমি চল্‌লুম, আমি রুহিদাসের গড়ে স্ত্রীলোকদের মধ্যে লুকিয়ে থাক্‌বো, অথবা ফকিরী গ্রহণ কর্‌বো।

ইব্রা। জাঁহাপনা, ধৈর্য্য ধরুন। আপনার শরীর কাঁপছে যে!

নবা। শোন বন্ধুবর্গ, যদি আমাকে সিরাজউদ্দৌলার ন্যায় ইংরেজেরা—তাদের অনুচর মেরে ফেলে তবে তোমাদের কাছে আমার এই ভিক্ষা, সেই দলনীর কবরের কাছে আমায় কবর দিও। আর আমি কথা কইতে পারি নে। এখন যাও, কিন্তু তোমরা আমার এক আজ্ঞা পালন কর, আমি সেই তকি খাঁকে একবার দেখবো। আলি ইব্রাহিম খাঁ।

ইব্রা। হুজুর!

নবা। তোমার ন্যায় বন্ধু আমার জগতে নেই। তোমার কাছে আমার এইমাত্র ভিক্ষা, তকি খাঁকে আমার নিকটে নিয়ে এস।

ইব্রা। আলিজার অনুমতি শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

নবা। আর কেউ আমার উপকার কর্‌বে?

সকলে। অনুমতি করুন।

নবা। কেউ সেই ফষ্টরকে আন্‌তে পার?

আমী। আমি শুনেছি, সে হুগলীর কাছে ধরা পড়েছে। আমি তার সন্ধানে চললুম।

[প্রস্থান।

নবা। আর সেই শৈবলিনীকে? তাকে কেউ আন্‌তে পার্‌বে?

ইব্রা। অবশ্য এত দিন সে দেশে এসে থাক্‌বে, আমি তাকে নিয়ে আস্‌ছি।

নবা। যে ব্রহ্মচারী মুঙ্গেরে বেগমকে আশ্রয় দান করেছিলেন, তাঁর কেউ সন্ধান কর্‌তে পার?

ইব্রা। হুকুম হ'লে শৈবলিনীর সন্ধানের পর ব্রহ্মচারীর উদ্দেশে মুঙ্গেরে যেতে পারি।

নবা। গুর্‌গণের সংবাদ কি?

ইব্রা। তিনি ফৌজ নিয়ে উদয়নালায় আস্‌ছেন শুনেছি, কিন্তু এখনও পৌঁছুন নি।

নবা। ফৌজ—ফৌজ? কার ফৌজ?

ইব্রা। তাঁরই।

নবা। এখনও বিশ্বাসঘাতকের রক্ত দেখতে পেলুম না আচ্ছা, তোমরা বিদায় হও।

[নবাব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

কিন্তু গুর্‌গণ খাঁ দলনীর সহোদর! দলনী! দলনী! কি কর্‌লেম! তুমি আমার জন্যে পথে পথে কাঙ্গালিনীর ন্যায় বেড়ালে! রাজরাণী পরের অধীন হয়ে শত্রুর নৌকায় বন্দী হয়ে জলে জলে ভ্রমণ কর্‌লে। আর আমি কি না তোমায় বধ কর্‌লুম! তকির মিথ্যা কুৎসাপূর্ণ পত্রে কেন আমি উন্মাদ হলুম! কলঙ্কের লজ্জায় বিষের রিষে কেন আমি জ্ঞান হারালুম! কেন আমি স্থির চিত্তে বিবেচনা ক'রে দেখলুম না! [তোমার সেই বালিকার ন্যায় সরল মুখ, তোমার সেই অস্ফুট মধুর প্রণয়, সেই প্রাণঢালা ভালবাসা, সেই আত্মহারা হয়ে আমায় প্রাণসমর্পণ, কেন একবার স্মরণ হলো না? ওহে', বৃহৎ সাম্রাজ্যের রাজদণ্ড আমার হস্ত হ'তে স্খলিত হয়ে পড়ছে। এই শত শত রশ্মিপ্রতিঘাতী রত্নরাজি-খচিত বহুমূল্য সিংহাসন আজ টল্‌মল করছে, বহু যত্নেও রক্ষা হ'লো না! কিন্তু যে অজেয় রাজ্য বিনা যত্নে থাক্‌তো, সে কোথায় গেল? দলনীর প্রাণনাশের আজ্ঞা দিয়ে আমি রাজ্য-রক্ষায় ব্যস্ত হলুম, কুসুম ত্যাগ ক'রে কণ্টকে যত্ন কর্‌লুম!] কুলসম সত্যই বলেছে—বাঙ্গালার নবাব মূর্খ। মূর্খ না হ'লে স্বর্গের সুরভি কুসুমকে পদতলে দলিত করে? যে ক্রূর সর্প আমার দ্বারা তোমার প্রাণনাশ করিয়েছে, আগে তার মস্তক চূর্ণ কর্‌বো! তার পর? তার পর এ জীবন, দলনী, তোমার ধ্যানে উৎসর্গ কর্‌বো। দলনী—দলনী! প্রাণের দলনী আমার!

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

চন্দ্রশেখরের বাটীর কক্ষ

রামানন্দ ও চন্দ্রশেখর

রামা। কেমন, আমি যেরূপ বলেছিলেম, সেইরূপ আত্মশুদ্ধি করেছে ?

চন্দ্র। গুরুদেব ! সাধ্য মত আপনার আদেশ পালন কর্‌তে যত্ন করেছি ; তবে হৃদয় দুর্ব্বল, কত দূর কৃতকার্য্য হয়েছি, বল্‌তে পারি নে।

রামা। সঙ্কুচিত হয়ো না ; তুমি জিতেন্দ্রিয় পুরুষ। ক্ষুৎপিপাসাদি শারীরিক বৃত্তি সকল পূর্ব্ব হ'তে অনেক দূর তুমি আপন বশে আনয়ন করেছ, তার পর ইদানীং কঠোর অনশনব্রত আচরণ ক'রে আস্‌ছো। তোমার দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হবে। উপযুক্ত পাত্র না জান্‌লে গুপ্তবিদ্যা আমি কখনই তোমাকে প্রদান কর্‌তেম না। অপাত্রে এ সকল বিদ্যা অর্পিত হ'লে ফল অতি বিষময় হয়। যে যৌগিক ক্ষমতা তোমাকে প্রদান করেছি, আত্মসুখান্বেষী ব্যক্তি সে ক্ষমতা প্রাপ্ত হ'লে জগতের বিবিধ অনিষ্টসাধন কর্‌তে পারে।

চন্দ্র। গুরুদেব ! আপনার প্রদত্ত বিদ্যা আপনার আদেশ প্রাপ্ত না হ'লে আমি কখনও প্রয়োগ কর্‌বো না। আমার সমস্ত উদ্দেশ্য, সমস্ত বাসনা যাতে অপরের মঙ্গল লক্ষ্য ক'রে ধাবিত হয়, এই জন্য আজ কয়দিন অনবরত ঈশ্বরচরণে প্রার্থনা কর্‌ছি।

রামা। উত্তম। মানব মনকে ঈশ্বরচরণে অর্পণ কর্‌তে যতই অভ্যাস কর্‌বে, ততই তার আত্মা পশুভাব হ'তে বিমুক্ত হয়ে দেবভাবে পূরিত হবে। দেবভাবপূর্ণ আত্মা যা বাসনা কর্‌বে, তাই সিদ্ধ হবে। ঐ যে

সুন্দরী শৈবলিনীকে আনয়ন কর্‌ছে, এইবার ঔষধ প্রয়োগ কর। ঔষধ আর কিছু নয়, কমণ্ডলুস্থ জলমাত্র।

চন্দ্র। এতে কি হবে?

রামা। কন্যা এতে যোগবল পাবে।

(শৈবলিনীকে লইয়া সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দ। দাদা, বৌ ভাল হবে ত? মহাপুরুষ কি বল্‌লেন? দাদা, যে শৈবলিনীর সঙ্গে আমার এত ভাব ছিল, সে এখন আমায় ভাল ক'রে চিন্‌তে পারে না। কেন এমন হ'ল? আহা, এ যখন এখানে ছিল না, কত গাল-মন্দ দিয়েছি। এখন যে আমি এত আদর কর্‌ছি, যত্ন কর্‌ছি, তা বৌ কিছু বুঝতে পার্‌ছে না; এক দিন এর মরণ প্রার্থনা করেছিলেম, কিন্তু আজ যে আমি এর জন্যে কাঁদ্‌ছি, তা ত ও জান্‌তে পার্‌লে না।

রামা। এস, আমরা একবার বাইরে যাই। চন্দ্রশেখর ঔষধ প্রয়োগ কর্‌বেন, সে সময় কারুর এখানে থাকা উচিত নয়। কোন ভয় নাই, শৈবলিনী আবার প্রকৃতিস্থ হবেন।

শৈব। ও পার্ব্বতী দিদি, চল্‌লি কেন? তা ভাত ছুঁয়ে ফেলেছিস্‌, আমি রাগ কর্‌বো না, তোকে মার্‌বো না, আয়।

সুন্দ। ঐ শোন দাদা!

চন্দ্র। তুমি একটু বাইরে থাক, ডাকবামাত্র এস।

[সুন্দরী ও রামানন্দ স্বামীর প্রস্থান।

চন্দ্র। শৈবলিনী, এইখানে ব'স।

শৈব। তা বৈ কি, আমি বুঝি জানি নি। ওখানে বস্‌লে জাত যাবে না?

চন্দ্র। আমি বল্‌ছি, এইখানে ব'স। আমায় চেন দেখি।

শৈব। (সুরে) চিনেছি চিনেছি চিনেছি হে নাগব রসিয়া ;

হৃদয-আসন রেখেছি পাতিযে ব'স হে কানাই আসিযা।

ধোযাইযা চবণ নযনের জলে,

মুছাই যতনে কাল কেশজালে ;

বুকে বেখে সুখে দুঃখ বিসাব হে,

সখা, দুঃখ বিসবি হে।

দিব হে দিব হে এ ছার শরীর,

কুল মান লাজ যা আছে নারীর,

তোমাকে হে ডালি দিব বনমালী হাসি হাসি হাসিয়া।

হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—

চন্দ্র। শৈবলিনি।

শৈব। পার্ব্বতী দিদি কোথায গেল? দিদিকে ডাক না, একটা গান গাক্।

চন্দ্র। আমায় দেখতে পাচ্ছ না? কি বল্‌ছো? ভাল ক'বে কথা কও।

শৈব। (সুবে) আমার মরম কথা ভাই লো ভাই,

আমার শ্যামের বামে কই সে রাই ?

আমার মেঘের কোলে কই সে চাঁদ ?

মিছে লো পেতেছি পিরীতি-ফাঁদ।

কিছু ঠিক পাই নি—কে যেন নেই ; কে যেন ছিল—সে যেন নেই ; কে যেন আস্‌বে—সে যেন আসে না ; কোথা যেন এসেছি—সেখানে যেন আসি নি ; কাকে যেন খুঁজি—তাকে যেন চিনি নে। কেন—আমার এমন হলো ! কেন এমন হলো ? (ক্রন্দন)

চন্দ্র। আহা হা হা! শৈবলিনি, একটু এই জল খাও দেখি! (জল প্রদান) এস, এইখানে ব'স। (আসনে উপবেশন) ব'স, আর একটু জল খাও।

[যৌগিক ক্রিয়া দ্বারা হস্ত-সঞ্চালন ও ক্রমে ক্রমে শৈবলিনীর নিদ্রাবেশ]!

শৈবলিনি !

শৈব। আজ্ঞে।

চন্দ্র। আমি কে?

শৈব। আমার স্বামী।

চন্দ্র। তুমি কে?

শৈব। শৈবলিনী।

চন্দ্র। এ কোন্ স্থান?

শৈব। বেদগ্রাম—আপনার গৃহ।

চন্দ্র। বাইরে কে কে আছে?

শৈব। প্রতাপ, সুন্দরী এবং আর আর অনেক লোক।

চন্দ্র। তুমি এখান হ'তে গিয়েছিলে কেন?

শৈব। ফষ্টর নিয়ে গিয়েছিল বলে।

চন্দ্র। এ সকল কথা এত দিন তোমার মনে পড়ে নি কেন?

শৈব। মনে ছিল, ঠিক ক'রে বল্‌তে পার্‌ছিলুম না।

চন্দ্র। কেন?

শৈব। আমি পাগল হয়েছি।

চন্দ্র। সত্য সত্য—না, কাপট্য আছে?

শৈব। সত্য সত্য, কাপট্য নেই।

চন্দ্র। তবে এখন ?

শৈব। এখন এ যে স্বপ্ন! আপনার গুণে জ্ঞানলাভ করেছি!

চন্দ্র। তবে সত্য কথা বল্‌বে ?

শৈব। বল্‌বো।

চন্দ্র। তুমি ফষ্টরের সঙ্গে গেলে কেন ?

শৈব। প্রতাপের জন্যে।

চন্দ্র। (স্বগত) কি—কি! ওঃ! আমি অন্ধ হয়েছিলেম। (প্রকাশ্যে) প্রতাপ কি তোমার জার ?

শৈব। ছি! ছি!

চন্দ্র। তবে কি ?

শৈব। এক বোঁটায় আমরা দুটি ফুল এক বন মধ্যে ফুটেছিলুম, ছিঁড়ে পৃথক্ করেছিলেন কেন ?

চন্দ্র। (স্বগত) সত্য, কেন আমি এ বালিকার দিকে চাইলুম না! নিজের সুখ-ইচ্ছায় অন্ধ হয়ে কেন এর মুখপানে তাকাই নি! আমার পাপের প্রতিফল হয়েছে! আমার দুরাশার—ইন্দ্রিয়-লালসার উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে! (প্রকাশ্যে) যে দিন প্রতাপ ম্লেচ্ছের নৌকা থেকে পালাল, সে দিন গঙ্গায় সাঁতার মনে পড়ে ?

শৈব। পড়ে।

চন্দ্র। কি কি কথা হয়েছিল ?

শৈব। প্রতাপ দেবতা, কিন্তু অতি নির্দ্দয় দেবতা। আমি তাকে প্রণয়ভাবে মনে স্থান দেব না, এ জন্মের মত সে কথা ভুলে যাব, এই শপথ করিয়ে নিলে,—নিজে জলে ডুবে প্রাণত্যাগ কর্‌বে,

এই ভয় দেখিয়ে আমাকে শপথ করিয়ে নিলে। প্রতাপের সঙ্গে আমার সব সম্পর্ক ঘুচে গেল! নির্দ্দয়—নির্দ্দয়! দেবতা নির্দ্দয়!

চন্দ্র। (স্বগত) ধন্য! ধন্য প্রতাপ! ধন্য ইন্দ্রিয় জয়! ধন্য অমানুষিক হৃদয়বল। বাল্যের মধুর প্রেম-বিস্মরণ। সুন্দরী যুবতীর আত্মদান অনায়াসে প্রত্যাখ্যান! হৃদয়ের আশৈশব বাসনা-বিসর্জ্জন! পুরুষের পক্ষে এ অপেক্ষা কঠিন পরীক্ষা জগতে আর নাই। এ পরীক্ষায় তোমার প্রতিযোগী দেবলোকেও দুর্ল্লভ। (প্রকাশ্যে) তবে তুমি ফষ্টরের সঙ্গে বাস করলে কেন?

শৈব। বাস মাত্র। যদি তাদের সঙ্গে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।

চন্দ্র। বাস মাত্র! তবে কি তুমি সাধ্বী?

শৈব। প্রতাপকে আমি মনে মনে আত্মসমর্পণ করেছিলুম, এ জন্য আমি সাধ্বী নই—মহা পাপিষ্ঠা।

চন্দ্র। নচেৎ?

শৈব। নচেৎ সম্পূর্ণ সাধ্বী।

চন্দ্র। ফষ্টর সম্বন্ধে?

শৈব। কায়মনোবাক্যে।

চন্দ্র। সত্য বল—সত্য বল—সত্য বল!

শৈব। সত্যই বলছি।

চন্দ্র। [(স্বগত) দীনবন্ধো! তুমিই হিন্দুকুলবালাকে অতি পাতক হ'তে রক্ষা করেছ। (প্রকাশ্যে)] তবে ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে জাতিভ্রষ্টা হ'লে কেন?

শৈব। আপনি সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী, বলুন, আমি জাতিভ্রষ্টা কি না? আমি তার

অন্ন খাই নি, তার স্পৃষ্ট জলও খাই নি। প্রত্যহ স্বহস্তে পাক ক'রে খেয়েছি—হিন্দু পরিচারিকারা আয়োজন ক'রে দিয়েছে। এক নৌকায় বাস করিছি বটে, কিন্তু গঙ্গার উপর!

চন্দ্র। (স্বগত) সংসারীদের মধ্যে একটা কথা আছে যে, মনোভাব গোপনের জন্য ভাষার সৃষ্টি। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভাষার উপর বক্তার প্রকৃতির অধিকার নাই। যোগশক্তিপ্রভাবে শৈবলিনীর আত্মা আপন কথা রসনায় ব্যক্ত কর্‌ছে মাত্র। শৈবলিনীর এ কথা মিথ্যা নয়। শৈবলিনীর দেহ পবিত্র। হায় হায়, কি দুষ্কর্ম্ম করেছি! স্ত্রীহত্যা কর্‌তে বসেছিলেম! (প্রকাশ্যে) এ সকল কথা কাকেও বল নি কেন?

শৈব। আমার কথায় কে বিশ্বাস কর্‌বে?

চন্দ্র। এ সকল কথা কে জানে?

শৈব। ফষ্টর ও পার্ব্বতী।

চন্দ্র। পার্ব্বতী কোথায়?

শৈব। মাসাবধি হ'ল মুঙ্গেরে ম'রে গেছে।

চন্দ্র। ফষ্টর কোথায়?

শৈব। উদয়নালায় নবাবের শিবিরে।

চন্দ্র। তোমার রোগের কি প্রতিকার হবে বুঝতে পার?

শৈব। আপনার যোগবল আমাকে দিয়েছেন, তৎপ্রসাদে জান্‌তে পেরেছি, আপনার শ্রীচরণকৃপায় আপনার ঔষধে আরোগ্যলাভ কর্‌বো।

চন্দ্র। আরোগ্যলাভ কর্‌লে কোথা যেতে ইচ্ছা কর?

শৈব। যদি বিষ পাই তো খাই, কিন্তু নরকের ভয় করে।

চন্দ্র। মর্‌তে চাও কেন?

শৈব। এ সংসারে আমার স্থান কোথায়?

চন্দ্র। কেন, আমার গৃহে ?

শৈব। আপনি কি আর আমায় গ্রহণ কর্‌বেন ?

চন্দ্র। যদি করি ?

শৈব। তবে কায়মনে আপনার পদসেবা করি। কিন্তু আপনি কলঙ্কী হবেন।

চন্দ্র। কিসের শব্দ ? (নেপথ্যে অশ্বপদ শব্দ) দেখ, আমার যোগবল নাই, রামানন্দ স্বামীর যোগবল পেয়েছ, বল, ও কিসের শব্দ ?

শৈব। ঘোড়ার পায়ের শব্দ।

চন্দ্র। কে আস্‌ছে ?

শৈব। মহম্মদ ইরফান—নবাবের সৈনিক।

চন্দ্র। কেন আস্‌ছে ?

শৈব। আমাকে নিয়ে যেতে, নবাব আমাকে দেখতে চেয়েছেন।

চন্দ্র। ফষ্টর সেখানে গেলে পর তোমাকে দেখতে চেয়েছেন, না তৎপূর্ব্বে ?

শৈব। না, দুজনকে আন্‌তে এক সময় আদেশ করেন।

চন্দ্র। কোন চিন্তা নাই, নিদ্রা যাও। সুন্দরি, এখন তোমরা এখানে আস্‌তে পার

(সুন্দরীর প্রবেশ)

সুন্দ। দাদা—দাদা, বৌ ভাল হয়েছে ?

চন্দ্র। ভয় নাই, আরোগ্য হবেন। এখন ইনি নিদ্রা যাচ্ছেন, নিদ্রাভঙ্গ হ'লে এই পাত্রস্থ ঔষধ খাইয়ো। সম্প্রতি নবাবের সৈনিক আস্‌ছে—শৈবলিনীকে নিয়ে যাবে। তুমি সঙ্গে যেও।

সুন্দ। কেন—নবাবের কাছে নে যাবে কেন ?

চন্দ্র। এখনি শুন্‌বে, চিন্তা নাই। সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও—হাত ধর, ওর গৃহে নিয়ে গিয়ে বিছানায় শুইয়ে দাও। শঙ্কা নাই—তুমি যেমন নিয়ে যাবে—ঠিক যাবে। শৈবলিনী এখন যোগবলে নিদ্রিতা।

সুন্দ। মা ভগবতি, বিপদে রক্ষা কর।

[শৈবলিনীকে লইয়া সুন্দরীর প্রস্থান।

(রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

রামা। কি বুঝলে ?

চন্দ্র। গুরুদেব ! বুঝলেম যে, আমি ব্রাহ্মণত্ব অভিমানী দুর্ব্বল ইন্দ্রিয়-দাস, দস্যুব্যবসায়ী প্রতাপ—দেবতা। শৈবলিনীর দ্বাদশবার্ষিক প্রায়-শ্চিত্তের আবশ্যক নাই। আর বুঝলেম, যোগবলের অপেক্ষা বল নাই—বুঝলেম, রামানন্দ স্বামী মহাযোগী।

রামা। ভাল, নবাবের দূতের অভিপ্রায় শুন্‌লেম, আমাদের দুজনকেই দরবারে উপস্থিত হ'তে হবে। দূত তোমার গৃহে অতিথি, এস, তার যথাবিহিত অভ্যর্থনা করি গে।　　[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

উদয়নালা—শিবির

নবাব ও ইরফান

নবা। বন্দিগণ উপস্থিত ?

ইর। জাঁহাপনা, সকলেই উপস্থিত।

নবা। লরেন্স ফষ্টর হাজির ?

ইর। জাঁহাপনা, সমরু সাহেবের ফৌজে ইল্‌কট নাম লিখিয়ে ঐ সাহেব ছিল। আমীর হোসেন সাহেবকে গ্রেপ্তার করেছেন।

নবা। আচ্ছা, সাম্‌নে হাজির কর।

(ফষ্টরের প্রবেশ)

নবা। কেয়া নাম তোমারা ?

ফষ্ট। নাম হ্যায় লরেন্স ফষ্টর।

নবা। তোম কোন্ মুলুক্‌কা আদমী ?

ফষ্ট। ইংল্যাণ্ডকা, হাম ইংরেজ হ্যায়।

নবা। ইংরেজ মেরা দুষমন। তুম দুষমন হোকে কেঁউ মেরা ফৌজকা ভিতর ঘুঁষেথে ?

ফষ্ট। আয়াথা ফৌজমে, আপকা যো মরজি কর—হাম আপকা কায়দমে হ্যায় কাহে আয়া—পুঁছনেকা জরুরৎ নেহি, পুঁছনেসে হাম জবাব নেহি ডেগা।

নবা। বহুৎ আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা! ম্যায়নে সমঝ লিয়া—তোমারা দেল ছোটা নেহি, তোম কমিনা নেহি। মালুম হোতা, তোম্ সচ্ বাৎ বোলনে শেকো গে!

ফষ্ট। ইংরেজ ঝুটা নেহি বোল্‌টা।

নবা। হাঁ, ভালা, আবি মালুম হো যা গা। কে বল্‌ছিল যে, চন্দ্রশেখর উপস্থিত আছেন ? থাকেন ত তাঁকে আন।

(ইরফান ও চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

ইন্‌কো পছান্তে হো ?

ফষ্ট। নাম শুনা হ্যায়, নেহি ডেখা।

নবা। ভাল, বাঁদী কুলসম কোথায় ?

(কুলসমের প্রবেশ)

ইয়ে বাঁদী কো পছাঁন্তে হো ?

ফষ্ট। হাঁ।

নবা। ইয়ে কোন্ হ্যায় ?

ফষ্ট। আপকা বাঁডী।

নবা। মহম্মদ তকিকে আন।

(শৃঙ্খলাবদ্ধ তকিকে আনয়ন)

কুলসম, তুমি বলেছ যে, আমার মঙ্গলার্থে দলনী বেগম গোপনে গুর্‌গণ খাঁর সহিত সাক্ষাৎ কর্‌তে গিয়েছিল, গুর্‌গণ খাঁ বেগমের সহোদর, আমিয়ট তোমাদের নৌকায় বন্দী ক'রে নিয়ে যাচ্ছিল মাত্র, নচেৎ বেগমের সহিত সেই ফিরিঙ্গীর কোনরূপ মন্দ সম্পর্ক ছিল না—সে কথা সত্য কি না, সর্ব্বসমক্ষে এই দরবারে বল।

কুল। সব সত্য। জাঁহাপনা, আমি এই আমদরবারে এই পাপিষ্ঠ স্ত্রী-ঘাতক মহম্মদ তকির নামে নালিশ কর্‌ছি, সে আমার প্রভুপত্নীর নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে, আমার প্রভুকে মিথ্যা প্রবঞ্চনা ক'রে, সংসারের স্ত্রীরত্নসার দলনী বেগমকে পিপীলিকাবৎ অকাতরে হত্যা করেছে। জাঁহাপনা, পিপীলিকাবৎ এই নরাধমকে হত্যা করুন।

মহ। মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা! তোমার সাক্ষী কে ?

কুল। সাক্ষী কে? আমার সাক্ষী উপরে চেয়ে ত্থাখ্—আমার সাক্ষী জগদীশ্বর! আপনার বুকের উপর হাত দে, আমার সাক্ষী তুই। যদি আর কারুর কথায় প্রয়োজন থাকে, তবে এই ফিরিঙ্গীকে জিজ্ঞাসা কর্।

নবা। কেঁও ফিরিঙ্গী! ইয়ে বাঁদী বোল্‌তি হ্যায়, আমিয়টকা সাৎ বেগমকা আস্নাই নেহি থি। সচ্ কহো, ইন্‌কো বাৎ ঠিক নেহি? তোম্‌নে আপনে মুসে কবুল কিয়া ইংরেজ ঝুটা নেই কহে তো।

ফষ্ট। বাঁডীকা বাত বিল্‌কুল সচ্।

চন্দ্র। ধর্ম্মাবতার! বাঁদীর কথা যে সত্য—আমিও তার এক জন সাক্ষী। আমিই দলনী বেগমকে সেই রাত্রে রাজপথ হ'তে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিই। আমিই সেই ব্রহ্মচারী।

কুল। হ্যাঁ হ্যাঁ, চিন্‌তে পেরেছি, ইনিই বটে।

চন্দ্র। রাজন্! যদি এই ফিরিঙ্গী সত্যবাদী হয়, তবে একে আর দু-একটা প্রশ্ন করুন।

নবা। এই হিন্দু ব্রাহ্মণকা—

ফষ্ট। বাস্, আপ কেঁও তক্‌লিপ কর্‌তে হো? হাম কইকো তাঁবেদার নেহি—মর্‌ণেকা ডর্ হাম্‌রা নেহি হ্যায়। কোই বাৎকা জবাব দেনা, নেহি দেনা মেরে এক্তিয়ার। আপকো কোই সওয়ালকে জবাব হাম নেহি দেয়েঙ্গে।

নবা। তবে-শৈবলিনীকে আন।

(শৈবলিনীর প্রবেশ)

ফষ্ট। Oh my God! My God! What a change! Is it she or her ghost?

নবা। (স্বগত) অ্যাঁ। এ কি সেই রমণী? কে এর এমন দশা করলে? রুগ্না। শীর্ণা। মলিনা। জীর্ণ সঙ্কীর্ণ বাস পরিহিতা। অরচিত-কুন্তলা। ধূলিধূসরা। গায়ে খড়ি মাথায় ধূলি। চুল আলুথালু, পাগলের চক্ষু, এ কি? (প্রকাশ্যে) ফিরিঙ্গী, ইন্‌কো পছান্তে হো?

ফষ্ট। হাঁ।

নবা। এ কোন্?

ফষ্ট। শৈ—শৈ—শৈবলিনী, চন্দ্রশেখরকো জরু।

নবা। কিস্‌তরে তোমনে ইন্‌কো পয়ছানা?

ফষ্ট। আপকো যেয়সা মর্‌জি সাজা ফর্‌মাইয়ে, ম্যয় কুচ জবাব নেহি দেয়েঙ্গে।

নবা। মেরে মর্‌জী কুত্তাসে খেলায়কে তেরা জান লেওঙ্গে।

ফষ্ট। Oh horror। জান্ লেনেকা মর্‌জি হোয়, একদম কোতল করিয়ে।

নবাব। নেহি। ইস মুলুকমে এক পুরানা সাজা চল রহা। শুনা হ্যায় বদমাসকো কোমর তক মিট্টিমে গাড়কে, তৈয়ারী কুত্তা কাটনেকো ওয়াস্তে ছোড় দেতা। কুত্তা কাটনেসে জখম পর নিমক লাগায় দেতা। কুত্তা যেত্‌না খুসী বদমায়েসকো বদনসে গোস্ত খাকে চলা যাতা; বদমায়েস ইসি হালমে গাড়া রহেতা। ভুক মালুম হোনেসে কুত্তা আকে ফিন কাটতা। যব তক নেহি কয়েদিকো জান নিকল যাতা, তব তক কুত্তা উসকো ছোড়তা নেহি। তোমারে পর আউর তকি খাঁকে পর ম্যয়নে এহি সাজাকো হুকুম দেতেহুঁ।

তকি। মেহের বান, মাফ কিজিয়ে। একদম জান লিজিয়ে। এ্যায় খোদা। এ্যায় খোদা!

ফষ্ট। (হাঁটু গাড়িয়া) Oh God! Oh God! Never did I take thy name! Never didst Thou dwell in my

heart ! Even in sick or crime, I have spent my days intoxicated with despotic power Thy very existence have I ignored ! But to day, here totally helpless, utterly abandoned with horrible death staring at my face. I appeal to Your mercy. Oh Omnipotent Father ! Oh, Merciful Heaven ! Oh, Saviour of Sinners ! Thou alone can save him, who is past human help. Save wretched Lawrence ! Save him from this horrible fate ! Save me, Oh my God ! Oh my God ! Oh my God !

চন্দ্র। হে অনন্ত মহিমাময়, করুণাসাগর জগদীশ্বর ! যে মহাপাতক কখনও জীবনে তোমার নাম নেয়নি, ঘোর বিপদ কালে তাকেও তুমি নাম নিতে প্রবৃত্তি দাও। এই ফিরিঙ্গীর ভাব দেখে বোধ হচ্ছে যে এখন অনন্যগতি জেনে ও তোমার চরণে আশ্রয় ভিক্ষা করছে। করুণাময় নামে যেন কখন অবহেলা না করি।

(একান্তে রামানন্দ স্বামীর ফষ্টরের উপর তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিক্ষেপ)

রামা। আমার ভাষা বোঝবার ও বলবার শক্তি তোকে প্রদান কচ্ছি, আমার কথার উত্তর দে, আমি তোকে কুকুরের দণ্ড হ'তে উদ্ধার কর্‌বো।

ফষ্ট। Oh Heavens ! Who is this ? What apparitions ? What looks ! Horror ! Horror ! I am stunned—paralized ! My very life blood is ebbing away. Oh ! Oh !

রামা। আমি যে ভাষায় জিজ্ঞাসা করছি, সেই ভাষায় উত্তর দে। সত্য বল, তুই কি শৈবলিনীর জার ?

ফষ্ট। না।

রামা। কি স্পষ্ট ক'রে বল্।

ফষ্ট। না, আমি শৈবলিনীর জার নহি।

রামা। তবে শৈবলিনী তোর নৌকায় ছিল কেন ? দ্যাখ্, এর পানে চেয়ে উত্তর দে।

ফষ্ট। আমি শৈবলিনীর রূপে পাগল হয়ে তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গিয়ে আমার নৌকায় রেখেছিলুম ; মনে করেছিলুম, সে আমার প্রতি আসক্ত, কিন্তু দেখলুম, তা নয়, সে আমার শত্রু। নৌকায় প্রথম দেখা হ'তেই সে ছুরি বার ক'রে বল্লে যে, যদি তুই আমার কামরায় আসবি, তা হলে এই ছুরিতে দুজনেই মর্‌বো ; আমি তোর মা। আমি তার কাছে যেতে পারি নি, কখনও তাকে ছুঁতে পারি নি।

চন্দ্র। জগদীশ্বর! জগদীশ্বর! তুমিই ধন্য!

রামা। এই শৈবলিনীকে তুই কি প্রকারে তোর অন্ন খাওয়ালি ?

ফষ্ট। আমার ছোঁয়া সে খায় নি, নিজে রাঁধতো।

রামা। কি রাঁধতো ?

ফষ্ট। চাল সিদ্ধ, দুধ, আর কিছু নয়।

রামা। জল ?

ফষ্ট। আপনি গঙ্গা থেকে তুল্‌তো।

(নেপথ্যে তোপের শব্দ)

নবা। ও কি! ও—

ইর। আর কি, ইংরেজের কামান! তারা শিবির আক্রমণ করেছে।

নবা। হুঁ।

(নেপথ্যে কামান, রণবাদ্য, কোলাহল ইত্যাদি)

ইর। জাঁহাপনা, এখানে আর স্থির থাকৃতে পারি নে। যা থাকে কপালে, মরি ত তরবারি হস্তে মর্‌বো। চল, সকলে চল।

[নবাব ও তকি খাঁ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবা। (তকিকে ধৃত করিয়া) প্রেত! তুই কোথায় যাস্? আরও কি বিশ্বাসঘাতকতা তোর মনে আছে? আমার ত সব গিয়েছে, আমি ত জাহান্নামে গিয়েছি, কিন্তু দুরাত্মা, দলনীর মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি পৃথিবী পরিত্যাগ কর্‌তে পার্‌বো না; ইংরেজের কামানের গোলা আমার বক্ষ ভেদ কর্‌বার পূর্ব্বে তোর বক্ষ ভেদ ক'রে আমি রক্ত দর্শন কর্‌বো।

তকি। মাপ করুন—মাপ করুন, জাঁহাপনা!

নবা। হ্যাঁ, এই যে মাপ কর্‌ছি, কুক্কুরদংশনে নয়, নিজ হস্তে তোর প্রাণবধ কর্‌ব।

[ধৃত করিয়া লইয়া প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

পার্ব্বত্য পথ

রামানন্দ, চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনী

চন্দ্র। শৈবলিনি, এইখানে দাঁড়াও। পর্ব্বতের অন্তরালে এখানে সহসা কোন বিপদের বিশেষ সম্ভাবনা নাই।

রামা। চন্দ্রশেখর, এখন কি ক'রবে?

চন্দ্র। শৈবলিনীর প্রাণ রক্ষা করি কি প্রকারে? চারিদিকে গোলাবৃষ্টি হচ্ছে, চারিদিকে ধূমে অন্ধকার।

রামা। চিন্তা নেই, দেখছো না, কোন্ দিকে যবন সেনাগণ পলায়ন কচ্ছে? যেখানে যুদ্ধারম্ভেই পলায়ন, সেখানে আর রণজয়ের সম্ভাবনা কি? এই ইংরেজ জাতি অতিশয় ভাগ্যবান্, বলবান্ এবং কৌশলী দেখছি। বোধ হয়, এরা এক দিন সমস্ত ভারতবর্ষ অধিকৃত করবে। চল, আমরা পলায়নপর যবনদের পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হই। তোমার আমার জন্য চিন্তা নাই; কিন্তু এই বধূর জন্য চিন্তা।

চন্দ্র। এ কি এ! ঐ পর্ব্বতরন্ধ্র হ'তে এক ক্ষুদ্র সেনাদল নির্গত হচ্ছে না? এ যে হিন্দুসেনা দেখছি। কার সেনা এ ইংরেজ রণে সম্মুখীন হ'তে যাচ্ছে? মধ্যে ঐ অশ্বারোহী ব্যক্তি বোধ হয় নায়ক। কে ও? অশ্ব হ'তে নেমে এই দিকেই আসছে যে? কে এ? প্রতাপ নয়? হাঁ, প্রতাপই ত।

(প্রতাপের প্রবেশ)

এ কি প্রতাপ, তুমি? প্রতাপ, এ দুর্জ্জয় রণে তুমি কেন? ফের।

প্রতা। আমি আপনাদেরই সন্ধানে এসেছিলুম, অন্তরালে থেকে দরবারে যে যে ঘটনা হয়েছে, সমস্তই আমি দেখেছি ও শুনেছি। চলুন, নির্ব্বিঘ্ন স্থানে আপনাদের রেখে আসি।

চন্দ্র। প্রতাপ, তুমি ধন্য! শৈবলিনীর হৃদয়ের গুহ্য কথা, তুমি যা জান, আমিও তা জানি।

প্রতা। আজ্ঞে—

চন্দ্র। এখন জান্‌লেম যে, ইনি নিষ্পাপ! যদি লোকরঞ্জনার্থ কোন প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়, তা কর্‌বো—ক'রে শৈবলিনীকে গৃহে নেব। কিন্তু সুখ আমার কপালে হবে না।

প্রতা। কেন, স্বামীজীর ঔষধে কোন ফল হয় নি?

চন্দ্র। এ পর্যান্ত নয়। প্রতাপ, বিমর্ষ হ'লে কেন? চোখের জল ফেলো না; ঈশ্বরের মনে যা আছে, তাই হবে।

প্রতা। তিনি কোথায়?

চন্দ্র। শৈবলিনী? এই যে অন্তরালে দাঁড়িয়ে আছে, ঐ দেখ, তোমায় ডাক্‌ছে। বুঝি—কি বল্‌বে, শোন গে।

প্রতা। (শৈবলিনীর নিকটস্থ হইয়া) আমায় ডাক্‌ছ?

শৈব। হ্যাঁ, আমার একটা কথা কানে কানে শুন্‌বে? আমি দূষণীয় কিছু বল্‌বো না।

প্রতা। এঁ্যা, তোমার বাতুলতা তবে কি কৃত্রিম?

শৈব। এখন বটে, আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে অবধি সব কথা বুঝ্‌তে পার্‌ছি। আমি কি সত্য সত্যই পাগল হয়েছিলাম?

প্রতা। আঃ। বাঁচলেম! জয় জগদীশ্বর!

শৈব। চুপ, এখন কিছু ব'লো না, আমি নিজেই সব বল্‌বো, কিন্তু তোমার অনুমতি চাই।

প্রতা। আমার অনুমতি কেন?

শৈব। স্বামী যদি আমায় আবার গ্রহণ করেন, তবে মনের পাপ লুকিয়ে রেখে তাঁর প্রণয়ভাগিনী হওয়া কি উচিত?

প্রতা। কি কর্‌তে চাও?

শৈব। আগেকার সব কথা তাঁকে ব'লে ক্ষমা চা'ব।

প্রতা। বলো! আশীর্ব্বাদ করি, তুমি এবার সুখী হও।

শৈব। প্রতাপ! কাঁদ্‌ছো? আমি সুখী হব না, তুমি থাক্‌তে আমার সুখ নেই।

প্রতা। সে কি শৈবলিনি?

শৈব। যত দিন তুমি এ পৃথিবীতে থাক্‌বে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করো না। স্ত্রীলোকের চিত্ত অতি অসার, কত দিন বশে থাক্‌বে, জানি নে; এ জন্য তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করো না।

প্রতা। হুঁ, ভাল, তাই হবে। এ জন্মে আর আমার সাক্ষাৎ পাবে না…। চল! চল! কেউ মর্‌তে ভয় করো না! অগ্রসর হও—(গমনোদ্যত)

চন্দ্র। প্রতাপ, প্রতাপ! কোথা যাও?

প্রতা। যুদ্ধে।

চন্দ্র। যেও না, যেও না, ইংরেজের যুদ্ধে রক্ষা নাই।

প্রতা। ফষ্টর এখনও জীবিত। তার বধে চল্লাম।

চন্দ্র। (প্রতাপের হস্ত ধরিয়া) ফষ্টর বধে কাজ কি ভাই? যে দুষ্ট, ভগবান্ তার দণ্ডবিধান কর্‌বেন, তুমি আমি কি দণ্ডের কর্ত্তা? যে অধম, সেই শত্রুর প্রতি হিংসা করে; যে উত্তম, সে শত্রুকে ক্ষমা করে। আমি ফষ্টরকে ক্ষমা করেছি। তুমিও কর।

প্রতা। প্রভু! গুরুদেব! আপনি মনুষ্য নন—দেবতা। এরূপ মহতী উক্তি আমি কখনও মনুষ্যমুখে শ্রবণ করিনি। অধমের মস্তকে পদ-ধূলি দিন, আপনিই মনুষ্যমধ্যে ধন্য! আমি ফষ্টরকে কিছু বল্‌বো না। চল সৈন্যগণ যুদ্ধক্ষেত্রে!

চন্দ্র। প্রতাপ, তবে যুদ্ধক্ষেত্রে যাও কেন?

প্রতা। আমার প্রয়োজন আছে।

[ঈষৎ হাস্যবদনে প্রস্থান।

রামা। (স্বগত) এ হাসি ত ভাল নয়! প্রতাপের মনে কি আছে? শৈবলিনীর সঙ্গে কি কথা হলো! না, না, প্রতাপের জন্য আমার মন বড় উদ্বিগ্ন হচ্ছে। (প্রকাশ্যে) তুমি বধূকে লয়ে গৃহে যাও। আমি গঙ্গাস্নানে যাব, দুই এক দিন পরে সাক্ষাৎ হবে। এ পথে গমন করলে নিরাপদে যাবে।

চন্দ্র। আমিও প্রতাপের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হচ্ছি।

রামা। আমি তার তত্ত্ব লয়ে যাচ্ছি। তুমি যাও।

চন্দ্র। পদধূলি দিন। শৈবলিনি, গুরুদেবের পদে প্রণাম কর। (উভয়ের প্রণাম) স্মরণ রাখবেন, প্রতাপের শুভসংবাদ না পেলে আমার মন স্থির হবে না।

[চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর প্রস্থান।

রামা। কোথায় অনুসন্ধান করি! যতদূর দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, কেবল ধূমময়, কেবল অগ্নিবৃষ্টি! কে যুদ্ধ করছে, কার সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে? নবাবের সৈন্য ত কেবল পলায়নই করছে দেখতে পাচ্ছি। প্রতাপকে কোথায় পাব? দেখি, নিশ্চেষ্ট থাকা কর্ত্তব্য নয়।

(জনৈক পলায়নপর সৈন্যের প্রবেশ)

সৈন্য। আমি না—আমি না! এই দেখ, আমার হাতে তরোয়াল নেই! আমায় মেরো না, আমি যুদ্ধ করি নি, আমার ঘরে দুটি ছেলে আছে, তাদের দেখতে দাও!

রামা। ভয় নাই—ভয় নাই, দেখতে পাচ্ছ না, আমি হিন্দু সন্ন্যাসী।

সৈন্য। সন্ন্যাসী! তুমি ইংরেজ নও?

রামা। ভয়ে জ্ঞানশূন্য হয়েছ না কি? তোমরা তো সকলেই পালাচ্ছ, তবে যুদ্ধ কর্‌ছে কে?

সৈন্য। কেউ না। কেবল এক হিন্দু হঠাৎ কোত্থেকে এসে ভারি যুদ্ধ করছে; কিন্তু সে একা কতক্ষণ পারবে? এতক্ষণ কি হয়েছে, বল্‌তে পারি নি।

রামা। কোথায় সে হিন্দু?

সৈন্য। গড়ের সামনে দেখুন! আমি আর এখানে দাঁড়াব না।

[প্রস্থান।

রামা। এ হিন্দু প্রতাপ ভিন্ন আর কেউ নয়। দেখছি, সে স্বেচ্ছায় মৃত্যু-মুখে অগ্রসর হয়েছে; প্রাণ পরিত্যাগই তার অভিসন্ধি! কি জানি,—জগদীশ্বরের মনে কি আছে!

[প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

রণস্থল

প্রতাপ

প্রতা। সুখে থাক শৈবলিনি—এইবার সুখী হও! মহাপুরুষ চন্দ্রশেখরকে সুখী কর। আঃ আঃ—তোমার জীবনের কণ্টক প্রতাপ চল্‌লো, আর সাক্ষাৎ হবে না। আঃ—জগদীশ—

(রামানন্দ স্বামীর প্রবেশ)

রামা। রণস্থলব্যাপী ঘোর আর্ত্তনাদ ভেদ ক'রে এ কার করুণ স্বর শুনা যাচ্ছে ?

প্রতা। করুণাময় ! স্থান দাও।

রামা। এই যে—এই যে প্রতাপ ! প্রতাপ, এ কি কর্‌লে ?

প্রতা। প্রণাম কর্‌তে পাচ্ছি নে।

রামা। আমি এমনিই আশীর্ব্বাদ কর্‌ছি, আরোগ্য লাভ কর।

প্রতা। আরোগ্য ? আরোগ্যের আর বড় বিলম্ব নেই ! আপনার পদরেণু আমার মাথায় দিন।

রামা। কেন এ দুর্জ্জয় রণে এলে ? শৈবলিনীর কথায় কি এরূপ করেছ ?

প্রতা। আপনি কেন এরূপ আজ্ঞা কর্‌ছেন ?

রামা। যখন তুমি শৈবলিনীর সঙ্গে কথা কচ্ছিলে, তার আকার-ইঙ্গিতে বোধ হচ্ছিল যে, সে আর উন্মাদগ্রস্তা নহে। আরও বোধ হয়, সে তোমাকে একেবারে বিস্মৃত হয় নি।

প্রতা। আঃ—শৈবলিনী বলেছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। বুঝলুম—আমি জীবিত থাকতে শৈবলিনী-চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নেই। তাই এ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ কর্‌তে এসেছিলুম। যাদের এত ভালবাসি, যারা আমার এত উপকারী, তাদের সুখের কণ্টক হয়ে জীবন কেন রাখব ? আমি থাক্‌লে শৈবলিনীর চিত্ত কখনও না কখনও বিচলিত হবে। আমি চল্লাম—

রামা। প্রতাপ ! প্রতাপ ! আকুমার যোগীর চোখে তুমি আজ জল আনলে, আর কেউ কখনও রামানন্দ স্বামীর চোখে জল দেখে নাই।

এ সংসারে তুমিই যথার্থ পরহিতব্রতধারী, আমরা ভণ্ডমাত্র! তুমি পরলোকে অনন্ত অক্ষয় স্বর্গভোগ কর্‌বে সন্দেহ নাই। শোন বৎস, আমি তোমার অন্তঃকরণ বুঝেছি, ব্রহ্মাণ্ডজয় তোমার এই ইন্দ্রিয়-জয়ের তুল্য হ'তে পারে না। তুমি কি শৈবলিনীকে ভালবাস্‌তে?

প্রতা। ওহো-হোঃ। শৈবলিনীকে ভালবাস্‌তাম কি না, তা আবার জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? কি বুঝবে তুমি সন্ন্যাসী। এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এই ভালবাসা বুঝবে? কে বুঝবে যে, আজ এই ষোল বৎসর শৈবলিনীকে আমি কত ভালবেসেছি। পাপ চিত্তে আমি তার প্রতি অনুরক্ত নই। আমার ভালবাসার নাম জীবন-বিসর্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা! শিরায় শিরায়, শোণিতে শোণিতে, অস্থিতে অস্থিতে, আমার এই অনুরাগ অহোরাত্র বিচরণ করেছে! কখনও মানুষে তা জান্‌তে পারে নি—মানুষ তা জান্‌তে পার্‌তো না। এই মৃত্যুকালে আপনি কথা তুল্‌লেন কেন? এ জন্মে এ অনুরাগে মঙ্গল নেই ব'লে এ দেহ পরিত্যাগ করলাম। আমার মন কলুষিত হয়েছে, কি জানি শৈবলিনীর হৃদয়ে আবার কি হবে! আমার মৃত্যু ভিন্ন এর উপায় নেই, এই জন্যই মলুম। আপনি জ্ঞানী, শাস্ত্রদর্শী, আপনি বলুন, আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত? আমি কি জগদীশ্বরের কাছে দোষী? যদি দোষ হয়ে থাকে, তবে এ প্রায়শ্চিত্তে কি তার মোচন হবে না?

রামা। তা জানি না—মানুষের জ্ঞান এখানে অসমর্থ! শাস্ত্র এখানে মূক। তুমি যে লোকে যাচ্ছ, সেই লোকেশ্বর ভিন্ন এ কথার কেউ উত্তর দিতে পার্‌বে না। তবে এই বল্‌তে পারি, ইন্দ্রিয়জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই। যদি চিত্তসংযমে পুণ্য

থাকে, তবে দেবতারাও তোমার তুল্য পুণ্যবান্ নন—যদি পরোপকারে স্বর্গ থাকে, তবে দধীচির অপেক্ষাও তুমি স্বর্গের অধিকারী। প্রার্থনা করি, জন্মান্তরে যেন তোমার মত ইন্দ্রিয়-জয়ী হই।

প্রতা। আঃ—আশীর্ব্বাদ করুন, পাপক্ষয় হোক্। হরে মুরারে! হরে মুরারে! হরে মুরারে—

(মৃত্যু)

রামা। ঘোর জীবন-সংগ্রাম শেষ হলো! তবে যাও প্রতাপ! অনন্ত-ধামে, যাও—সেখানে ইন্দ্রিয়জয়ে কষ্ট নাই, রূপে মোহ নাই, প্রণয়ে পাপ নাই, সেইখানে যাও! যেখানে রূপ অনন্ত, প্রণয় অনন্ত, সুখ অনন্ত, সুখে অনন্ত পুণ্য, সেইখানে যাও! যেখানে পরের দুঃখ পরে জানে, পরের ধর্ম্ম পরে রাখে, পরের জয় পরে গায়, পরের জন্য পরকে মর্‌তে হয় না, সেই মহৈশ্বর্য্যময় লোকে যাও! লক্ষ শৈবলিনী পদপ্রান্তে পেলেও ভালবাসতে চাইবে না।

[প্রস্থান

যবনিকা পতন

৩১ ভাদ্র, ১৩০৭ সাল।